গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রায়োগিক হ্যান্ডবুক

আগস্ট, ২০১৮

পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রায়োগিক হ্যান্ডবুক

স্বত্ব ঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ড. জাফর আহমেদ খান

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

সম্পাদনা ঃ

মোঃ মাহবুব হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সোহরাব হোসেন, যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
মোঃ আব্দুর রউফ মিয়া, উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও প্রকল্প পরিচালক, এসপিজিপি
মুহাম্মদ আনোয়ার পাশা, উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
মাসাহারু ইদো, স্থপতি (অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ), এসপিজিপি-জাইকা
সৈয়দ শাহ্‌রিয়ার আমিন, সিনিয়র কনসালটেন্ট (মহাপরিকল্পনা), এসপিজিপি-জাইকা
মোঃ আবদুল মোতালেব, কনসালটেন্ট (নগর পরিকল্পনা ও পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন), এসপিজিপি-জাইকা

গ্রন্থনা ও প্রকাশনা ঃ

স্ট্রেন্দেনিং পৌরসভা গভর্নেন্স প্রজেক্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জাইকা

প্রকাশকাল ঃ

আগস্ট, ২০১৮

মুদ্রণ ঃ

মুখবন্ধ

পৌরসভা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দ্রুত নগরায়নের ফলে দেশে শহরাঞ্চল বা পৌরসভাসমূহে দিনে দিনে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী শহরাঞ্চলে এ বৃদ্ধির হার ৪.১% (আদমশুমারি, বিবিএস, ২০১১)। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত দেশে পৌরসভার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২৯টি। পৌরসভার সংখ্যা বাড়লেও পৌরসভাসমূহের জনবল, প্রশাসনিক সক্ষমতা ও সেবা প্রদানের সামর্থ্য সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। এজন্য সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে পৌরসভাসমূহকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথাঃ 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভা। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে সব শ্রেণির পৌরসভাতেই পরিচালন ব্যবস্থা, সেবার পরিমাণ সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত নাগরিক সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আরো উন্নতি করার সুযোগ আছে। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'স্ট্রেন্দেনিং পৌরসভা গভর্নেন্স প্রজেক্ট-এসপিজিপি' ২০১৫ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিকভাবে ৭টি পৌরসভাকে পাইলট পৌরসভা হিসেবে এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এসপিজিপি'র লক্ষ্য হচ্ছে, 'পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয়ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে সহযোগিতা করা'। পাশাপাশি পৌরসভাসমূহের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি কাঠামো তৈরি করা। এ লক্ষ্যে এসপিজিপি যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় ও পদ্ধতি এবং প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে ধারণা প্রদান করা। মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর গুরুত্ব এবং এটি ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়ার দিকনির্দেশক হিসেবে **'পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রায়োগিক হ্যান্ডবুক' নামক এ সহায়িকাটি প্রকাশিত হলো**। প্রথমে একটি খসড়া হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করে প্রকল্পভূক্ত পাইলট পৌরসভায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণের পর অংশগ্রহণকারীদের থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে হ্যান্ডবুকটিকে পরিমার্জন করা হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মূল্যবান মতামত দিয়ে হ্যান্ডবুকটির উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

এসপিজিপি প্রকল্পভূক্ত পাইলট পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ, মেয়র এবং কাউন্সিলর (যিনি নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি) এ হ্যান্ডবুকের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এ হ্যান্ডবুকটি মহাপরিকল্পনা কী- সে বিষয় এবং এতে উল্লেখকৃত উন্নয়ন প্রস্তাবনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান, মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো, মহাপরিকল্পনা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌর এলাকার উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণে হ্যান্ডবুকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। হ্যান্ডবুকটি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজনসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ হ্যান্ডবুক ব্যবহার প্রক্রিয়ায় কোন গুরুত্বপূর্ণ মতামত পাওয়া গেলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে এবং সে অনুযায়ী হ্যান্ডবুকটিকে পর্যায়ক্রমে আরো সমৃদ্ধ করা হবে। পৌরসভা পর্যায়ে মহাপরিকল্পনার গুরুত্ব ও ধাপে ধাপে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়া বিষয়ক এই ব্যবহারিক হ্যান্ডবুকটি জাতীয়ভাবে দেশের সকল পৌরসভায় ব্যবহারের জন্য প্রণীত হলো। আমার বিশ্বাস পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারিগণ এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণকে পৌরসভার মহাপরিকল্পনার গুরুত্ব অনুধাবন করে এর প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা অর্জনে কাঙ্খিত দায়িত্ব পালনে এ হ্যান্ডবুকটি সহায়তা করবে। এ হ্যান্ডবুকটি প্রণয়ন ও প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ডঃ জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ সূচনা ১
১.১ পটভূমি ১
১.২ পৌরসভা উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের গুরুত্ব ১
১.৩ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রায়োগিক হ্যান্ডবুক এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ২
১.৪ প্রায়োগিক হ্যান্ডবুকের মৌলিক কাঠামো ৩
১.৫ প্রায়োগিক হ্যান্ডবুকের অভীষ্ট সুবিধাভোগী ৩

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মহাপরিকল্পনা পরিচিতি ৪
২.১ মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ৪
২.২ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের আইনগত দিক ৬
২.৩ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ৭
২.৪ মহাপরিকল্পনার উপাদানসমূহ ৮
২.৫ মহাপরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়া ১০
২.৬ মহাপরিকল্পনা সংশোধনের সুযোগ ১১
২.৭ অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নির্দেশনা ১১

তৃতীয় অধ্যায় ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়াদি ১২
৩.১ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১২
৩.২ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ১২
৩.২.১ অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা ১২
৩.২.২ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিন স্তরবিশিষ্ট পদক্ষেপ ১২
৩.২.৩ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হাতিয়ার/সরঞ্জাম ১৩
৩.২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ১৪
৩.২.৫ মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূরণে বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন ১৭
৩.২.৬ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বয় ও অংশীদারিত্ব ১৮
৩.২.৭ পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স) ১৯
৩.২.৮ বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০
৩.২.৯ প্রকল্প বাস্তবায়ন ২০
৩.২.১০ বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ২০
৩.৩ মহাপরিকল্পনা সংশোধন ২১

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনুসরণীয় পদ্ধতি ২২
৪.১ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ২২
৪.২ পর্ব-১ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করার প্রশাসনিক পদক্ষেপ ২২
৪.৩ পর্ব-২ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ২৫
৪.৪ পর্ব-৩ঃ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যক্রম ৩৪

পঞ্চম অধ্যায় ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ৪২
৫.১ ভূমিকা ৪২
৫.২ উদ্দেশ্য ৪২
৫.৩ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়াদি ৪২
৫.৪ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কার্যক্রম ৪২
৫.৪.১ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো ৪২
৫.৪.২ পরিবীক্ষণ হাতিয়ার/উপাদান ৪৩
৫.৫ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ৪৩
৫.৫.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৪৩

সারণি

সারণি ২-১ ঃ মহাপরিকল্পনার উপাদান পরিচিতি ৮
সারণি ২-২ ঃ নগর এলাকা পরিকল্পনার অন্তর্গত খাতওয়ারি পরিকল্পনা পরিচিতি ৯
সারণি ৩-১ ঃ আইনগত হাতিয়ার এবং মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ততা ১৩
সারণি ৪-১ ঃ বিস্তারিত বাস্তবায়ন সময়সূচি প্রণয়নের নমুনা ছক/ফরমেট ২৪
সারণি ৪-২ ঃ নীতি, কৌশল ও উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা প্রণয়নের নমুনা সারণি ২৫
সারণি ৪-৩ ঃ বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনাযোগ্য কর্মকান্ডের তালিকা তৈরির নমুনা প্রায়োগিক সারণি ২৭
সারণি ৪-৪ ঃ মহাপরিকল্পনার সঙ্গে চলমান ও আসন্ন প্রকল্পের উপযুক্ততা (লজ্ঘন/সংগতি) যাচাইয়ের নমুনা সারণি ২৮
সারণি ৪-৫ ঃ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত তালিকা প্রণয়নের নমুনা সারণি ২৯
সারণি ৪-৬ ঃ প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎস বিশ্লেষণের নমুনা সারণি ৩০
সারণি ৪-৭ ঃ নির্বাচিত প্রস্তাবনার সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণের নমুনা প্রায়োগিক সারণি ৩১
সারণি ৪-৮ ঃ তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রমের সময়সূচি প্রণয়নের নমুনা প্রায়োগিক সারণি ৩২
সারণি ৪-৯ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরির নমুনা প্রায়োগিক সারণি ৩৩
সারণি ৪-১০ ঃ সড়ক অনুমোদনে তথ্য বিবরণী ছক ৩৯
সারণি ৪-১১ ঃ পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়নে প্রস্তাবিত সড়কটির যথার্থতা যাচাই ৩৯
সারণি ৪-১২ ঃ নর্দমা অনুমোদনে তথ্য বিবরণী ছক ৪০
সারণি ৪-১৩ ঃ পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়নে প্রস্তাবিত নর্দমার যথার্থতা যাচাই ৪০
সারণি ৪-১৪ ঃ নগর সেবা উন্নয়নের জন্য জাচাই-তালিকা/চেকলিস্ট ৪০
সারণি ৫-১ ঃ অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আওতায় সড়ক উন্নয়ন বাস্তবায়ন ৪৪
সারণি ৫-২ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিত কর্মকান্ড সম্পাদন ৪৪
সারণি ৫-৩ ঃ নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ার কারণ ৪৪
সারণি ৫-৪ ঃ অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের অগ্রগতি ৪৫
সারণি ৫-৬ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করার অগ্রগতি ৪৫
সারণি ৫-৭ ঃ নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ার কারণ ৪৫
সারণি ৫-৮ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা ৪৬
সারণি ৫-৯ ঃ মূল্যায়ন মেয়াদে অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পাদন ৪৬
সারণি ৫-১০ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করার অগ্রগতি মূল্যায়ন ৪৬
সারণি ৫-১১ ঃ নিয়মিত কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন না হওয়ার প্রধান কারণ/চ্যালেঞ্জ ৪৭
সারণি ৫-১২ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন না হওয়ার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ ৪৭

চিত্র

চিত্র ২-১ ঃ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের সার্বিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র ৮
চিত্র ৩-১ ঃ বিভিন্ন সংস্থা ও গোষ্ঠীর সাথে পৌরসভার খাতভিত্তিক সমন্বয় ও অংশীদারিত্বের কার্যকর সম্পর্ক ১৯
চিত্র ৪-১ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র ২২

সংযুক্তি

সংযুক্তি ১ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র ---- ৪৮
সংযুক্তি ২ মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদনের নমুনা ছক/ফরমেট ---- ৫০
সংযুক্তি ৩ পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের নমুনা ---- ৫১
সংযুক্তি ৪ পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যান পত্রের নমুনা ---- ৫২
সংযুক্তি ৫ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অনুসরণীয় ধাপসমূহ ---- ৫৩

প্রথম অধ্যায় ঃ সূচনা

১.১ পটভূমি

মহাপরিকল্পনা হলো কোন নির্দিষ্ট এলাকার ভৌত উন্নয়নে গৃহীত সার্বিক রূপকল্প, বাস্তবায়ন নির্দেশনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াসহ দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদে গৃহীত বিভিন্ন খাতওয়ারী পরিকল্পনার সমষ্টি। পৌরসভাসমূহে পরিকল্পিতভাবে নগর ব্যবস্থা উন্নয়নে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কোন পৌরসভা গঠনের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২৩৭টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে।

অপরিকল্পিত ইমারত নির্মাণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত নাগরিক সেবা সরবরাহ এবং বসবাসের অবনতিশীল পরিবেশ প্রভৃতি দেশের বেশীরভাগ শহরাঞ্চল তথা পৌরসভাসমূহে লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের ধারা অব্যাহত থাকার কারণে শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, একই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে শহর/নগরের সংখ্যা ও আকার, তবে সে অনুযায়ী পরিকল্পিত নগরায়ণ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এমতাবস্থায় পৌরসভা তথা শহরাঞ্চলের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবিতকরণ, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, স্থানীয় ভৌত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, শহরাঞ্চলে বাসযোগ্য ও কর্মোপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সুষম উন্নয়নকে সমুন্নত রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবায়নযোগ্য ভৌত উন্নয়ন পরিকল্পনা তথা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

কোন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বলতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন মহাপরিকল্পনায় উল্লেখিত উন্নয়নের জন্যে গৃহীত নীতি, কৌশল, উন্নয়ন প্রস্তাবনা এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রকসমূহ শনাক্ত করা ও এর সকল বাস্তবায়ন কার্যক্রম অনুধাবন করে যথাসময়ে এর বাস্তবায়ন করা বুঝায়।

মহাপরিকল্পনা একটি কারিগরি/প্রযুক্তিগত প্রায়োগিক বিষয় হওয়ায় পৌরসভাসমূহের পক্ষে এককভাবে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। ইতোপূর্বে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও অধিকাংশ পৌরসভা তাদের প্রণীত মহাপরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। প্রণীত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো মহাপরিকল্পনাটি সরকার কর্তৃক যথাসময়ে অনুমোদন। অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৌরসভার প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক, কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতা থাকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পৌরসভাসমূহের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে ব্যবহার উপযোগী কোন হ্যান্ডবুক বা নির্দেশিকা এখন পর্যন্ত প্রণীত হয়নি। এমতাবস্থায়, মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৌরসভাসমূহের জন্য এ প্রায়োগিক হ্যান্ডবুকটি বিশেষভাবে সহায়তা করবে। এ হ্যান্ডবুকটি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের উপকরণ (Tools) হিসেবেও ব্যবহৃত হবে।

১.২ পৌরসভা উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের গুরুত্ব

গত কয়েক দশকে অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে শহরগুলোতে একদিকে বিভিন্ন রকম সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরণের নাগরিক সেবার সংস্থান করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। মহাপরিকল্পনায় মূলতঃ বর্তমান নগর ব্যবস্থাপনা ও ভবিষ্যতের নাগরিক চাহিদা অনুধাবন করে ভূমিসহ অন্যান্য ভৌত সম্পদের সুপরিকল্পিত ব্যবহারসহ প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা থাকে, যাতে বিদ্যমান সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। শহর ও নগরসমূহ বিশেষতঃ পৌরসভার বিদ্যমান অপরিকল্পিত উন্নয়নে সৃষ্ট বিশৃঙ্খল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর যথাযথ বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। উদাহরণ হিসেবে নীচে কয়েকটি পরিস্থিতির উল্লেখ করা হলোঃ

নিষ্কাশন জট ঃ প্রাকৃতিক খাল ভরাট ও অবৈধ দখল, জল ধারণ ও নিষ্কাশনের বিকল্প ব্যবস্থা না রেখে পৌরসভার নিম্নাঞ্চল ভরাট, বাসস্থান ও এর আশেপাশে নর্দমার সংখ্যা নগণ্য বা না থাকার কারণে অনেক পৌরসভায় নিষ্কাশন পরিস্থিতি অত্যন্ত

নাজুক। ফলে, পৌরসভাসমূহে জলাবদ্ধতা, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, রোগ ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি এবং জীবনের দৈনন্দিন কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ার কারণে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যানজট ও যাতায়াতে দুর্বিরতা ঃ অপ্রশস্ত/সরু সড়ক, পার্শ্ববর্তী ভূমি ব্যবহারের সাথে সড়কের প্রস্থের অসামঞ্জস্যতা, রাস্তার জায়গা দখল এবং সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব প্রভৃতি বাংলাদেশের অধিকাংশ শহর ও নগরে যানজট ও চলাচলে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে থাকে।

দূর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি ঃ অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার, অনিয়ন্ত্রিত ভবন নির্মাণের মাধ্যমে মানবসৃষ্ট আপদ (যেমন- অগ্নিকান্ড, ভবন ধ্বসে পড়া, জলাবদ্ধতা, দূষণ প্রভৃতি) সৃষ্টি হয়, যা নগর জীবনকে দূর্যোগের ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

উপরোল্লিখিত পরিস্থিতিগুলো অপরিকল্পিত ভৌত বিকাশের কয়েকটি পরিণতি মাত্র। এধরণের অপরিকল্পিত কার্যক্রম প্রতিরোধে ও নাগরিক সেবাসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য ভূমিসহ অন্যান্য ভৌত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এছাড়াও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের সংস্থান, যেমন- পরিবেশগত প্রভাব মোকাবেলা করে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমাধানে পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরী।

১.৩ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রায়োগিক হ্যান্ডবুক এর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রায়োগিক হ্যান্ডবুক এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট মহাপরিকল্পনা কী- সে বিষয় এবং এতে উল্লেখিত উন্নয়ন প্রস্তাবনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান, মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো, মহাপরিকল্পনা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌর এলাকার উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এ সকল সার্বিক উদ্দেশ্য ছাড়াও মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রায়োগিক হ্যান্ডবুকের নিম্নলিখিত কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে, যথাঃ

- পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান;
- মহাপরিকল্পনায় উল্লেখিত প্রস্তাবনাসমূহ এবং এর বাস্তবায়নের নানা দিক সম্পর্কে ধারণা প্রদান,
- বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে পৌরসভার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৌর কর্তৃপক্ষের জন্য বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান,
- মহাপরিকল্পনায় উল্লেখিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ (বিধি-বিধান, অনুশাসন ও প্রক্রিয়া) অনুসরণ সম্পর্কে ধারণা প্রদান,
- দীর্ঘ মেয়াদী মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনে যথাযথ পরিবীক্ষণ/তদারকি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাসহ পৌর প্রশাসনে একটি বাস্তবায়নযোগ্য কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি করা।

এটি প্রত্যাশিত যে, এই প্রায়োগিক হ্যান্ডবুক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট পৌরসভার বিভিন্ন অংশীজনদের (স্টেকহোল্ডার) নানাভাবে সহায়তা করবে এবং এটি অনুশীলনের মাধ্যমে তারা পর্যায়ক্রমে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রায়োগিক হ্যান্ডবুকটির গুরুত্ব

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রায়োগিক হ্যান্ডবুকটি পৌর কর্তৃপক্ষসমূহের জন্য একটি তাৎক্ষণিক ব্যবহার উপযোগী নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে, যা প্রয়োগের মাধ্যমে পৌর কর্তৃপক্ষ স্ব স্ব এলাকার ভৌত উন্নয়নের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, নাগরিকদের টেকসই অবকাঠামো ও সেবা দিতে পারবে এবং সর্বোপরি স্ব স্ব এলাকাকে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে বাসযোগ্য শহরে পরিণত করতে পারবে।

১.৪ প্রায়োগিক হ্যান্ডবুকের মৌলিক কাঠামো

এ হ্যান্ডবুকটি কে বিষয়বস্তুর আলোকে নিম্নোক্ত ৫টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছেঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা এবং প্রায়োগিক হ্যান্ডবুক এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পৌরসভা মহাপরিকল্পনার পরিচিতিঃ এর উপাদানসমূহ, গঠন, প্রণয়ন ও অন্যান্য বিষয়াবলী।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কারিগরি ও অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমে অনুসরণীয় পদ্ধতি/কৌশল।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

১.৫ প্রায়োগিক হ্যান্ডবুকের অভীষ্ট সুবিধাভোগী

এ হ্যান্ডবুক পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ) এবং প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রণীত হয়েছে। এর বাইরেও এ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ এ হ্যান্ডবুক থেকে উপকৃত হবেন। হ্যান্ডবুকটি অনুসরণ করে পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে পৌর এলাকার মধ্যে এর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মহাপরিকল্পনা পরিচিতি

২.১ মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

মহাপরিকল্পনা কী?

মহাপরিকল্পনা হলো কোন নির্দিষ্ট এলাকার ভৌত উন্নয়নে গৃহীত সার্বিক রূপকল্প, বাস্তবায়ন নির্দেশনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াসহ দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদে গৃহীত বিভিন্ন খাতওয়ারী পরিকল্পনার সমষ্টি। মহাপরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্ধারণের মাধ্যমে নগরের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন রূপরেখা নির্ধারণ করা হয় ঃ

- ভৌত উন্নয়নে উন্নয়ন লক্ষ্য, নীতি ও কৌশল গঠন;
- ভূমি ব্যবহার বিন্যাস এবং এর ব্যবস্থাপনা;
- যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সুরক্ষা;
- খাতভিত্তিক উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা ও সুপারিশ; এবং
- উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইত্যাদি।

মহাপরিকল্পনার প্রকাশ মাধ্যম

মহাপরিকল্পনা সাধারণতঃ প্রতিবেদন ও মানচিত্র এই দুই মাধ্যমের সমন্বয়ে প্রকাশ করা হয়। মহাপরিকল্পনার সম্পূরক হিসেবে থাকে বিশদ ও খাত ভিত্তিক তথ্যভান্ডার। এ প্রতিবেদন, মানচিত্র এবং তথ্যভান্ডারই মহাপরিকল্পনার দলিল (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) যা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(ক) প্রতিবেদন

মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন অংশে সাধারণতঃ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, সারণি, চিত্র, মানচিত্র, সংকেত, পরিশিষ্ট প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপাদান সহযোগে সুবিন্যস্ত আকারে থাকে। মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন অংশটি মূলতঃ **কাঠামো পরিকল্পনা** (Structure Plan), **নগর এলাকা পরিকল্পনা** (Urban Area Plan) ও **বিশদ এলাকা পরিকল্পনা** (Detail Area Plan) এ তিনটি পরিকল্পনার সমন্বয়ে সংকলিত হয়। উদাহরণ স্বরূপঃ এলজিইডি কর্তৃক পৌরসভার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনার অন্তর্গত পরিকল্পনাসমূহের ব্যাপ্তি ও প্রণয়নের সময় বিবেচনা করে একটি মাত্র প্রতিবেদনের মধ্যে উল্লিখিত তিনটি পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে।

কাঠামো পরিকল্পনায় মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং যে এলাকার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ, জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ, আইন-নীতি কাঠামো পর্যালোচনাসহ কাঠামো পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি কয়েকটি অধ্যায়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

নগর এলাকা পরিকল্পনায় ভূমি ব্যবহার, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং নগর সেবা পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়।

বিশদ এলাকা পরিকল্পনা মূলতঃ যে এলাকার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তার জরুরী ভিত্তিক উন্নয়নের চাহিদা বিশ্লেষণ পূর্বক বিশদ উন্নয়নের প্রস্তাবনা। তবে এলজিইডি কর্তৃক পৌরসভার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনায় বিশদ এলাকা পরিকল্পনা কে পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্যে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(খ) মানচিত্র

প্রত্যেক মহাপরিকল্পনায় বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করা ও পূর্ণতা দানের জন্য যথাযথ পরিমাপের (Scale) মানচিত্রের ব্যবস্থা থাকে। এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে পাঁচ ধরনের মানচিত্র বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ

১. কাঠামো পরিকল্পনা মানচিত্র,

২. ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মানচিত্র,
৩. পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মানচিত্র,
৪. নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মানচিত্র,
৫. ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা মানচিত্র।

এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা মহাপরিকল্পনার ক্ষেত্রে কাঠামো পরিকল্পনা ব্যতীত অন্যান্য মানচিত্র প্রণয়নে সাধারণতঃ ১:১৯৮০ পরিমাপ/স্কেল বিবেচনা করা হয়েছে।

(গ) তথ্যভান্ডার (ডাটাবেজ)

প্রতিবেদন ও মানচিত্রের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিটি মহাপরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট শহর/নগর/অঞ্চলের বিভিন্ন ধরণের ভৌত উপাদানের স্থানিক ও অ-স্থানিক তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার থাকে। এই তথ্য ভান্ডার ভবিষ্যৎ বহুমাত্রিক ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী যেমন- মহাপরিকল্পনার সংশোধন, আঞ্চলিক উন্নয়ন সমন্বয়, ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পূর্বাভাস নিরূপণ, ভৌত পরিবর্তন নিরূপণ ও মূল্যায়ন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দৈনন্দিন অনুশীলনে নির্দিষ্ট উপাদান ও বিষয় শনাক্ত করা, শহরভিত্তিক অন্যান্য উদ্যোগ ও বিভিন্ন গবেষণায় ভিত্তি উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার প্রভৃতি।

পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রাথমিক জরিপ এবং বিভিন্ন মাধ্যমের সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের সমন্বয়ে এই তথ্য ভান্ডার তৈরি করা হয়। প্রাথমিক জরিপের মধ্যে রয়েছে ভূমি বন্ধুরতা জরিপ (Contour Survey), ভৌত উপাদান জরিপ (Physical Feature Survey) ও ভূমি ব্যবহার জরিপ (Land Use Survey)। পৌরসভার সম্ভাব্য সকল প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট উপাদান শনাক্তকরণে এসব জরিপ করা হয়। এছাড়াও শহরের পরিবহন, নিষ্কাশন ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে অস্থানিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য কয়েক ধরণের জরিপ যেমন- পরিবহন জরিপ, নিষ্কাশন জরিপ, আর্থ-সামাজিক জরিপ প্রভৃতি সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন মাঝারি পর্যায়ের তথ্যসূত্র হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিকেল ইয়ার বুক, কৃষিশুমারি, আদমশুমারি, বিভিন্ন প্রতিবেদন ইত্যাদি।

এলজিইডি কর্তৃক পৌরসভার জন্য প্রণীত প্রতিটি মহাপরিকল্পনার ক্ষেত্রে সংগৃহীত সকল তথ্য-উপাত্ত ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থাপনাসহ (GIS) অন্যান্য যথাযথ কম্পিউটার প্রযুক্তি/সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পূর্বেই সংগৃহীত, ডিজিটাইজড ও ভূ-অবস্থানগত প্রক্রিয়া (Geo-referencing) সম্পন্নকৃত মৌজা মানচিত্রের উপর প্রতিস্থাপন ও সংরক্ষণ পূর্বক একটি সমন্বিত তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হয়েছে।

পৌরসভা মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বর্তমান অবস্থা

ইতোপূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কিছু পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও বাস্তবায়নের সাফল্য সীমিত।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি) বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের স্থানীয় শহরগুলোর জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যেগুলো নিম্নরূপঃ

UNHSR

- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) এবং জাতিসংঘ মানব বসতি কেন্দ্র (ইউএনএইচএসআর) এর আর্থিক সহায়তায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি) ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে ৫০টি জেলা শহরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে।
- ইউডিডি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে ৩৯২টি পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায়ের শহরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে।
- ২০০৯ সালে ইউডিডি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।
- বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ইউডিডি ১৪টি উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) স্ব স্ব পৌরসভার অংশগ্রহণে পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এই উদ্যোগের অধীনে, ২০০৮-২০১৫ সালে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (ডিটিআইডিপি) অধীনে ২২টি জেলা পর্যায়ের পৌরসভা এবং ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের

(ইউটিআইডিপি) অধীনে ২১৪টি উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভাসহ কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ১৪টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রণীত ২৩৭ টি পৌরসভা ও ২টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের অনুমোদন ও গেজেট প্রকাশের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে গৃহীত উদ্যোগ ও বর্তমান অবস্থা

মহাপরিকল্পনার অনুমোদন এর বাস্তবায়নের জন্য আইনগত ভিত্তি তৈরি করে। পৌরসভা মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে উদ্যোগ নিলেও এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়। সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এবং কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রের মহাপরিকল্পনা ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে।

পৌরসভা পর্যায়ে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হওয়ার মূল কারণগুলো হলোঃ

- মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্ব ও তা বাস্তবায়ন করার বিষয়টি সম্পর্কে পৌরসভা, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি সেবামূলক সংস্থাসমূহের সম্যক ধারণা না থাকা;
- মহাপরিকল্পনা বা সমন্বিত পরিকল্পনা অনুসরণ করে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন চর্চার সীমাবদ্ধতা;
- মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সংস্থাসমূহের মধ্যে পর্যাপ্ত সমন্বয়ের অভাব;
- সহায়ক আইন ও প্রবিধানের ঘাটতি;
- মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পৌরসভাসমূহের বর্তমান জনবল কাঠামোয় ঘাটতি;
- পৌরসভা পর্যায়ে আগ্রহ, যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব।

সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবায়ন পর্যায়ে কিছু ইতিবাচক আভাস পরিলক্ষিত হয়। পৌরসভা পর্যায়ে কিছু উৎসাহী জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা প্রণীত মহাপরিকল্পনার আলোকে প্রকল্প গ্রহণ ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থা সরকারি ও বিদেশী সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের অধীনে অবকাঠামো নির্ধারণের সময় মহাপরিকল্পনার নির্দেশনা অনুসরণের চেষ্টা করছে।

২.২ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের আইনগত দিক

পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা। এ অঞ্চলে ঐতিহাসিক আমল থেকে পৌরসভার জন্য বিভিন্ন আইন/বিধি-বিধান প্রবর্তিত হয়েছে যা পৌরসভাকে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে আইনগত অধিকার প্রদান করেছে। এগুলো হলোঃ

- স্থানীয় কাউন্সিল (উন্নয়ন পরিকল্পনা) বিধি, ১৯৬০;
- দ্য মিউনিসিপ্যাল কমিটি (শহর পরিকল্পনা) বিধিমালা, ১৯৬৮;
- পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ ও
- স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ক্রমিক ৩২-এ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের আইনগত ভিত্তি প্রদান করেছে।

ক্রমিক নং ৩২ অনুসারে কোন পৌরসভা প্রতিষ্ঠার বা এই আইন বলবৎ হওয়ার অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের মধ্যে পৌরসভা একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এই মহাপরিকল্পনা প্রচলিত অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং এতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে-

(ক) পৌর এলাকার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, জনসেবামূলক ও অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণসহ একটি জরিপ;
(খ) পৌরসভার মধ্যে কোন এলাকার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, উন্নতিসাধন; এবং
(গ) পৌর এলাকার মধ্যে কোন জমির উন্নতিসাধন, ইমারত/ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ।

এই আইনের দ্বিতীয় তফসিলের ৩৩ থেকে ৩৭ নং ক্রমিকে মহাপরিকল্পনার কয়েকটি বিষয় বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ক্রমিক ৩৩ ও ৩৪ ভূমি উন্নয়ন সম্পর্কিত এবং ক্রমিক ৩৫ থেকে ৩৭ ভবন/ইমারত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত।

দ্বিতীয় তফসিলের ক্রমকি নং ৩৩ (১) অনুসারেঃ

> *ক্রমিক ৩২-এর অধীনে যেখানে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধনীসহ বা ব্যতিরেকে অনুমোদিত হয়েছে, সেখানে অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোন এলাকায় কোন জমির মালিক, উক্ত এলাকার জন্য বিধি অনুযায়ী প্রণীত জমি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে অসামঞ্জস্য হলে, এরূপ মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত পরিমানের অধিক কোন জমির উন্নয়ন সাধন বা এতে কোন ইমারত নির্মাণ বা পুন:নির্মাণ করতে পারবেন না।*

দ্বিতীয় তফসিলের ৩৫ (১) নং ক্রমিক অনুসারেঃ

> *পৌরসভা কর্তৃক কোন ইমারতের জায়গা (সাইট) এবং ইমারতের নক্শা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ইমারত নির্মাণ বা পুন:নির্মাণ বা ভবন নির্মাণ করতে পারবেন না বা ইমারত নির্মাণ বা পুন:নির্মাণ শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন না।*

এছাড়াও বাংলাদেশে নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আইন/বিধি-বিধানের শিরোনাম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২
- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬
- বাংলাদেশ জাতীয় ইমারত কোড, ২০০৬ (বিএনবিসি)
- অগ্নি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা আইন ২০০৩
- মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০
- বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪
- শহর উন্নতিসাধন আইন, ১৯৫৩ (দ্য টাউন ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৫৩)
- ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (সংশোধন, ২০০১)
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধন, ২০০০)

২.৩ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে কয়েকটি প্রধান কার্যক্রম হলো শহরের বিদ্যমান ভৌত ও অভৌত অবস্থার বিশ্লেষণ; ভবিষ্যৎ অবস্থা নিরূপণ; সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান বিশ্লেষণ; সমস্যা, সম্ভাবনা ও চাহিদা সম্পর্কে নগরবাসীর অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ; বিকল্প উপায়সমূহ বিশ্লেষণ; নীতি-কৌশল প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা নির্ধারণ ইত্যাদি।

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সকল কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ যে সার্বিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকে তা প্রবাহচিত্র ২-১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

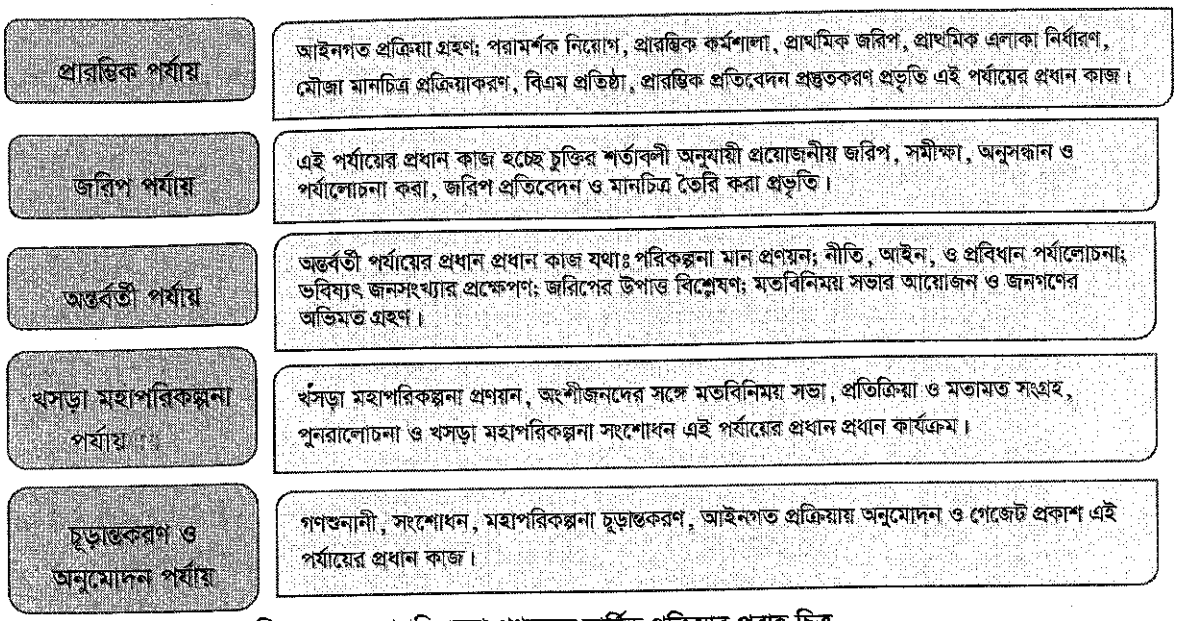

চিত্র ২-১ ঃ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের সার্বিক প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র

২.৪ মহাপরিকল্পনার উপাদানসমূহ

মহাপরিকল্পনায় উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান থাকতে পারে, যেমন- নগর পরিকল্পনা, পর্যটন এলাকা পরিকল্পনা, উপকূলীয় অঞ্চল পরিকল্পনা প্রভৃতি পরিকল্পনায় উপাদানের ভিন্নতা থাকে। বাংলাদেশে বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যতীত সাধারণতঃ তিন স্তর বিশিষ্ট মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুশীলন করা হয় যার প্রতিটি স্তর মহাপরিকল্পনার অন্যতম উপাদান হিসেবেও পরিচিত। মহাপরিকল্পনার উপাদানসমূহের প্রাথমিক ধারণা নিম্নের সারণি ২-১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ২-১ ঃ মহাপরিকল্পনার উপাদান পরিচিতি

মহাপরিকল্পনার উপাদান	উচ্চক্রম অবস্থান	মেয়াদ	পরিকল্পনার প্রকৃতি/ধরন	প্রধান প্রধান বিষয়
কাঠামো পরিকল্পনা	১ম স্তর	দীর্ঘ মেয়াদী, সাধারণতঃ ২০ বছর	নীতি পরিকল্পনা	- আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন কৌশল, নীতি ও প্রস্তাবনা নির্ধারণে বৃহত্তর এলাকা/অঞ্চল বিবেচনা করা হয়। - মহাপরিকল্পনা মেয়াদে গৃহীতব্য ভবিষ্যৎ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পূর্ণাঙ্গ তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা গ্রহণ।
নগর এলাকা পরিকল্পনা	২য় স্তর	মধ্য মেয়াদী, সাধারণতঃ ১০ বছর	সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারী পরিকল্পনা	- খাতওয়ারি পরিকল্পনাঃ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন পরিকল্পনা ইত্যাদি। - এই পরিকল্পনায় খাত ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নীতি- কৌশল, উন্নয়ন প্রস্তাবনা, নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
বিশদ এলাকা পরিকল্পনা/ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা	৩য় স্তর	স্বল্প মেয়াদী, সাধারণতঃ ৫ বছর	স্থানীয় ও বিস্তারিত পরিকল্পনা	- বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার ও সকল উন্নয়ন প্রস্তাবনা, - অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা।

কাঠামো পরিকল্পনা

কাঠামো পরিকল্পনা (Structure Plan) কে মহাপরিকল্পনায় উচ্চক্রম (Hierarchy) অনুসারে প্রথম স্তরের পরিকল্পনা হিসেবে গণ্য করা হয় যা কোন মহাপরিকল্পনার প্রস্তাবিত এলাকা বা ভবিষ্যৎ বিকাশ এলাকা চিহ্নিতকরণসহ উক্ত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে নীতি ও কৌশলসমূহ নির্ধারণ করে থাকে। ভবিষ্যৎ বিকাশ এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যেমন- সড়ক ও নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে দিক নির্দেশনা, প্রধান নাগরিক সেবাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও ভূমি ব্যবহারে সার্বিক উন্নয়নে নীতি ও কৌশল নির্ধারণসহ কাঠামো পরিকল্পনায় নগর বিকাশের সার্বিক মাত্রা ও নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে শহরের ভৌত

অবয়ব বা কাঠামো নির্ধারণ করে। এর মাধ্যমে মহাপরিকল্পনার আওতাধীন সমগ্র এলাকাকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহার উপযুক্ততা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশল অঞ্চলে (Policy zone) ভাগ করা হয়। এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা মহাপরিকল্পনার ক্ষেত্রে পৌরসভার অবস্থার উপর নির্ভর করে কাঠামো পরিকল্পনা এলাকাকে ৭টি কৌশল অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, এগুলো হলো; মূল/প্রধান এলাকা (Core area), উপশহর এলাকা (Fringe area), নতুন নগর এলাকা (New urban area), প্রান্তিক এলাকা (Periphery area), প্রধান চলাচল (Major circulation), কৃষি (Agriculture) ও জলাশয় (Waterbody)।

নগর এলাকা পরিকল্পনা

নগর এলাকা পরিকল্পনা (Urban Area Plan) মহাপরিকল্পনার দ্বিতীয় উপাদান এবং উচ্চক্রম অনুসারে এই পরিকল্পনা দ্বিতীয় স্তরের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা মূলতঃ কাঠামো পরিকল্পনায় গৃহীত নীতি-কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে খাত ভিত্তিক ভৌত উন্নয়নের প্রস্তাবনা। 'নগর এলাকা পরিকল্পনা' অবকাঠামো উন্নয়ন প্রস্তাবনা প্রদানের পাশাপাশি নগরের প্রতিটি প্লটের ব্যবহারের প্রকৃতি/ধরন নির্ধারণ করে দেয়, এজন্য একে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। মৌজা মানচিত্রের উপর ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হলে তখন এটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুসরণের জন্য মর্যাদা লাভ করে এবং সকলের অনুসরণের জন্য বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। পৌরসভার জন্য প্রণীত নগর এলাকা পরিকল্পনা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ও পরিপূরক খাতওয়ারি পরিকল্পনা এবং একটি সহায়ক পরিকল্পনার সমন্বয়ে গঠিত, এগুলো হলো- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং নগর সেবা পরিকল্পনা।

নগর এলাকা পরিকল্পনার অধীনস্থ এসব পরিকল্পনা প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত, পরিকল্পনা মানচিত্র ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন। কিভাবে পৌরসভা তার ভূমিকার উন্নয়ন করবে যার ফলে উন্নয়ন প্রবর্তন, উন্নয়ন সমন্বয় ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে সে সম্পর্কে নগর এলাকা পরিকল্পনা নির্দেশনা প্রদান করে।

সারণি ২-২ ঃ নগর এলাকা পরিকল্পনার অন্তর্গত খাতওয়ারি পরিকল্পনা পরিচিতি

পরিকল্পনা	ধারণা	মূল বিষয়বস্তু	বাস্তবায়নে ব্যবহার
ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা সকল পরিকল্পনার আধার হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা কাঠামো পরিকল্পনায় গৃহীত নীতি কৌশলের ভিত্তিতে পরিকল্পনা এলাকার মধ্যে ভবিষ্যৎ ভূমি ব্যবহারসমূহের অবস্থান, বন্টন ও বৈশিষ্ট্যের একটি সাধারণ গঠন প্রদান করে।	• বর্তমান ভূমি ব্যবহার • পরিকল্পনা মান • ভূমির ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ ও বরাদ্দ নির্ধারণ • ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ • উন্নয়ন প্রস্তাবনা • বাস্তবায়ন কৌশল	• ভূমি উন্নয়ন ও ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি ব্যবহার অনুমোদনের ছাড়পত্র, • সাইট এন্ড সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন, • অবকাঠামো উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও সম্ভাব্য স্থান/সাইট শনাক্তকরণ, • সেবা উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ। • উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ
পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	পরিবহন পরিকল্পনা হচ্ছে গন্তব্যস্থলে যাত্রী ও পণ্য চলাচলের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি কৌশল, পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা, বিনিয়োগ ও নকশা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া। ভৌত উন্নয়নের ওপর পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থার (নেটওয়ার্ক) ব্যাপক প্রভাবের কারণে এই সংযোগ ব্যবস্থাকে কোন নগর/শহরের মেরুদন্ডও বলা হয়।	• পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, যাতায়াত মাধ্যম ও সুবিধার বর্তমান অবস্থা • সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা মান ও উচ্চক্রম অনুসারে কাঠামো নির্ধারণ • সড়ক সংযোগ পরিকল্পনা • অন্যান্য পরিবহন মাধ্যমের জন্য পরিকল্পনা • পরিবহন সেবা সুবিধার জন্য পরিকল্পনা • পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল	• বেসরকারি উদ্যোগে সড়ক/রাস্তা নির্মাণে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন। • সড়ক সংযোগ উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও গতিপথ শনাক্তকরণ। • পরিবহন সেবা ও সুবিধা উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও সাইট শনাক্তকরণ। • নতুন সেবা ও নতুন সড়ক প্রস্তের এলাকা নিরূপণ সক্ষমতা। • উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ।

পরিকল্পনা	ধারণা	মূল বিষয়বস্তু	বাস্তবায়নে ব্যবহার
নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হলো নগরের ভৌত অবস্থার প্রেক্ষিতে নিষ্কাশন ও টেকসই পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি কৌশল, পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা, বিনিয়োগ ও নকশা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া। এই পরিকল্পনা বড় পরিসরে দুটি অংশে বিভক্ত; নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।	• নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও ভূমি বন্ধুরতার বর্তমান অবস্থা • নগর নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থার জন্য নর্দমার সংজ্ঞা, পরিকল্পনা মান ও উচ্চক্রম কাঠামো নির্ধারণ; • নর্দমা সংযোগ পরিকল্পনা • স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, জল ব্যবস্থা (হাইড্রোলোজী) ও পরিবেশগত ঝুঁকি পরিচিতি • পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা • পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল	• প্রাকৃতিক প্রবাহসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ • নিষ্কাশন/নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও গতিপথ (এলাইনমেন্ট) শনাক্তকরণ • নিষ্কাশন সেবা উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও সম্ভাব্য স্থান শনাক্তকরণ/নির্ধারণ। • পরিবেশগত উপাদান সংরক্ষণ ও অন্যান্য সেবা প্রস্তাবনার সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণ। • সকল প্রাকৃতিক প্রবাহের অবৈধ দখল শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ
নগর সেবা পরিকল্পনা	বিভিন্ন নাগরিক সেবা ও নগর সেবা প্রস্তাবনার সংকলন	• নাগরিক সেবা প্রস্তাবনা • অন্যান্য সেবা	• সেবা উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও সাইট শনাক্তকরণ/নির্ধারণ।

বিশদ এলাকা পরিকল্পনা

কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনার অধীনে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে এমন সকল অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন প্রস্তাবনা সহযোগে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। মহাপরিকল্পনায় গৃহীত সকল উন্নয়ন প্রস্তাবনা একই সময়ে বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন হয় না; কারণ কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় বর্তমান সময়ের সমস্যা সমাধানের জন্য এবং কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ভবিষ্যতের প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে। ফলে, এধরণের প্রয়োজন পূরণসহ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায় নির্ধারণ করার দরকার হয়।

এলজিইডি কর্তৃক প্রণীত পৌরসভা মহাপরিকল্পনায় বিশদ এলাকা পরিকল্পনার স্থলে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় কাঠামো ও নগর এলাকা পরিকল্পনার মত উচ্চ স্তরের পরিকল্পনার আলোকে ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত সূচনা বক্তব্য/বর্ণনাসহ প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য পৃথক পরিকল্পনা রয়েছে।

২.৫ মহাপরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়া

মহাপরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট আইনে বর্ণিত বিধি-বিধানের উপর নির্ভরশীল, কেননা কোন শহরের জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা ঐ শহরের সর্বস্তরে অনুসরণের জন্য বাধ্যতামূলক করতে মহাপরিকল্পনার আইনগত ভিত্তি প্রয়োজন হয়। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন/অধ্যাদেশে বর্ণিত নির্দেশনার ভিত্তিতে মহাপরিকল্পনা অনুমোদনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া গঠিত যা নিম্নে বর্ণিত হয়েছে। পৌরসভার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা অনুমোদনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বর্তমানে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে।

১) মহাপরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়া সম্পন্ন হওয়ার পর পৌরসভার নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি এটি গ্রহণ ও পর্যালোচনা করবে এবং অনুমোদনের জন্য পরিষদের নিকট সুপারিশ করবে (পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর ধারা ৬৪)।

২) নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির মতামত ও সুপারিশ অনুসারে পরিষদ পৌরসভা পর্যায়ে মহাপরিকল্পনা অনুমোদন করবে এবং এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করবে (পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর ধারা ৬৪)।

৩) পৌর পরিষদ সরকারের অনুমোদন এবং এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশের জন্য মহাপরিকল্পনার ১টি কপিসহ সংশ্লিষ্ট নথিপত্র যেমন- মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সম্পন্ন গণশুনানী, নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি'র মহাপরিকল্পনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী ও স্বাক্ষরসহ উপস্থিতির তালিকা এবং পরিষদের অনুমোদন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী ও

স্বাক্ষরসহ উপস্থিতি'র তালিকা প্রভৃতি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাবে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এ গণশুনানীর কথা উল্লেখ না থাকলেও এই আইনগত নির্দেশনা শহর উন্নতিসাধন আইন ১৯৫৩; চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ১৯৫৯; খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ১৯৬১ ইত্যাদির মত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আইনে উল্লেখ রয়েছে যা এক্ষেত্রে অনুসরণীয়।

৪) নিয়ম অনুসারে স্থানীয় সরকার বিভাগ মতামত গ্রহণের জন্য মহাপরিকল্পনাটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে এবং ইতিবাচক মতামত পাওয়ার পর অনুমোদন করবে।

৫) মহাপরিকল্পনা অনুমোদনের পর স্থানীয় সরকার বিভাগ এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২.৬ মহাপরিকল্পনা সংশোধনের সুযোগ

পৌরসভার উন্নয়নের বিভিন্ন দিক ও মাত্রা বিবেচনা করে এবং পৌরসভার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ রূপকল্প অর্জনের জন্য পৌরসভা মহাপরিকল্পনার মেয়াদ ২০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা প্যাকেজের বিভিন্ন উপাদান পরিকল্পনার মেয়াদ স্ব স্ব পরিকল্পনার প্রকৃতি ও উচ্চক্রমবিন্যাস অনুসারেসংশ্লিষ্ট, যথা- কাঠামো পরিকল্পনার মেয়াদ ২০ বছর, নগর এলাকা পরিকল্পনার মেয়াদ ১০ বছর এবং বিশদ এলাকা পরিকল্পনা/ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মেয়াদ ৫ বছর। এই ব্যবস্থায় প্রতি ৫ বছর অন্তর বিশদ এলাকা পরিকল্পনা/ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মেয়াদ শেষে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন থেকে পাওয়া সুপারিশসমূহ সমন্বয়ের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে মহাপরিকল্পনা সংশোধনের সুযোগ রয়েছে। এটি সফল করতে, নিয়মিতভাবে চার বছর অন্তর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে হবে। স্থানীয় সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে মহাপরিকল্পনার এই মেয়াদ কাঠামোর সমন্বয় থাকা জরুরী।

২.৭ অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নির্দেশনা

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর দ্বিতীয় তফসিলের ৬২ ধারা অনুসারে পৌরসভা তার তাৎক্ষণিক সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশেষ করে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন, সম্পদ বরাদ্দ ও পরিবীক্ষণ ইত্যাদি সমাধানে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে। বর্তমানে এধরণের পরিকল্পনাকে 'পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা' বলা হয় যা ভৌত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ইত্যাদির মত পৌরসভার সম্ভাব্য সকল উন্নয়ন খাতের জন্য প্রণয়ন করা যেতে পারে। সাধারণতঃ এই পরিকল্পনার মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে পরিষদের এক মেয়াদ অর্থাৎ ৫ বছর, এই পরিকল্পনাকে স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা বলা যেতে পারে। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট মাত্রায় ভৌত উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম করা যেতে পারে। এর ফলে দ্বৈততা ও বৈপরীত্য এড়াতে এই পরিকল্পনায় ভৌত উন্নয়ন প্রস্তাবনা নির্বাচনের জন্য মহাপরিকল্পনাকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। পৌরসভা মহাপরিকল্পনা সব ধরণের স্বল্প মেয়াদি এবং/অথবা কর্মমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে মৌলিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। এই হ্যান্ডবুকের চতুর্থ অধ্যায়ের পর্ব-২ এর অন্তর্গত পদক্ষেপ-৩ এ এই সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়াদি

৩.১ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

মহাপরিকল্পনায় উল্লেখিত রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়নের নীতি ও কৌশলসমূহের বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হলে এটি কাগুজে দলিল ছাড়া কিছু নয়।

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বহুমাত্রিক বিষয় জড়িত। সরাসরি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরী। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু অনুসরণীয় বিষয়, পদক্ষেপ ও নীতি রয়েছে যেগুলো মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সামগ্রিক পরিবেশ গঠন করে। এ অধ্যায়ে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের এসকল প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.২ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা

মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা সম্পর্কে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.২.১ অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা

উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা অনুসরণ করা আবশ্যক। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের পর এর যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই তা পৌরসভা ও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। যে সকল এলাকায় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে সে সকল এলাকা বাদে, অন্যান্য সকল স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকার সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) উপর ন্যস্ত করেছে।

অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রণীত সকল মহাপরিকল্পনা অনুমোদন এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পৌরসভা/স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা দরকার। মহাপরিকল্পনা অনুমোদনের বর্তমান পদ্ধতি পূর্ববর্তী অধ্যায়ের উপ-অনুচ্ছেদ ২.৫ এ বর্ণিত হয়েছে।

৩.২.২ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিন স্তরবিশিষ্ট পদক্ষেপ

কাঠামো পরিকল্পনা (Structure Plan) বাস্তবায়ন

কাঠামো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়ঃ

- বড় আকারের উন্নয়ন, যেগুলোর জন্য কাঠামো পরিকল্পনায় স্থান নির্ধারণসহ অন্যান্য প্রস্তাবনা করা হয়েছে তা সরাসরি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে,
- যে সকল ক্ষেত্রে বিধি-বিধান, আদর্শ মান দ্বারা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োগযোগ্য নির্দেশনা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রেও সরাসরি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- বাস্তবায়নের জন্য কাঠামো পরিকল্পনা একটি কার্যকরী দিক-নির্দেশনামূলক দলিল, এবং এতে নগর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য কৌশলগত বিনিয়োগ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও নির্দিষ্ট করা থাকে। ফলে নগর এলাকায় আবাসন প্রকল্পসহ (রিয়েল এস্টেট) অন্যান্য বড় আকারের উন্নয়ন বাস্তবায়নে কাঠামো পরিকল্পনায় উল্লেখিত দিক নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করা প্রয়োজন। এ ধরণের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে গ্রহণ করা হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ
  - নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা থেকে নেওয়া উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকল্প বা প্রস্তাবনাসমূহ,
  - সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও দিক নির্দেশনা।

পৌর কর্তৃপক্ষ প্রয়োগযোগ্য সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, নীতিমালা, উন্নয়নের আদর্শ ও মান বা সূচক এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কখনও মহাপরিকল্পনায় গৃহীত ও প্রস্তাবিত নীতি, কৌশল ও প্রস্তাবনার সাথে অন্যান্য সংস্থার উন্নয়ন প্রস্তাবনা বা গৃহীত প্রকল্পের দ্বৈততা দেখা দিলে, উচ্চতর কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে মহাপরিকল্পনার ওপর বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মূল্যায়নের ভিত্তিতে উক্ত দ্বৈততার নিষ্পত্তি সম্পন্ন করতে হবে।

'নগর এলাকা পরিকল্পনা' (Urban Area Plan) এবং 'বিশদ এলাকা পরিকল্পনা/ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়ন

নগর এলাকা পরিকল্পনা বা খাতওয়ারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ

- উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে 'ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা মানচিত্র' একটি অন্যতম মৌলিক হাতিয়ার যা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পৌরসভার ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে।
- খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবনাসহ স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এমন সকল সেবামূলক উন্নয়ন প্রস্তাবনা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা এবং এ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- খাতওয়ারী পরিকল্পনায় গৃহীত সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনাসমূহের বাস্তবায়ন চাহিদা ধরে রাখার জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর এ সকল প্রস্তাবনার পর্যালোচনা করা জরুরী। অন্যথায়, পদ্ধতিগতভাবে পুনঃমূল্যায়ন সম্পন্ন করার পর পৌরসভা কর্তৃক পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে।

বিশদ এলাকা পরিকল্পনা/ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনায় স্থানীয় পর্যায়ের বর্তমান জরুরী সমস্যা ও সম্ভাবনাসহ বিস্তারিত উন্নয়ন প্রস্তাবনা থাকে বিশেষতঃ যা পাঁচ বছর মেয়াদে বাস্তবায়ন করা যায়। নগর উন্নয়নে কার্যকর নির্দেশনার জন্য উপযুক্ত উপকরণ হলো বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিধি-বিধান। কাঠামো পরিকল্পনা ও নগর এলাকা পরিকল্পনা কোন এলাকার উন্নয়নের কর্ম-কাঠামো (Framework) প্রদান করে; অপরদিকে বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করতে সহায়তা করে।

৩.২.৩ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হাতিয়ার/সরঞ্জাম

পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অর্থায়ন, কার্যক্রমের সমন্বয় প্রভৃতি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন।

আইনগত কাঠামো

মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য আইনগত কাঠামো অনুসরণ করতে হয়। আইনগত কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভবন নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অপসারণ; ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাগরিক সেবা ও সেবা সংক্রান্ত অবকাঠামো নির্মাণ স্থান নির্ধারণসহ উন্নয়নের মান/সূচক বা নির্দেশনা অনুসরণে বাধ্য করা।

পৌরসভা এলাকার মধ্যে অবকাঠামোসহ ভূমি উন্নয়ন (সাইট এন্ড সার্ভিস) কর্মকান্ড, ইমারত নির্মাণ, সেবা সুবিধার সংস্থান প্রভৃতি বিষয়মূহের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন অনুযায়ী পৌরসভাই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।

নীচের সারণিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত হাতিয়ার এবং মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাদের প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

✓ সারণি ৩-১ ঃ আইনগত হাতিয়ার এবং মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ততা

ক্রমিক	আইন/বিধি/অধ্যাদেশ এর শিরোণাম	পরিচালিত উপাদান	কোথায় প্রয়োগ করা যাবে/ প্রয়োগের স্থান
০১.	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯	মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন; ভূমি/সাইট উন্নয়ন স্কীম; ইমারত/ভবন নির্মাণ; উন্নয়ন পরিকল্পনা; সড়ক, পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	উল্লেখিত বিষয়ে উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সময়।
০২.	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬	ইমারত/ভবন নির্মাণ	ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের সময়
০৩.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড	ইমারত/ভবন নির্মাণ	ইমারত নির্মাণ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় ইমারতের নকশা মূল্যায়নের সময়
০৪.	মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ আইন, ২০০০	খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ও প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ	উল্লেখিত উপাদান যা ইতোমধ্যে পৌরসভায় আছে এবং মহাপরিকল্পনায় চিহ্নিত করা হয়েছে, সেসকল উপাদান ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন থেকে রক্ষায় আইন প্রয়োগ

ক্রমিক	আইন/বিধি/অধ্যাদেশ এর শিরোণাম	পরিচালিত উপাদান	কোথায় প্রয়োগ করা যাবে/ প্রয়োগের স্থান
০৫.	বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪	সাইট উন্নয়ন স্কীম	ভূমি উন্নয়ন ও ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের সময়
০৬.	স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭	সড়ক প্রশস্তকরণ ও নতুন সড়ক উন্নয়ন, উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ভূমি সংগ্রহ	এসকল প্রস্তাবনা উন্নয়নে ভূমি অধিগ্রহণের সময়
০৭.	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	শিল্প স্থাপন, দূষণ ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ	শিল্প অনুমোদন দেওয়ার সময় ও দূষণ সৃষ্টিকারী কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে

বাংলাদেশে সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের তাদের দায়িত্ব পালনে আইনগত সহায়তার জন্য নিজস্ব আইন শাখা রয়েছে। পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় আইন শাখা নেই বিধায় সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশেষজ্ঞের সহায়তা প্রয়োজন হবে এবং ভবিষ্যতে আইন শাখা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হতে পারে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এ ইমারত অনুমোদন, ভূমি উন্নয়ন এবং পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি অনুশীলনের কয়েকটি উদাহরণ

- কোন ভূমি ব্যবহারে মানদন্ড ও ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজধানীসহ চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ তাদের সংশ্লিষ্ট ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় (বিসি রুল) মেঝের আয়তন অনুপাত (ফ্লোর এরিয়া রেশিও) বা FAR পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত ও প্রয়োগ করছে।
- এ সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের পূর্বে প্রথমে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র গ্রহণ পদ্ধতি চালু করেছে ও অনুশীলন করছে।
- ইমারত নিয়ন্ত্রণঃ ইমারতের নকশার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষসমূহ (রাজউক, সিডিএ, কেডিএ, ও আরডিএ) তাদের বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।
- জলাশয় সংরক্ষণঃ মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত কোন খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, প্রাকৃতিক প্রবাহ, জলাশয় দখল রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৩.২.৪ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পৌরসভায় পর্যাপ্ত ও সক্ষম জনবল কাঠামো প্রয়োজন। পৌরসভার জনবল কাঠামো তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত যেমন- প্রশাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আইনগত সহায়তাসহ পৌরসভায় নগর পরিকল্পনা বিভাগ থাকা আবশ্যক যার আওতায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ একাধিক নগর পরিকল্পনাবিদ থাকা জরুরী। পৌরসভার জনবল কাঠামো অনুযায়ী ('ক' শ্রেণি, 'খ' শ্রেণি, 'গ' শ্রেণি) বর্তমানে শুধুমাত্র 'ক' শ্রেণির পৌরসভায় মাত্র একজন নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগের সুযোগ রয়েছে এবং 'খ' ও 'গ' এই দুই শ্রেণির পৌরসভায় নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়োগের কোন সুযোগ নেই।

পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৌর পরিষদ, সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও স্থায়ী কমিটিসমূহের সম্ভাব্য দায়িত্ব-কর্তব্য নীচে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

❖ **প্রকৌশল বিভাগের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী**

পৌরসভার জনবল কাঠামোয় যতদিন পর্যন্ত নগর পরিকল্পনা বিভাগ সৃষ্টি না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত প্রকৌশল বিভাগ মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করবে। প্রকৌশল বিভাগ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তার দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করবে এবং পাশাপাশি মেয়র, পরিষদ ও স্থায়ী কমিটিগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবে। প্রকৌশল বিভাগ যেসব ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী অনুসরণ করতে পারে তা নিম্নরূপঃ

⇨ প্রকৌশল বিভাগের আওতায় যে কোন ভৌত কাজের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে মহাপরিকল্পনায় উল্লেখিত নীতি-কৌশল ও পরিকল্পনা কঠোরভাবে অনুসরণ করা। এক্ষেত্রে প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম-

- মহাপরিকল্পনার অনুমোদন এবং জনগণের কাছে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা;

- মহাপরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যায় অনুযায়ী প্রস্তাবনা/প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা;
- মেয়াদভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস বিশ্লেষণ ও বিভাগের বাজেট প্রণয়ন করা;
- বিস্তারিত কর্মসূচি ভিত্তিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সময়সূচি প্রণয়ন;
- উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় উপ-আইন, নির্দেশনা প্রভৃতি প্রণয়ন এবং বিক্ষিপ্ত ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে এ সকল উপকরণ প্রয়োগ করা;
- নির্দেশনা/উপ-আইন প্রভৃতি অনুসারে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান বা অন্যান্য উন্নয়ন অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় ফরম ও ছক/ফরম্যাট তৈরি করা;

⇨ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পৌরসভার অন্যান্য বিভাগের (প্রশাসন বিভাগ এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ) সাথে সমন্বয় করা।

⇨ মহাপরিকল্পনায় নির্দেশিত উন্নয়ন নির্দেশনার সাথে সঙ্গতি বজায় রাখতে ব্যক্তি/অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক গৃহীত যে কোন ভৌত/অবকাঠামো উন্নয়ন উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ করা।

⇨ মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত সীমানার ভিতরে পৌরসভা বা অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তি/সংস্থার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময় করা।

⇨ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণসহ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল বিষয় সম্পন্ন করার জন্য 'ক' ও 'খ' শ্রেণির পৌরসভায় নগর পরিকল্পনাবিদকে (না থাকলে সহকারী প্রকৌশলীকে) এবং 'গ' শ্রেণির পৌরসভায় সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ত) কে 'ডেস্ক অফিসার' হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব প্রদান করা।

❖ স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫৫ (১) অনুযায়ী যে কোন পৌরসভায় ১০টি স্থায়ী কমিটি গঠনের এবং ধারা ৫৫(২) অনুযায়ী অতিরিক্ত সংখ্যক স্থায়ী কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিজেদের নির্ধারিত দায়িত্বের পাশাপাশি সকল স্থায়ী কমিটিকে প্রকৌশল বিভাগ এবং নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে সহায়তা করতে হবে।

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে যেসব ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী অনুসরণ করতে পারে তা নিম্নরূপঃ

⇨ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে পৌর পরিষদকে পরামর্শ প্রদান, এবং মহাপরিকল্পনার সংস্থান অনুযায়ী পৌর এলাকার যে কোন অপ্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্প্রসারণ নিয়মানুগ (Regulate) করা;

⇨ মহাপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে দায়িত্ব বন্টন;

⇨ বর্তমান উন্নয়ন চাহিদার তথ্য ও মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত যথাযথ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন রূপকল্পের (ভিশন) বিবৃতি নির্ধারণ;

⇨ টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এর নির্দেশনা অনুসরণ ও প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপদেশ প্রদান;

⇨ মহাপরিকল্পনা অনুসরণে যথাযথ নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ;

⇨ বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করা, এবং চলমান সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কর্মকর্তাদের সহায়তা করা। মহাপরিকল্পনা অনুসরণ করে অবকাঠামোর বিস্তারিত তালিকা তৈরি করা এবং ভিত্তি মানচিত্রের (বেজ ম্যাপ) সাহায্যে পৌরসভাকে অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা;

⇨ ইমারত নির্মাণ কোড অনুসরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের সকল কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ/তদারকি করা।

❖ শহর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি'র (টিএলসিসি) ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় টিএলসিসি'র যেসব ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী অনুসরণ করতে পারে তা নিম্নরূপঃ

⇨ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান এবং পরবর্তী বাস্তবায়ন কার্যক্রমে নাগরিকদের পক্ষ থেকে সহায়তার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

- ⇨ যে কোন ধরণের ব্যক্তি/বেসরকারি উন্নয়নে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা এবং সুপারিশ প্রদান;
- ⇨ বাস্তবায়ন কর্মকান্ডের জন্য আর্থিক বিষয় ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে পৌর পরিষদকে সুপারিশ প্রদান।

❖ ওয়ার্ড কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী

ওয়ার্ড কমিটি মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত উন্নয়ন-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন গতিধারা বুঝতে স্ব স্ব ওয়ার্ডের অধিবাসীদের সহায়তা করতে পারে। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ওয়ার্ড কমিটির যেসব ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী অনুসরণ করতে পারে তা নিম্নরূপঃ

- ⇨ স্ব স্ব ওয়ার্ডে একটি করে উন্মুক্ত সভা আয়োজনের মাধ্যমে পৌরসভার রূপকল্প (ভিশন) বর্ণনার দ্বারা মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত খাত ভিত্তিক উন্নয়ন নির্দেশনা এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা;
- ⇨ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের জন্য নিকট ভবিষ্যতে আগত সকল প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করা।

❖ পৌর পরিষদের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী

পৌর পরিষদ তার নিয়মিত মাসিক সভায় বা বিশেষ সভায় মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পরিষদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে যা তাকে পালন করতে হবে। অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পরিষদ মূলতঃ নগরবাসীকে পরবর্তী উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতন করবে এবং মহাপরিকল্পনার নীতি কৌশল অনুসরণের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

এ প্রসঙ্গে পরিষদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব নিম্নরূপ-

- ⇨ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যক্রমের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নির্ধারিত বিভাগ/কর্মকর্তা/কর্মচারী দের মধ্যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব বন্টন;
- ⇨ মহাপরিকল্পনায় উল্লেখিত উন্নয়ন গতিপথ অনুসরণের জন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া।

❖ কাউন্সিলরদের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী

প্রত্যেক কাউন্সিলরকে অবশ্যই তার ওয়ার্ড এলাকায় মহাপরিকল্পনায় গৃহীত বিস্তারিত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্য ও রূপকল্প অনুযায়ী অগ্রাধিকারমূলক সকল প্রস্তাবনা সম্পর্কে জানতে হবে। একারণে তাকে অবশ্যই যে কোন ধরণের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। কাউন্সিলরদের বেশ কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

- ⇨ ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হিসেবে উক্ত ওয়ার্ডের উন্নয়ন গতিপথ সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করা;
- ⇨ ভূমি ব্যবহার অনুমোদন/ছাড়পত্র সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রণয়নে সহায়তা করা এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ অনুসরণ করা;
- ⇨ বাস্তবায়নের জন্য রূপকল্প বিবৃতি তৈরিতে সহায়তা করা;
- ⇨ টিএলসিসির সভায় একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করে মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা;
- ⇨ পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করে মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অনুসরণে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা।

❖ মেয়র এর ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী

মহাপরিকল্পনায় গৃহীত নীতি-কৌশল ও পরিকল্পনা সম্পর্কে মেয়রের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন, কেননা তাঁকে মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্য ও রূপকল্প অর্জনে প্রকৌশল বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ ও স্থায়ী কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি এবং টিএলসিসি'র সহায়তায় মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

মেয়র মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে পরিষদে উপস্থিত সকলের সহোযোগিতা চাইবেন ও অপরিকল্পিত উন্নয়ন রোধে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবেন। মেয়রের নিকট থেকে প্রত্যাশিত ভূমিকা ও দায়িত্ব নিম্নরূপঃ

- মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নের গতিধারা এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করা;
- মহাপরিকল্পনায় গৃহীত নির্দেশনার সাথে সঙ্গতি রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে পরিচালনা করা/নির্দেশনা প্রদান এবং পৌরসভা মহাপরিকল্পনার উন্নয়ন রূপকল্প অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ অনুসরণ করা;
- মহাপরিকল্পনায় নির্দেশিত পন্থায় অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তি বিশেষের সাথে সমন্বয় কার্যক্রমে সহায়তা করা;
- ওয়ার্ড পর্যায়ের উন্মুক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ এবং নগরবাসীকে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান, উন্নয়ন নির্দেশাবলী মেনে পৌরসভাকে সহায়তা করা এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে পৌরসভাকে সহযোগিতা করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা;
- খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তহবিল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

নিয়মিত সভার আয়োজন ও মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয় আলোচনার জন্য নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিকে উৎসাহ প্রদান এবং অন্যান্য স্থায়ী কমিটিকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করা ও তাদের কাজ সমন্বয় করা।

৩.২.৫ মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়নে অর্থায়ন

মহাপরিকল্পনায় উল্লেখিত পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার খাতভিত্তিক প্রয়োজনীয় তহবিলের পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পৌরসভাকে তার বর্তমান সক্ষমতার মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ আর্থিক শক্তির পরিমাপ করতে হবে। পাশাপাশি, দীর্ঘ মেয়াদী ও বড় বাজেটের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে পৌরসভাকে সংশ্লিষ্ট খাত ভিত্তিক অর্থায়নকারী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (যেমন- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন সহযোগী) খুঁজে বের করতে হবে। মহাপরিকল্পনার পর্যায়ভিত্তিক প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়ন পর্যায় ভিত্তিক (সর্বোচ্চ পাঁচ বছর) আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হবে।

বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন প্রস্তাবনা যেমন- সড়ক, নর্দমা, নগর সুবিধাদি সংক্রান্ত নির্মাণ প্রভৃতি বাস্তবায়নের জন্য তহবিল দরকার হয়। এ ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতেও তহবিলের প্রয়োজন রয়েছে, যেমন- স্বয়ংক্রিয়করণ (অটোমেশন), সরঞ্জাম ক্রয়, জনবল নিয়োগ প্রভৃতি। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সকল দিক সম্পন্ন করতে এ সকল কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ- অকাঠামোগত উপাদান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি।

পৌরসভার বর্তমান আর্থিক সক্ষমতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ আর্থিক সক্ষমতা নিরূপণ

পৌরসভা তার আর্থিক সক্ষমতা যাচাইয়ে সংস্থাপন ও অর্থ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সহায়তা গ্রহণ করতে পারে, সহায়তার ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপঃ

- বর্তমান সকল অভ্যন্তরীণ উৎস নিরূপণ এবং এসকল উৎস থেকে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, যেমন- হোল্ডিং ট্যাক্স , হাট-বাজার ইজারা, লাইসেন্স ফি, ভূমি নিবন্ধন ফি প্রভৃতি;
- বিভিন্ন খাত ভিত্তিক উন্নয়নের তহবিল সংগ্রহে তহবিলের উৎস (সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসমূহ) সম্পর্কে পৌরসভাকে অবহিত করা। বিভিন্ন খাত ভিত্তিক উন্নয়নের তহবিলের পরিমাণ, আর্থিক সংশ্লিষ্টতার প্রকৃতি ইত্যাদি এবং মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত পরবর্তী প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে তহবিলের পূর্বাভাস নির্ধারণ করা;
- মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয়েছে আবার একইসাথে বাইরের বিভিন্ন উৎসে তহবিল পাওয়া যায়, এ ধরণের সমধর্মী প্রকল্প নির্ধারণ করা।

তহবিলের উৎস নির্ধারণ এবং বর্তমান আর্থিক সক্ষমতা যাচাই পরিষদকে বাৎসরিক উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সমন্বিতভাবে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যৎ ব্যয় ও তহবিলের আকার নির্ধারণে সহায়তা করবে। এই প্রক্রিয়া পৌরসভাকে রাজস্ব, উন্নয়ন বাজেট এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা পেতে সহায়তা করবে।

৩.২.৬ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বয় ও অংশীদারিত্ব

মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পৌরসভার উপর ন্যস্ত রয়েছে, তবে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য সংস্থা, দপ্তর এবং অংশীজনদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তাই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমন্বয় ও অংশীদারিত্বের চর্চা থাকা উচিত। বহুমাত্রিক উপাদান ও কাজের ভিন্নতার কারণে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্তরের অংশীজনদের (স্টেকহোল্ডার) সাথে বিভিন্ন পর্যায়ের সমন্বয় ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন যা নিম্নরূপঃ

অভ্যন্তরীণ সমন্বয় ঃ এমন অনেক বাস্তবায়ন যোগ্য কার্যক্রম রয়েছে যেগুলো পৌরসভার নিজস্ব সক্ষমতায় সম্পন্ন করতে হবে। এ ধরণের কাজ যেমন- উন্নয়ন অনুমোদন, সেবা প্রদান প্রভৃতি সম্পন্ন করতে সাধারণতঃ বাইরের সহায়তা প্রয়োজন হবে না। পৌরসভার বিভিন্ন বিভাগ/শাখার ও বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদেরকেই এ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এ বিবেচনায় পৌরসভার বিভিন্ন বিভাগ, শাখা, কমিটি ও ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় জরুরী।

বহিঃসমন্বয় ঃ মহাপরিকল্পনায় এমন অনেক কার্যক্রম/প্রস্তাবনা রয়েছে যেগুলো বাস্তবায়নে বাইরের বিভিন্ন সংস্থা/কর্তৃপক্ষের সহায়তা প্রয়োজন হবে কিংবা পৌরসভার বহির্ভূত দপ্তর/সংস্থাকেই বাস্তবায়ন করতে হবে। এসকল কাজ/প্রস্তাবনা সময়মতো সম্পন্ন করার জন্য অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ের মতো বহিঃসমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

- **এনজিও/বেসরকারি/ব্যক্তি খাতের সাথে সমন্বয়ঃ** মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এনজিও/বেসরকারি/ব্যক্তি খাতও গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। কেননা বিভিন্ন প্রস্তাবনা/প্রকল্প/কার্যক্রমে তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপঃ মহাপরিকল্পনায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন (এনজিও) এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনের (সিবিও) সম্পৃক্ততার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য এসকল সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে।
- **অন্যান্য সংস্থার পর্যায়ের সমন্বয়ঃ** পৌরসভা বর্তমানে আর্থিক সহায়তা, কারিগরি সহায়তা, সরঞ্জাম গ্রহণ প্রভৃতি নানাবিধ পন্থায় জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার নিকট থেকে সহায়তা গ্রহণ করছে। এ ধরণের সহায়তা ভবিষ্যতে আরও তরান্বিত হবে যদি জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংস্থা পৌরসভাকে তার মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা করে। মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)ঃ পৌরসভার পরিবেশগত অবকাঠামো যেমন- পানি সরবরাহ, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক অবকাঠামো প্রভৃতি সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়নে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পৌরসভার অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার আইনগত সুযোগ রয়েছে (ধারা-৯৭, পৌরসভা আইন, ২০০৯)। নিকট ভবিষ্যতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার জন্য পৌরসভার সম্ভাব্য খাত ও প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করতে হবে।

সমন্বয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে পন্থা ও প্রয়োজনীয়তার মাত্রাভেদ থাকতে পারে। পৌরসভাকে সমন্বয় ও অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম গড়ে তুলতে হবে এবং বিভিন্ন পন্থার সাথে পরিচিত হতে হবে। বিভিন্ন খাতভিত্তিক সংস্থা ও অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে পৌরসভার সমন্বয় ও অংশীদারিত্ব কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নীচের রেখাচিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে।

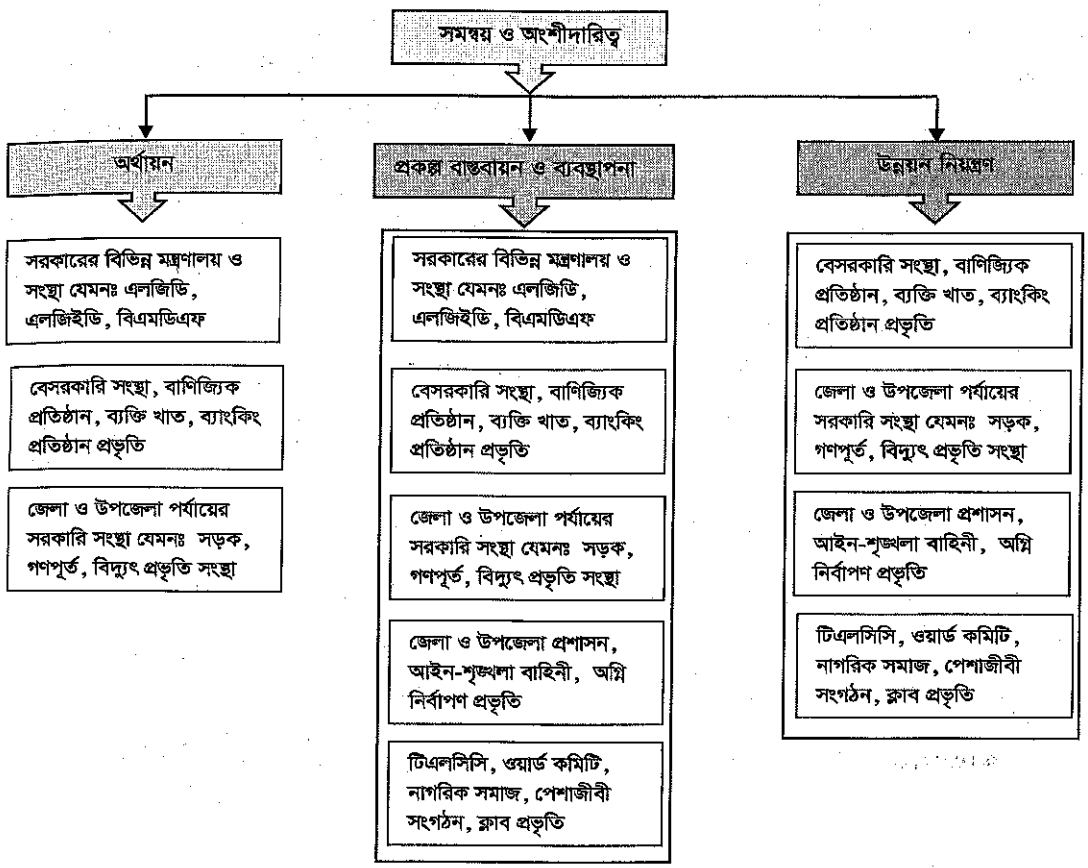

চিত্র ৩-১ ঃ বিভিন্ন সংস্থা ও গোষ্ঠীর সাথে পৌরসভার খাতভিত্তিক সমন্বয় ও অংশীদারিত্বের কার্যকর সম্পর্ক

৩.২.৭ পরিচালন ব্যবস্থা (গভর্ন্যান্স)

মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন সু-শাসনের ভিত্তিতে হওয়া জরুরী। এক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে অবশ্যই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ধারাবাহিকতার বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পৌরসভার সকল অংশীজন (স্টেকহোল্ডার) বিশেষ করে নগরবাসীর মধ্যে আস্থা গড়ে তোলা জরুরী যা বাস্তবায়ন কাজ সহজতর করতে পৌরসভাকে সহায়তা করবে। পৌর পরিষদ ছাড়াও (পরিষদ সদস্যরা শহরের নাগরিকদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত) পৌরসভার নিয়মিত কার্যক্রমে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কয়েকটি কমিটি রয়েছে, যেমন- শহর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি ইত্যাদি। এসব কমিটিকে আরো সক্রিয় ও কার্যকরী করা দরকার।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ভূমিকা পালন করা যেতে পারেঃ

- নগরবাসীকে তাদের নিজ শহরের যে কোন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত করতে হবে;
- কোন অফিস বা শাখা নির্দিষ্ট কোন সেবা প্রদানে নিয়োজিত থাকলে সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে নাগরিকদের কী কী করণীয় তা সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করতে হবে এবং এসকল তথ্য নগরবাসী যেন যথাসময়ে সহজেই জানতে পারে সে ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কে নিশ্চিত করবে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পৌরসভা মহাপরিকল্পনায় উল্লেখিত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ও উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহের বাস্তবায়ন কাল, পদ্ধতি নগরবাসীকে জানানোর ব্যবস্থা করা যেমন- দেওয়ালে ভৌত পরিকল্পনার মানচিত্র টাঙানো, সুবিধাজনক স্থানে প্রতিবেদন রাখা/প্রদর্শন করা, পরিকল্পনা-প্রস্তাবনা প্রভৃতি উপস্থাপনের জন্য উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা ইত্যাদি।
- মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত সকলকে তাদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা থাকতে হবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে।

- সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা/ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। কোন চাহিদার বিষয়ে কোন আবেদনকারীকে ছাড় দেওয়া হলে, অনুরূপ অন্য সকল আবেদনকারীর বেলায় একই ছাড় দানে সমতা নীতি অনুসরণ করা সমীচীন হবে।
- পৌরসভার কর্মপদ্ধতিতে কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষের আবেদন করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই প্রক্রিয়া জনমনে আইনের শাসন সম্পর্কে আস্থা গড়ে তুলবে এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে।

৩.২.৮ বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা

বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সম্ভাবনাগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়া এবং সম্ভাব্য সকল সুযোগ কাজে লাগানোর মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে নগর এলাকার জন্য সুস্পষ্ট রূপকল্প/উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং ক্রমাগতভাবে তা নগরবাসীকে অবহিত করতে হবে যেন জনগণ সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে পারে ও আগ্রহী হয়।

বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পৌরসভাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে, যেমন- বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও অর্জন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে, মহাপরিকল্পনার সার্বিক বাস্তবায়ন সফলতার ওপর কী ভাবে প্রভাব ফেলে তা জানা যায় এবং রূপকল্প ও অর্জন সম্পর্কে ক্রমাগত ধারণা লাভ ও সমর্থনের মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণে নাগরিকদের উৎসাহিত করে।

৩.২.৯ প্রকল্প বাস্তবায়ন

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন

মহাপরিকল্পনায় সাধারণতঃ অনেক ধরণের উন্নয়ন প্রস্তাবনা থাকে যা বিভিন্ন মেয়াদে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা দেয়া থাকে। এ সকল প্রস্তাবনার ভিন্নতা ও উপযুক্ততা অনুযায়ী বিভিন্ন খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাস্তবায়নের জন্য এ সকল উন্নয়ন প্রস্তাবনা সঠিকভাবে শনাক্ত করা প্রয়োজন। পর্যায়ভিত্তিক এ সকল প্রস্তাবিত কার্যক্রম/প্রকল্পের বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট রূপরেখা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প নির্ধারণে মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত বাস্তবায়ন পর্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ এবং প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে পৌরসভার অংশীদারিত্ব সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে (ধারা ৯৫)। এছাড়াও উক্ত আইনে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সেবা প্রদানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বেসরকারি ও ব্যক্তি সংগঠনের সাথে পৌরসভার এ ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ রয়েছে (ধারা ৯৭)।

নির্দিষ্ট অর্থ-বছরের বাজেট সমন্বয়ের মাধ্যমে বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে কয়েক বছর সময় লাগবে এবং এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন যোগ্য উপাদান ও আর্থিক বরাদ্দের বছর অনুযায়ী বন্টন তৈরি করতে হবে যা পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা ও অগ্রগতি মূল্যায়নে সহায়ক হবে।

৩.২.১০ বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত প্রত্যেকটি প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে, যার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য সাধিত হয়। মহাপরিকল্পনা তথা এর পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রস্তাবনা, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সফল বাস্তবায়নের জন্য তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন আবশ্যক। মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত সময়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

যথাযথভাবে তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য পরিষদ উপযুক্ত কমিটি/গোষ্ঠী/ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করবে। উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হবার পর পরবর্তীতে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিস্থিতির ওপর মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরির জন্য পরিষদ পৃথক উপযুক্ত কমিটি/গোষ্ঠী/ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের একাধিক উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে যে সকল প্রধান বিষয় বিবেচনা করতে হবে ঃ

১. বাস্তবায়নের সময়সূচি
২. কর্ম সম্পাদন
৩. কার্যক্রম মূল্যায়নের সূচক/মানদন্ড
৪. সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা
৫. লক্ষ্য অর্জন

৩.৩ মহাপরিকল্পনা সংশোধন

মহাপরিকল্পনার সংশোধনের অর্থ হলো পরিবর্তিত পরিস্থিতির সংগে সমন্বয়ের জন্য বিভিন্ন কারণে মহাপরিকল্পনার পরিমার্জন/পরিবর্ধন/সংশোধন করতঃ তা পুনরায় অনুমোদন করা। এর মাধ্যমে মহাপরিকল্পনাকে হালনাগাদ করা সম্ভব হয় এবং মহাপরিকল্পনার উপযোগিতা বহাল থাকে। মহাপরিকল্পনা সংশোধনের কয়েকটি প্রেক্ষাপট নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

- বর্তমান পরিকল্পনার বৈধ মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এটি বর্তমানে উপযোগী নয় অথবা পৌরসভার বর্তমান বিকাশ ধারা বিশ্লেষণ পূর্বক বাস্তবায়ন করা সহজ নয়। উদাহরণ স্বরূপঃ বিশদ এলাকা পরিকল্পনা বা ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে আসা সুপারিশসমূহ সন্নিবেশ করতে পরিকল্পনাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর সংশোধন করা উচিত;
- আকস্মিক ভৌত পরিবর্তনের (ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, বন্যা, নদীভাঙ্গন প্রভৃতি) কারণে বিদ্যমান মহাপরিকল্পনাটি অনুসরণ করা দুরূহ বা প্রায় অসম্ভব;
- পৌরসভার কার্যক্রমের প্রয়োজনে নির্ধারিত সংরক্ষিত ভূমি হ্রাস পাওয়া অথবা না থাকা এবং মহাপরিকল্পনায় গৃহীত পরিকল্পনা নির্দেশনা অনুসরণের উপযোগী না থাকা;
- পৌরসভায় এমন নতুন ধরণের নগর কার্যক্রম/ভূমি ব্যবহার চালু হয়েছে, যা আগে বিবেচিত হয়নি (যেমন- বিমানবন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সেনানিবাস ইত্যাদি);
- পৌরসভার স্থানীয় অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন ঘটেছে এবং অর্থনীতির অগ্রগতি চলমান রাখতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন প্রয়োজন;

ভৌত উপাদান/কাঠামো এবং ভূমি ব্যবহারের দ্রুত পরিবর্তন সমন্বয় করতে প্রতি বছর মহাপরিকল্পনার তথ্যভান্ডার (ডাটাবেজ) হালনাগাদ করা প্রয়োজন। পরিকল্পনার সংশোধনী সম্পর্কে নগরবাসীর সঙ্গে আলোচনা করতে হবে এবং এই হ্যান্ডবুকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২.৫ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসারে উক্ত সংশোধনী প্রথমে পৌর পরিষদ কর্তৃক এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ পৌরসভা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অনুসরণীয় পদ্ধতি

৪.১ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সমগ্র প্রক্রিয়াকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে যা নিম্নের ৪.১ প্রবাহচিত্রে পর্যায়ক্রমিক ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পর্ব	পদক্ষেপ/ধাপ	কার্যদিবস	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/বিভাগ
পর্ব-১ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করার প্রশাসনিক পদক্ষেপ	১ ঃ দায়িত্ব ঘোষণা ও বন্টন	১	মেয়র
	২ ঃ বর্তমান মহাপরিকল্পনার জন্য বাস্তবায়ন সূচি প্রণয়নের কর্মোদ্যোগ এবং সময়সূচিসহ দায়িত্ব বন্টন	১	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ
পর্ব-২ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন	১ ঃ নীতি, কৌশল, উন্নয়ন প্রস্তাবনা এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শনাক্তকরণ	৩	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ
	২ ঃ নীতি, কৌশল ও উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা এবং পরিকল্পনা মানচিত্র প্রদর্শনের জন্য কার্যক্রম	১	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ
	৩ ঃ মহাপরিকল্পনার সঙ্গে পৌরসভার সকল চলমান/আসন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উপযুক্ততা বিশ্লেষণ	৩	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ
	৪ ঃ বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা প্রণয়ন	৩	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ
	৫ ঃ বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎস বিশ্লেষণ	৩	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ
	৬ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সম্পন্নকরণ	৪	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ
পর্ব-৩ঃ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যক্রম	১ ঃ ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া	৩	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ
	২ ঃ ইমারত নির্মাণ/উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়া	৩	প্রকৌশল বিভাগ
	৩ ঃ নগর সড়ক উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা/অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়া	৩	প্রকৌশল বিভাগ
	৪ ঃ নগর নর্দমা উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা/অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়া	৩	প্রকৌশল বিভাগ
	৫ ঃ নগর সেবা (নাগরিক সেবা, উপযোগ সেবা) উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা/অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়া	৩	প্রকৌশল বিভাগ

চিত্র ৪-১ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র

৪.২ (পর্ব-১) ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করার প্রশাসনিক পদক্ষেপ

পদক্ষেপ-১ ঃ দায়িত্ব ঘোষণা ও বন্টন

পৌর পরিষদের সকল সদস্যসহ মেয়রকে অবশ্যই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে হবে। যেমন- মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের তারিখ, বিশদ প্রস্তাবনা, পূর্ববর্তী পরিষদ কর্তৃক পরিকল্পনার বাস্তবায়িত অংশ, পরবর্তী সময়ে ও জরুরী ভিত্তিতে যা করণীয়, বর্তমান পরিষদের মেয়াদে সম্পন্ন করার জন্য বিস্তারিত কার্যক্রম ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে নিম্নের তিনটির মধ্যে এক বা একাধিক অবস্থা দেখা দিতে পারে।

ক. এখন পর্যন্ত কোন মহাপরিকল্পনা প্রণীত হয়নি।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ৩২ নং ক্রমিকের বিধান অনুসারে মেয়র মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রথম বা দ্বিতীয় সভায় ঘোষণা দেবেন, যেখানে বলা হয়েছে, **একটি পৌরসভা গঠনের বা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ বলবৎ হওয়ার ৫ বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার জন্য পৌরসভাটি একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।**

খ. মহাপরিকল্পনা সদ্য প্রণীত হয়েছে, কিন্তু অনুমোদিত হয়নি।

এ পরিস্থিতিতে মেয়র মহাপরিকল্পনাটি পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন এবং এরপর সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পৌরসভা মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করবেন।

গ. মহাপরিকল্পনা রয়েছে এবং পূর্বের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে।

পূর্ববর্তী পরিষদ কর্তৃক মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি বিশ্লেষণসহ পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন সমন্বয়ে অবশিষ্ট কাজ এবং বর্তমান পরিষদ করবে এমন পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য মেয়র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে পরিষদকে জানানোর জন্য মেয়র প্রকৌশল বিভাগকে নির্দেশনা দেবেন।

পদক্ষেপ-২ ঃ বর্তমান মহাপরিকল্পনার জন্য বাস্তবায়ন সূচি প্রণয়নের কর্মোদ্যোগ এবং সময়সূচিসহ দায়িত্ব বন্টন

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সূচি প্রণয়ন

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সময়সূচি প্রণয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকৌশল বিভাগ নিম্নের ৩টি কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেঃ

কার্যক্রম-১ ঃ মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সূচি নির্ধারণে প্রকৌশল বিভাগের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার সংক্ষিপ্ত রূপরেখাসহ মহাপরিকল্পনা পরিষদের কাছে উপস্থাপনের জন্য একটি উপস্থাপনা প্রস্তুত করবেন। পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনার বিষয়সূচির একটি নমুনা উদাহরণ নিম্নরূপঃ

১ম স্লাইড ঃ বিষয়বস্তুর শিরোনাম০
২য় স্লাইড ঃ উপস্থাপনের বিষয়সূচি
৩য় স্লাইড ঃ মহাপরিকল্পনার ধারণা (সংজ্ঞা, মেয়াদ, এখতিয়ার, এলাকা ইত্যাদি)
৪র্থ স্লাইড ঃ মহাপরিকল্পনার গুরুত্ব ও উপাদান (প্রতিবেদন ও মানচিত্র)
৫ম স্লাইড ঃ মহাপরিকল্পনা প্রতিবেদনের বিন্যাস
৬ষ্ঠ স্লাইড ঃ কাঠামো পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ
৭ম স্লাইড ঃ নগর এলাকা পরিকল্পনা
৮ম স্লাইড ঃ ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনা
৯ম স্লাইড ঃ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া
১০-১৪তম স্লাইড ঃ বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (সংজ্ঞা, সুনির্দিষ্ট সমস্যা, ভূমি ব্যবহার উন্নয়ন নীতি, ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ, মেয়াদভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাবনা ইত্যাদি)।
১৫-১৮তম স্লাইড ঃ বিস্তারিত পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পরিবহন সমস্যা, পরিবহন উন্নয়ন নীতি, সড়ক সংযোগ ব্যবস্থাসহ মেয়াদভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাবনা)।
১৯-২৩তম স্লাইড ঃ বিস্তারিত নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (নিষ্কাশন ও পরিবেশগত বিশেষ সমস্যা, নিষ্কাশন উন্নয়ন নীতি, নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থাসহ মেয়াদভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাবনা)
২৪-২৭তম স্লাইড ঃ বিস্তারিত নগর সেবা পরিকল্পনা (সমস্যা উল্লেখপূর্বক নাগরিক সেবা ও নগর সেবা উন্নয়ন নীতিসহ শুধু মেয়াদভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাবনা)
২৮-৩৬তম স্লাইড ঃ নয়টি ওয়ার্ডের জন্য ওয়ার্ড কর্মপরিকল্পনাঃ (মানচিত্রে উপস্থাপিত সকল প্রস্তাবনা)

৩৭-৩৮তম স্লাইড ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

কার্যক্রম-২ ঃ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন রূপকল্প বিবৃতি

মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও উন্নয়ন প্রস্তাবনা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রকৌশল বিভাগকে বাস্তবায়ন রূপকল্প এবং তা অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

এজন্য প্রকৌশল বিভাগের ডেস্ক অফিসার নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতির সহায়তায় বাস্তবায়ন রূপকল্প নির্ধারণে একটি সভার আয়োজন করবেন। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্ধারিত থাকবে ১ দিন। বাস্তবায়ন রূপকল্প বিবৃতির একটি নমুনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

বাস্তবায়ন রূপকল্প বিবৃতি'র নমুনা

২০৩১ সালের মধ্যে ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ (zoning) নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ---------- পৌরসভা তার ভূমি সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবে; সড়ক, নর্দমা ও অন্যান্য সেবা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এই শহরকে কার্যকর, পরিবেশগতভাবে টেকসই ও বাসযোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তুলবে।

২০২১ সালের মধ্যে পরিবহন ও নিষ্কাশন পরিকল্পনার প্রধান উপাদানসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে . . . . . পৌরসভা নিয়মিত জলাবদ্ধতা ও অনিয়মিত বন্যার সমস্যা নিরসন করবে এবং সকল নাগরিকদের জন্য যথাযথ নিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিত করবে।

কার্যক্রম-৩ ঃ বিস্তারিত কার্যক্রমের জন্য সময়সূচি প্রণয়ন ও দায়িত্ব বন্টন

মহাপরিকল্পনা অনুমোদনের পর এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রধানতঃ পরিষদের যার মুখ্য ভূমিকায় থাকবেন মেয়র। মেয়র প্রকৌশল বিভাগ ও পৌরসভার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তার সক্রিয় অংশগ্রণের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি এক্ষেত্রে পরিষদকে সহায়তা করবে। পৌরসভার অন্যান্য কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সক্রিয় সহায়তায় প্রকৌশল বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত ডেস্ক অফিসার প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

দায়িত্ব বন্টন

মেয়র মহাপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করার ঘোষণা দেবেন এবং পরিষদের প্রথম তিনটি (৩) সভার মধ্যে যে কোন একটিতে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও বর্তমান মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত সময়সূচি উপস্থাপনের নির্দেশ দেবেন। প্রকৌশল বিভাগ নিম্নের সারণি ৪-১-এ প্রদত্ত ছক/ফরমেট ব্যবহার করে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ও বাস্তবায়নের বিস্তারিত সময়সূচি উপস্থাপনের কাজ শুরু করবেন।

সারণি ৪-১ ঃ বিস্তারিত বাস্তবায়ন সময়সূচি প্রণয়নের নমুনা ছক/ফরমেট

ক্র.	কার্যক্রম	মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/বিভাগ	সপ্তাহ								
			১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
			তারিখ								
১	পর্ব-১ পদক্ষেপ ঃ ১ ও ২	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ									
২	পর্ব-২ পদক্ষেপ ঃ ১ ও ২	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ									
৩	পর্ব-২ পদক্ষেপ ঃ ৩ ও ৪	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ									
৪	পর্ব-২ পদক্ষেপ ঃ ৫	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ									
৫	পর্ব-২ পদক্ষেপ ঃ ৬	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ									
৬	পর্ব-৩ পদক্ষেপ ঃ ১ থেকে ৬	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ									

৪.৩ (পর্ব-২) ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন

পদক্ষেপ-১ ঃ নীতি, কৌশল, উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ বিষয়াদি শনাক্তকরণ

মহাপরিকল্পনা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণের জন্য মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত নীতি, কৌশল, উন্নয়ন প্রস্তাবনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাপরিকল্পনায় গৃহীত নীতি, কৌশল, উন্নয়ন প্রস্তাবনা প্রভৃতি শনাক্ত করা এবং সে সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য প্রায়োগিক (Operational) সারণি ৪.২ ও ৪.৩ সহায়ক হবে।

কার্যক্রম-১ ঃ নীতি, কৌশল ও উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা প্রণয়ন

গঠন ও অবস্থানসহ মহাপরিকল্পনার নীতি, কৌশল, উন্নয়ন প্রস্তাবনা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্মপন্থা পর্যালোচনার পর প্রকৌশল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেস্ক অফিসার প্রায়োগিক সারণি (৪.২ ও ৪.৩) পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সারণি ৪.২-এর সকল কলাম পূরণের জন্য প্রকৌশল বিভাগকে নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

কলাম 'ক'ঃ উন্নয়ন নীতিসমূহ (সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী)

উন্নয়নের নীতিসমূহ মহাপরিকল্পনায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তরের পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন- কাঠামো পরিকল্পনা, নগর এলাকা পরিকল্পনা তথা খাতভিত্তিক পরিকল্পনা (ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা) প্রভৃতি। প্রকৌশল বিভাগের ডেস্ক অফিসারকে প্রথমে নীতি এলাকা এবং পরে যে পরিকল্পনার অধীনে উক্ত নীতি প্রণীত হয়েছে, সেই পরিকল্পনার নাম বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করতে হবে।

কলাম 'খ'ঃ বাস্তবায়ন নীতি

এই কলামে ডেস্ক অফিসার 'ক' কলামে বর্ণিত নীতি এলাকার অধীনে প্রাপ্ত নীতিসমূহ উল্লেখ করবেন এবং এসব নীতির উপযোগিতা ও ফলাফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

কলাম 'গ'ঃ মধ্যবর্তী বাস্তবায়ন নীতি/কৌশল (সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা)

মহাপরিকল্পনায় এমন অনেক নীতি রয়েছে, যেগুলোকে বাস্তবায়ন করতে উন্নয়ন প্রস্তাবনা আকারে মধ্যবর্তী নীতি কৌশলের প্রয়োজন হয়। এরকম ক্ষেত্রে ডেস্ক অফিসারকে প্রথমে মধ্যবর্তী নীতি/কৌশল এর উল্লেখ করতে হবে এবং পরবর্তীতে যে পরিকল্পনার অধীনে মধ্যবর্তী নীতি কৌশল প্রণীত হয়েছে উক্ত পরিকল্পনার নাম বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করতে হবে।

কলাম 'ঘ'ঃ সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনা

প্রকৌশল বিভাগের ডেস্ক অফিসারকে খাতওয়ারি পরিকল্পনায় (যেমন- ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইত্যাদি) গৃহীত নীতির অধীনে প্রদত্ত উন্নয়ন সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা শনাক্ত করতে হবে এবং কলাম 'ঘ'-তে উল্লেখ করতে হবে। উন্নয়ন প্রস্তাবনা শনাক্ত করার পাশাপাশি কিভাবে বিভিন্ন প্রস্তাবনার মাধ্যমে নীতি বাস্তবায়ন করা হয় ডেস্ক অফিসার সে কৌশলও বোঝার চেষ্টা করবেন।

কলাম 'ঙ'ঃ বাস্তবায়ন পর্যায়

সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনা শনাক্তের পর ডেস্ক অফিসারকে মহাপরিকল্পনায় প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহের বাস্তবায়ন পর্যায় শনাক্ত করতে হবে এবং সারণি ৪-২ এর 'ঙ' কলামে উল্লেখ করতে হবে।

সারণি ৪-২ ঃ নীতি, কৌশল ও উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা প্রণয়নের নমুনা সারণি

ক্রমিক নং	(ক) উন্নয়ন খাত/বিষয় (সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা)	(খ) বাস্তবায়ন নীতি	(গ) মধ্যবর্তী বাস্তবায়ন নীতি/কৌশল (সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা)	(ঘ) সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনা	(ঙ) বাস্তবায়ন পর্যায়
১	ভূমি ব্যবহার (কাঠামো পরিকল্পনা)	নগর ভূমি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারঃ	কেন্দ্রীয় এলাকা (Core Area) উন্নয়নঃ অবকাঠামো ও সেবা	খাতভিত্তিক বিভিন্ন পরিকল্পনায় অবকাঠামো ও সেবামূলক কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। (কলেজ সড়কের	১ম পর্যায় (২০১১-২০১৬)

ক্রমিক	(ক) উন্নয়ন খাত/বিষয় (সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা)	(খ) বাস্তবায়ন নীতি	(গ) মধ্যবর্তী বাস্তবায়ন নীতি/কৌশল (সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা)	(ঘ) সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনা	(ঙ) বাস্তবায়ন পর্যায়
			প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান (কাঠামো পরিকল্পনা)	উন্নয়ন (এসআর-৩), নতুন মাঝারি পর্যায়ের নর্দমা নির্মাণ (এসডি-২) ইত্যাদি)	
			ভূমির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	অঞ্চলীকরণ এর বিধি-নিষেধ অনুসারে ভবন নিয়ন্ত্রণ	চলমান প্রক্রিয়া
২	সামাজিক উপযোগ সুবিধা (কাঠামো পরিকল্পনা)	সামাজিক উপযোগ ও কমিউনিটি সুযোগ-সুবিধার জন্য স্থান শনাক্তকরণ ও উন্নয়ন	কমিউনিটি সুবিধা হিসেবে ভূমি ব্যবহার অঞ্চল গঠন (ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা)	নির্ধারিত এলাকায় ঈদগাহ, কবরস্থান, কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ, মন্দির উন্নয়ন প্রভৃতি।	(সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা অনুযায়ী)
৩	আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন (কাঠামো পরিকল্পনা)	সরকারি ও বেসরকারি খাতে আবাসন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার অধীনে আবাসিক অঞ্চল গঠন (ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা)	বেসরকারি আবাসন প্রকল্প তথা স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার জন্য নির্ধারিত এলাকার উন্নয়ন	২য় পর্ব (২০১৭-২১ এবং ৩য় পর্ব (২০২২-২৬)
৪	সংরক্ষিত এলাকা (কাঠামো পরিকল্পনা)	সংবেদনশীল এলাকা শনাক্তকরণ এবং সংরক্ষণ	জলাশয়, নগর উন্মুক্ত স্থান, গ্রামীণ বসতি ইত্যাদি শিরোনামে ভূমি ব্যবহার অঞ্চল গঠন	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় এলাকা নির্ধারণসহ সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রণীত হয়েছে (উদ্যান, খেলার মাঠ ও জলাশয় সংরক্ষণ)	(সুনির্দিষ্ট প্রকল্প অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়)
৫	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা (কাঠামো পরিকল্পনা)	সম্পদ পুনরুদ্ধার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব প্রদান	সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (ISWM) প্রবর্তন	১) বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র (ডাম্পিং গ্রাউন্ড) উন্নয়ন ২) বর্জ্য স্থানান্তর স্থান উন্নয়ন	১) ১ম পর্যায় ২) ১ম ও ২য় পর্যায়।
৬	-	-	-	-	-
৭	-	-	-	-	-

কার্যক্রম-২ ঃ প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে বিবেচনাযোগ্য কর্মকান্ডের তালিকা প্রণয়ন

সারণি ৪-২ প্রস্তুত করার পর প্রকৌশল বিভাগের ডেস্ক অফিসার উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিবেচ্য কর্মকান্ড নির্ধারণে সারণি ৪-৩ প্রণয়নের উদ্যোগ নেবেন। সারণি ৪-৩ প্রস্তুত করার জন্য ডেস্ক অফিসারকে নিম্নের নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

কলাম 'ক'ঃ সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনা

সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনা বিভিন্ন খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত হয়েছে এবং সারণি ৪.২ এর কলাম 'ঘ'-তে শনাক্ত করা হয়েছে। ডেস্ক অফিসার সারণি ৪-২-এর কলাম 'ঘ' থেকে সরাসরি অনুলিপি করে এই কলাম পূরণ করতে পারেন।

কলাম 'খ'ঃ বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনাযোগ্য কর্মকান্ড

সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনার সফল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড নির্ধারণ ও সম্পন্ন করতে হবে। এগুলোর মধ্যে কিছু কাজ করতে হবে মূল বাস্তবায়ন কাজ শুরুর আগে, যেগুলোকে প্রাক-কর্মকান্ড বলা যেতে পারে। ডেস্ক অফিসারকে এধরণের প্রাক-কর্মকান্ডের তালিকা এই কলামে উল্লেখ করতে হবে।

কলাম 'গ'ঃ সম্ভাব্য বাস্তবায়ন বছর

সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন পর্যায়সমূহ বিশ্লেষণের পর ডেস্ক অফিসার কলাম 'গ'-এ উক্ত উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রাক-কর্মকান্ড শুরুর বছর/সাল উল্লেখ করবেন।

সারণি ৪-৩ ঃ বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনাযোগ্য কর্মকান্ডের তালিকা তৈরির নমুনা প্রায়োগিক সারণি

ক্রম	উন্নয়ন খাত	(ক) সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনা	(খ) বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনাযোগ্য কর্মকান্ড	(গ) সম্ভাব্য বাস্তবায়ন বছর
১	সড়ক ও যোগাযোগ	খাতওয়ারি পরিকল্পনায় নির্ধারিত সড়ক, নর্দমা ইত্যাদির মত অবকাঠামো ও সেবা উন্নয়ন প্রস্তাবনা। যেমন- ১) কলেজ সড়ক উন্নয়ন (মাঝারি পর্যায়ের সড়ক -৫); ২) নতুন মাঝারি পর্যায়ের নর্দমা (মাঝারি পর্যায়ের ড্রেন-২) নির্মাণ	১. অগ্রাধিকার ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম এর তালিকা প্রণয়ন ২. প্রত্যেক প্রস্তাবনা প্রয়োজনীয় উপাদান নির্দিষ্টকরণ এবং বাস্তবায়নের জন্য বিবেচ্য কার্যক্রম নির্ধারণ ৩. অর্থায়নের জন্য সম্ভাব্য উৎস নিরূপণ এবং তহবিল সংগ্রহের কর্মকান্ড চিহ্নিতকরণ, ৪. সড়ক/নর্দমা উন্নয়নের অনুমোদন/নির্দেশনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রস্তুতকরণ।	২০১৮-২০১৯
২	উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ	অঞ্চলীকরণ বিধি-নিষেধ অনুসারে ভবন নিয়ন্ত্রণ	১) অনুমোদিত ও শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার চিহ্নিতকরণ, ২) জনগণ যেন সহজেই এই তালিকা পেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, ৩) ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও ভবন নির্মাণে অনাপত্তি প্রদানে এসকল বিষয় অনুসরণ যেন বাধ্যতামূলক শর্ত হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ।	এটি চলমান প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা মেয়াদের সকল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন হবে।
৩	সামাজিক	নির্ধারিত এলাকায় ঈদগাহ, কবরস্থান, কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ/মন্দির উন্নয়ন যেমন- ওয়ার্ড কেন্দ্র বা কাউন্সিলর অফিস, কমিউনিটি সেন্টার ও অন্যান্য ব্যবহার	১) প্রত্যেক প্রতিশ্রুত স্বতন্ত্র পরিকল্পনা/প্রস্তাবনা নির্দিষ্টকরণ, ২) নির্ধারিত ভূমি/সাইট-এর বর্তমান মালিকানা এবং ভূমি ব্যবহার পরিস্থিতি শনাক্তকরণ, ৩) অর্থায়নের জন্য সম্ভাব্য উৎস নিরূপণ।	২০১৮-২০২০
৪	আবাসন	বেসরকারি/ব্যক্তি আবাসন প্রকল্প, স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসন উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ভূমি/সাইট উন্নয়ন যেমন- ১) বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের জন্য ভূমিসহ অবকাঠামো (সাইট এন্ড সার্ভিস) উন্নয়ন প্রকল্প ২) স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসন উন্নয়ন প্রকল্প	১) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, আবাসিক এলাকাসমূহ প্রভৃতি বিশ্লেষণ এবং ভূমিসহ অবকাঠামো (সাইট এন্ড সার্ভিস) উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য এলাকা চিহ্নিতকরণ, ২) স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসন প্রকল্পের জন্য মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত এলাকা নির্ধারণ, ৩) ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন নির্দেশনা শনাক্তকরণ, ৪) বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নে একটি প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করা এবং প্রকল্প ব্যয় সম্পর্কে প্রাথমিক প্রাক্কলন করা, ৫) প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন তরান্বিত এবং প্রকল্প ব্যয়হ্রাস করতে পারে এমন স্বতন্ত্র সড়ক ও নর্দমা প্রস্তাবনা চিহ্নিতকরণ, ৬) তহবিলের জন্য সম্ভাব্য উৎস শনাক্তকরণ।	২০১৭-২০২১
৫	বিনোদন	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নির্ধারিত এলাকা শনাক্ত করাসহ সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনার তালিকা তৈরি (উদ্যান, খেলার মাঠ ও জলাশয় সংরক্ষণ) যেমন- ১) মহল্লার উদ্যান উন্নয়ন ২) জলাশয় সংরক্ষণ	১) প্রস্তাবিত সাইট ও তার বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ এবং জলাশয় চিহ্নিতকরণ, ২) বিকল্প পন্থা হিসেবে পৌর এলাকায় সম্ভাব্য খাসজমি চিহ্নিতকরণ, ৩) এসকল প্রস্তাবনার এলাকা সরেজমিনে নির্ধারণ এবং জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা, ৪) ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদির মত বড় ধরনের ভৌত কাজ ও তার ব্যয় নিরূপণে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করা।	------
৬	পরিবেশ গত	১) বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র উন্নয়ন ২) বর্জ্য স্থানান্তর স্থান উন্নয়ন	মহল্লার উদ্যান উন্নয়নের মত একই ধরনের কর্মকান্ড	২০১৭-২০১৯ ২০১৭-২০২২

পদক্ষেপ-২ ঃ নীতি, কৌশল ও উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা এবং পরিকল্পনা মানচিত্র প্রদর্শনের জন্য কার্যক্রম

সারণি ৪-২ ও সারণি ৪-৩ তৈরির পর মেয়র নীতি, কৌশল ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা এবং পরিকল্পনা মানচিত্র উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ঘোষণা করবেন। নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সহায়তায় প্রকৌশল বিভাগের ডেস্ক অফিসার নীতি, কৌশল, উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা ও পরিকল্পনা মানচিত্র প্রদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেন নগরবাসী সহজে মহাপরিকল্পনার সকল নীতি, কৌশল ও উন্নয়ন প্রস্তাবনার তথ্য সম্পর্কে

জানতে পারে। এরপর মেয়র বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দেবেন, এতে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সূচি ও যথাযথ নির্দেশনাসহ পরিষদের কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিষয়বস্তু থাকবে।

পদক্ষেপ-৩ ঃ মহাপরিকল্পনার সঙ্গে পৌরসভার সকল চলমান/আসন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উপযুক্ততা বিশ্লেষণ

মহাপরিকল্পনার সঙ্গে বর্তমানে চলমান ও আসন্ন ভৌত উন্নয়ন প্রকল্পের উপযুক্ততা (লঙ্ঘন বা সংগতি) যাচাইয়ের জন্য পরিষদকে এগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। পৌরসভার সকল চলমান ও আসন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সারণি ৪-২-এ উল্লেখিত উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকার সঙ্গে তুলনামূলক যাচাই করতে হবে। এসব প্রকল্পের উপযুক্ততা (লঙ্ঘন বা সংগতি) যাচাইয়ে প্রকৌশল বিভাগকে নমুনা সারণি ৪-৪ ব্যবহার করতে পারে।

সারণি ৪-৪ এর কলামসমূহ (কলাম 'ক' থেকে 'ঝ' পর্যন্ত) নিম্নোক্ত দুটি তথ্যসূত্র থেকে তথ্য নিয়ে পূরণ করতে হবেঃ

১) চলমান/আসন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত উপযুক্ত নথি; এবং ২) মহাপরিকল্পনা।

প্রকৌশল বিভাগের ডেস্ক অফিসার প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থা যেমন- উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থা থেকে চলমান ও আসন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহ করে সারণি ৪-৪ এর কলাম পূরণ করবেন। সারণি ৪-৪ এর কলাম 'ক' থেকে কলাম 'ঝ' পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য পূরণ করার পর ডেস্ক অফিসার মহাপরিকল্পনার সাথে যাচাই ও উপযুক্ততার বিশ্লেষণ করে (যেমন - লঙ্ঘন বা সংগতি) কলাম 'ঞ' পূরণ করবেন।

সারণি ৪-৪ ঃ মহাপরিকল্পনার সঙ্গে চলমান ও আসন্ন প্রকল্পের উপযুক্ততা (লঙ্ঘন/সংগতি) যাচাইয়ের নমুনা সারণি

ক্রম	তথ্য সূত্র	খাত	প্রকল্প পরিচয় (নাম, আইডি যদি থাকে)	প্রকল্পের অবস্থা	প্রকল্পের অবস্থান	প্রকল্পের বর্ণনা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ইত্যাদি) মি	মোট বাজেট (লক্ষ টাকা)	অর্থায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মেয়াদ ও বছর	মহাপরিকল্পনার সাথে উপযুক্ততা *
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
১	প্রকল্পের নথিপত্র	সড়ক	কলেজ রোড, আইডি নং	চলমান	ওয়ার্ড- ৭, ৮	দৈর্ঘ্য: ১০০০ প্রস্থ: ৭	৮৪.০০/=	এলজিইডি	৬ মাস; জুলাই '১৮ থেকে ডিসেম্বর '১৮	এই প্রস্তাবনা আংশিক উপযোগী। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কিছুটা ঘাটতি পাওয়া গেছে।
	মহা পরিকল্পনা	সড়ক	সড়কের নাম: কলেজ রোড, সড়কের শ্রেণি: মাঝারি পর্যায়ের আইডি: মাঝারি-৩	আসন্ন	ওয়ার্ড-২, ৩ পৌর বাজার	দৈর্ঘ্য: ১৫০০ প্রস্থ: ৭ প্রস্তাবিত প্রস্থ: ১২	উল্লেখ নেই	এলজিইডি, বিএমডিএফ	প্রথম পর্যায় অর্থাৎ ২০১১-২০১৫-এর মধ্যে	
২	প্রকল্পের নথিপত্র	নর্দমা	প্রধান নর্দমা নির্মাণ	আসন্ন	ওয়ার্ড- ৩, ৪ ও ৫	দৈর্ঘ্য: ৫০০ প্রস্থ: ০.৫	৫৫.০০/=	বিএমডিএফ	৬ মাস; জুলাই '১৮ থেকে ডিসেম্বর '১৮	এই প্রস্তাবনার অধিকাংশই উপযোগী, নর্দমার গতিপথে ঘাটতি পাওয়া গেছে।
	মহা পরিকল্পনা	নর্দমা	নর্দমা আইডি: মাঝারি-০২, নর্দমা শ্রেণি: মাঝারি পর্যায়ের	আসন্ন	ওয়ার্ড- ৫, ৬	দৈর্ঘ্য: ৩০০ প্রস্থ: ০.৮০	উল্লেখ নেই	এলজিইডি, বিএমডিএফ	প্রথম পর্যায় অর্থাৎ ২০১১-২০১৫-এর মধ্যে	
৩		----	----	----	----	----	----	----	----	----
		----	----	----	----	----	----	----	----	----

*বি. দ্রঃ ('ঞ' কলামে উপযুক্ততা বর্ণনা করতে উপযুক্ততার সূচক ও সেগুলোর সামঞ্জস্যতার পরিমাণ/হার উল্লেখ করতে হবে)

পদক্ষেপ-৪ ঃ বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা প্রণয়ন

সারণি ৪-২ ও ৪-৩-এ উল্লেখিত প্রস্তাবনা তথ্যের পাশাপাশি সেগুলোর প্রেক্ষিত নীতি, কৌশল, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন পর্যায়সহ অন্যান্য বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৌশল বিভাগের ডেস্ক অফিসারকে বাস্তবায়নযোগ্য প্রস্তাবনার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। এই তালিকা প্রণয়নে ডেস্ক অফিসার নিম্নের নমুনা সারণি ৪-৫ ব্যবহার করতে পারেন। সারণি ৪-৫ তৈরি করতে তালিকাটি খাতভিত্তিক পরিকল্পনা, পরিকল্পনা মেয়াদ, নগর সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদির মত প্রত্যাশিত চাহিদার ভিত্তিতে পৃথক

করতে হবে। খাতভিত্তিক প্রস্তাবনা হতে খাতভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম এর তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। প্রয়োজন হ'লে ডেস্ক অফিসার ভালভাবে বোঝা ও ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত তথ্য অন্তর্ভূক্ত করতে এই সারণিতে প্রয়োজনীয় কলাম যুক্ত করতে পারেন।

সারণি ৪-৫ ঃ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত তালিকা প্রণয়নের নমুনা সারণি

ক্র:	খাত	উন্নয়ন প্রস্তাবনা	প্রভাব এলাকা	অনুসরিত নীতি	মেয়াদ	সম্পন্ন করতে হবে এমন প্রাক-কর্মকান্ড	বাস্তবায়নকারী বিভাগ/সংস্থা	মন্তব্য
১	সড়ক	কলেজ রোড উন্নয়ন (মাঝারি-৩)	ওয়ার্ড ২, ৩ ও ৪	১) মূল/কেন্দ্রীয় এলাকা সুসংহতকরণ ২) সড়কের উচ্চক্রম শ্রেণিসহ সমন্বিত সড়ক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	২০১৮ - ২০১৯	১) প্রত্যেক প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু নির্দিষ্টকরণ, ২) অর্থায়নের জন্য সম্ভাব্য উৎস নিরূপণ ও তহবিল সংগ্রহের কর্মকান্ড চিহ্নিতকরণ ৩) সড়ক উন্নয়নের অনুমোদন/নির্দেশনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রস্তুতকরণ।	পৌরসভা	পরবর্তী অর্থবছরে এলজিইডি'র একটি নগর প্রকল্প থেকে তহবিল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে
২	নর্দমা	মাঝারি নর্দমা নির্মাণ (মাঝারি-২)	ওয়ার্ড ৩, ৪ ও ৫	১) মূল/কেন্দ্রীয় এলাকা সুসংহতকরণ ২) নর্দমার উচ্চক্রমবিন্যাসসহ সমন্বিত নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	২০১৮-২০১৯	১) প্রত্যেক প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু নির্দিষ্টকরণ, ২) অর্থায়নের জন্য সম্ভাব্য উৎস নিরূপণ ও তহবিল সংগ্রহের কর্মকান্ড চিহ্নিতকরণ ৩) সড়ক উন্নয়নের অনুমোদন/ নির্দেশনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রস্তুতকরণ।	পৌরসভা	পরবর্তী অর্থবছরে বিএমডিএফ'র একটি নগর প্রকল্প থেকে তহবিল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে
৩	নগর সেবা	ওয়ার্ড কেন্দ্র উন্নয়ন	ওয়ার্ড-৩	১) কমিউনিটি সুবিধাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন	২০১৮-২০২০	১) প্রত্যেক প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু নির্দিষ্টকরণ: ২) অর্থায়নের জন্য সম্ভাব্য উৎস নিরূপণ ও তহবিল সংগ্রহের কর্মকান্ড চিহ্নিতকরণ ৩) ওয়ার্ড সেন্টার উন্নয়নের অনুমোদন/নির্দেশনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রস্তুতকরণ	পৌরসভা	----
৪.	উন্মুক্ত স্থান ও বিনোদন	মহল্লার উদ্যান উন্নয়ন		১) সামাজিক উপযোগ সুবিধার জন্য স্থান শনাক্তকরণ ও উন্নয়ন	----	১) প্রস্তাবিত সাইট ও তার বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ; ২) বিকল্প পন্থা হিসেবে পৌর এলাকায় সম্ভাব্য খাসজমি চিহ্নিতকরণ; ৩) এসকল প্রস্তাবনার এলাকা সরেজমিনে নির্ধারণ এবং জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা; ৪) ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদির মত বড় ধরনের ভৌত কাজ ও তার ব্যয় নিরূপণে প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করা।	পৌরসভা	----
৫	নাগরিক সেবা	বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র স্থাপন	সমগ্র পৌরসভা	১) সম্পদ পুনরুদ্ধার ও কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন	২০১৭-২০১৯	মহল্লার উন্নয়নের মতো একই ধরণের প্রাক কর্মকান্ড	পৌরসভা	----

পদক্ষেপ-৫ ঃ বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎস বিশ্লেষণ

এই পর্যায়ে পূর্ববর্তী পদক্ষেপে তালিকাভূক্ত প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎস বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মহাপরিকল্পনার সময়াবদ্ধ বাস্তবায়ন বিবেচনার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সংস্থা (আঞ্চলিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক) ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা এ ধরনের উৎস থেকে সম্ভাব্য অর্থায়নের সুযোগ, সম্ভাবনা, সহায়তার ক্ষেত্র ও পরিমাণ বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস নির্ণয় করতে হবে। প্রকৌশল বিভাগ পৌরসভার বর্তমান আর্থিক অবস্থাও বিশ্লেষণ করবে। পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সচিব, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ইত্যাদি) এবং নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি এই পদক্ষেপের কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে প্রকৌশল বিভাগকে সহায়তা করতে পারে। এ বিষয়ে মেয়র প্রকৌশল বিভাগকে

প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং পৌরসভার ভবিষ্যৎ তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ সম্পর্কিত তথ্য দেবেন। তহবিলের সম্ভাব্য উৎস বিশ্লেষণে ডেস্ক অফিসার নিম্নের নমুনা সারণি ৪-৬ ব্যবহার করতে পারে।

সারণি ৪-৬ ঃ প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎস বিশ্লেষণের নমুনা সারণি

প্রস্তাবনার শিরোনাম	খাত	প্রস্তাবনা'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট ব্যয়ের পরিমাণ (লাখ টাকা)	অর্থায়নকারী সংস্থা	বাৎসরিক বরাদ্দ				
					২০১৮ /১৯	২০১৯ /২০	২০২০ /২১	২০২১ /২২	২০২২ /২৩
কলেজ রোড উন্নয়ন (মাঝারি -৩)	সড়ক	১.৫৬ কি. মি. সড়ক উন্নয়ন (২২ ফুট থেকে ৪০ ফুট-এ প্রশস্তকরণ এবং কার্পেটিং করা)	৮৬.০০	আইইউআইডিপি, এলজিইডি	--	--	--	৮৬	
নর্দমা নির্মাণ (মাঝারি ২)	নর্দমা	৩০০ মিটার আরসিসি নর্দমা নির্মাণ	৫৫.০০	বিএমডিএফ	--	--	--	--	৫৫
ওয়ার্ড কেন্দ্র উন্নয়ন	নগর সেবা	আয়তন: ০.৩৮ একর, অবস্থান: ওয়ার্ড নং ০৩-এর কেন্দ্রীয় অংশে, তৃতীয় পর্যায়ের -১৭ সড়কের পাশে	১৪০.০০	নিজস্ব, এলজিইডি, এলজিডি	--	--	২০	৪০	৫০
মহল্লার উদ্যান উন্নয়ন	উন্মুক্ত স্থান	--	--	--	--	--	--	--	--
বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র স্থাপন	নগর সেবা	সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও সাইট উন্নয়ন; আয়তন: ৭.৮৬ একর,	৬০.০০	এলজিইডি, নিজস্ব	--	--	১০	৩০	২০

মহাপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে সময়মত তহবিল সংগ্রহ নিশ্চিত করতে প্রকৌশল বিভাগকে কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত সময়সূচি প্রণয়ন করতে হবে অথবা বিকল্প উৎস শনাক্ত করতে হবে।

পদক্ষেপ-৬ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সম্পন্নকরণ

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে প্রকৌশল বিভাগকে খাতভিত্তিক প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা, এসকল প্রস্তাবনার আনুমানিক ব্যয় প্রাক্কলন এবং তহবিল সংগ্রহের কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে। এসকল কর্মকান্ডসহ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সম্পন্ন করতে প্রকৌশল বিভাগ নিম্নলিখিত ৪টি কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

কার্যক্রম-১ ঃ খাতভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাবনার তালিকা চূড়ান্তকরণ

প্রকৌশল বিভাগ মহাপরিকল্পনার চলমান বাস্তবায়ন পর্যায়ের জন্য খাতভিত্তিক প্রস্তাবনার চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করবে। এই তালিকায় প্রস্তাবনার ব্যয়, মেয়াদ, বাস্তবায়নের পর্ব/সময়, তহবিলের উৎস, তহবিল সংগ্রহের সম্ভাব্য উৎস ও পদ্ধতি এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ডের তালিকা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রকৌশল বিভাগকে প্রথমে প্রস্তাবনাসমূহের অগ্রাধিকার যাচাই করতে হবে। অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করতে প্রকৌশল বিভাগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা এবং মহাপরিকল্পনার নীতি কৌশল পর্যালোচনা করতে হবেঃ

- ⇨ সেসকল প্রস্তাবনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যাদের বাস্তবায়ন সুফল ভৌগলিক এলাকা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে তুলনামূলক অনেক বেশি;
- ⇨ উন্নয়ন প্রস্তাবনা বাস্তবায়নে বর্তমান পরিষদের মেয়াদকালকে বাস্তবায়নের মেয়াদ কাল হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন;
- ⇨ সেসকল দীর্ঘ মেয়াদী (১০ বছরের বেশি) প্রকল্পও নির্বাচন করা উচিত যেগুলোর বাস্তবায়ন কাজ বিগত পরিষদের মেয়াদে শুরু হয়েছে এবং আগামী পরিষদের মেয়াদে শেষ হবে। এক্ষেত্রে প্রকৌশল বিভাগ বিগত মেয়াদে যে পরিমাণ অগ্রগতি

সম্পন্ন হয়েছে তা এবং আগামী মেয়াদের লক্ষ্য উল্লেখ করাসহ বর্তমান মেয়াদে যে অংশের বাস্তবায়ন নির্ধারিত আছে, শুধু সেই অংশের উপর গুরুত্ব দিতে পারে;

- ⇨ সেসকল প্রস্তাবনা/প্রকল্পের প্রতিও অগ্রাধিকার দিতে হবে যেগুলোর জন্য ইতোমধ্যেই অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট উৎস থেকে নতুন অর্থায়নের সুযোগ রয়েছে;
- ⇨ সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যে সকল প্রকল্প নিয়ে ইতোমধ্যে তাদের প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি ও অনুমোদন করেছে সে সকল প্রকল্পের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে;
- ⇨ পৌরসভার বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় বাস্তবায়ন সম্ভাব্যতার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

কার্যক্রম-২ ঃ অগ্রাধিকারমূলক প্রস্তাবনার সম্ভাব্য ব্যয় নিরূপণ

উন্নয়ন প্রস্তাবনার অগ্রাধিকার তালিকা তৈরির পর প্রকৌশল বিভাগ, তালিকার প্রত্যেক প্রস্তাবনার সম্ভাব্য ব্যয় নিরূপণ/প্রাক্কলন করবে এবং নমুনা প্রায়োগিক সারণি ৪-৭ এর সংশ্লিষ্ট কলাম পূরণ করবে। সম্ভাব্য ব্যয় নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রকৌশল বিভাগ পৌরসভায় কর্মরত এবং একাজে উপযুক্ত বিবেচিত অন্যান্য ব্যক্তির সাথে আলোচনা করতে পারে।

সারণি ৪-৭ ঃ নির্বাচিত প্রস্তাবনার সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণের নমুনা প্রায়োগিক সারণি

ক্র.	প্রস্তাবনার নাম	প্রস্তাবনার বিস্তারিত তথ্য	মেয়াদ	প্রস্তাবনার প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	তহবিলের সম্ভাব্য উৎস	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মন্তব্য
১.	কলেজ সড়ক উন্নয়ন (মাঝারি - ৩)	বর্তমান কলেজ সড়ককে মাঝারি সড়কে উন্নীতকরণ, দৈর্ঘ্য: ১.৫৬ কি.মি. প্রস্থ: বর্তমান: ২০ ফুট, প্রস্তাবিত: ৪০ ফুট, উপরিভাগ: কার্পেটিং	৬ মাস	৮৬.০০/=	এলজিইডি	পৌরসভা	শীঘ্রই এই সড়ক উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান প্রক্রিয়া প্রস্তুত করা
২.	নর্দমা নির্মাণ (মাঝারি - ২)	একটি নতুন নর্দমা (মাঝারি -৩) নির্মাণ; দৈর্ঘ্য: ২০০ মিটার, প্রস্থ: ০.৮০ মিটার	৬ মাস	৫৫.০০/=	বিএমডিএফ	পৌরসভা	শীঘ্রই এই নর্দমা উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান প্রক্রিয়া প্রস্তুত করা
৩.	ওয়ার্ড কেন্দ্র-৩ উন্নয়ন	৩ নং ওয়ার্ডের জন্য ওয়ার্ড কেন্দ্র উন্নয়ন; পরিমাণ/আয়তন: ০.৩৮ একর, ভূমি উন্নয়ন এবং ১টি ৩তলা ভবন নির্মাণ	৩ বছর	১৪০.০০/=	নিজস্ব, এলজিডি, এলজিইডি, অন্যান্য	পৌরসভা	--
৪.	কমিউনিটি উদ্যান উন্নয়ন	--	--	--	--	--	--
৫.	বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র উন্নয়ন	সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত স্থান/সাইটের উন্নয়ন: আয়তন: ৭.৮৬ একর, সড়কের দৈর্ঘ্য: ৪০০ মিটার।	৩ বছর	৬০.০০/=	নিজস্ব, এলজিইডি	পৌরসভা	--

কার্যক্রম-৩ ঃ তহবিল সংগ্রহের কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ

যথাসময়ে তহবিল সংগ্রহের জন্য একটি সময়সূচি অনুযায়ী এই কার্যক্রম শুরু হওয়া দরকার। প্রায়োগিক সারণি ৪.৬ এবং ৪.৭ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য প্রকৌশল বিভাগ বর্তমান পরিষদের মেয়াদে তহবিল সংগ্রহের বিস্তারিত কার্যক্রম সহকারে একটি সময়সূচি প্রস্তুত করবে। এ ক্ষেত্রে নমুনা সারণি ৪-৮ ব্যবহার করতে পারে।

সারণি ৪-৮ ঃ তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রমের সময়সূচি প্রণয়নের নমুনা প্রায়োগিক সারণি

ক্র.	প্রস্তাবনার নাম	প্রস্তাবনার ব্যয়, মেয়াদ ও বাস্তবায়ন সময়	তহবিলের সম্ভাব্য উৎস এবং সময়মতো তহবিল সংগ্রহে বিস্তারিত কাজের তালিকা	সময়মতো তহবিল সংগ্রহে যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে তাদের সময়সূচি														
				অর্থ বছর ২০১৮/১৯			অর্থ বছর ২০১৯/২০			অর্থ বছর ২০২০/২১			অর্থ বছর ২০২১/২২			অর্থ বছর ২০২২/২৩		
				১	২	৩	১	২	৩	১	২	৩	১	২	৩	১	২	৩
১.	কলেজ সড়ক উন্নয়ন (মাঝারি -৩)	-৮৬ লক্ষ টাকা; -৬ মাস; -জুলাই ২০১৮-ডিসেম্বর ২০১৮	এলজিইডি; ১) চিঠি/চুক্তিপত্র প্রভৃতি'র মাধ্যমে প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে এলজিইডি'র নিকট থেকে নিশ্চয়তা গ্রহণ, ২) প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় শর্তাদি চিহ্নিতকরণ ও পূরণ, যেমন- হালনাগাদ প্রতিবেদন তৈরি প্রভৃতি। ৩) নিয়মিত যোগাযোগ															
২.	নর্দমা নির্মাণ (মাঝারি -২)	-৫৫ লক্ষ টাকা; -৬ মাস; -জানু ২০১৮-জুলাই ২০১৯	বিএমডিএফ; ১) চিঠি/চুক্তিপত্র প্রভৃতি'র মাধ্যমে প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে বিএমডিএফ'র নিকট থেকে নিশ্চয়তা গ্রহণ, ২) প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় শর্তাদি চিহ্নিতকরণ ও পূরণ, যেমন- অবস্থা প্রতিবেদন, হালনাগাদ প্রাক্কলন প্রভৃতি, ৩) নিয়মিত যোগাযোগ															
৩.	ওয়ার্ড কেন্দ্র-৩ উন্নয়ন	-১৪০ লক্ষ টাকা; ৩ - বছর; -জানু ২০১৯- জুলাই ২০২১	একাধিক সংস্থা যেমনঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, এলজিইডি, বিএমডিএফ এবং নিজস্ব তহবিল উপরে উল্লেখিত কাজের অনুরূপ কার্যক্রম															
৪.	বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র উন্নয়ন	-৬০ লক্ষ টাকা; -৩ বছর; - জানু ২০১৯- জুলাই ২০২১	নিজস্ব তহবিল ও এলজিইডি, উপরে উল্লেখিত কাজের অনুরূপ কার্যক্রম															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য প্রকৌশল বিভাগ মেয়রের নিকট থেকে নির্দেশনা এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির নিকট থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।

কার্যক্রম-৪ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও চূড়ান্তকরণ

প্রকৌশল বিভাগ, এ পর্যায়ে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার পর্ব-২ এর অধীন বিভিন্ন পদক্ষেপের আওতায় বর্ণিত পূর্বের সকল কর্মকান্ডের ভিত্তিতে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও চূড়ান্ত করবে। এটি সম্পন্ন করতে প্রকৌশল বিভাগ নিম্নে প্রণীত নমুনা প্রায়োগিক সারণি ৪.৯ ব্যবহার করতে পারে। উক্ত সারণির নির্দিষ্ট কলাম পূরণের জন্য প্রকৌশল বিভাগের পূর্ব নির্ধারিত উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহের সম্ভাব্য বাস্তবায়ন বছর, প্রস্তাবনা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য, তহবিলের পর্যাপ্ততা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা, তহবিলের উৎস প্রভৃতি তথ্য প্রয়োজন হবে। বাস্তবায়ন পরিকল্পনা সম্পন্নে প্রকৌশল বিভাগ নমুনা সারণি ৪.৭ ও ৪.৮ থেকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করে নমুনা সারণি ৪.৯ এর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কলাম পূরণ করবে।

সারণি ৪-৯ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরির নমুনা প্রায়োগিক সারণি

ক্রমিক	প্রস্তাবনার নাম	অগ্রাধিকার ক্রম	প্রস্তাবনার বিস্তারিত	উপকারিতার বিবরণ	মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) ও উৎস	বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					
						ব-১	ব-২	ব-৩	ব-৪	ব-৫	ব-৬
১.	কলেজ সড়ক উন্নয়ন (মাঝারি-৩)	০১	দৈর্ঘ্য: ১৫৬০ মি. বর্তমান প্রস্থ: ৬ মি. প্রস্তাবিত প্রস্থ: ১২ মি. ফুটপাথ নির্মাণ	যানজট হ্রাস পাবে এবং যাতায়াতের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে	৮৬.০০ /= এলজিইডি						
২.	নর্দমা নির্মাণ (মাঝারি-২)	০২	দৈর্ঘ্য: ২০০ মি. , প্রস্থ: ০.৮০ মি.	৩টি ওয়ার্ডের বৃষ্টির পানিসহ বর্জ্য পানি নিষ্কাশন সম্ভব হবে ও জলাবদ্ধতা নিরসণ হবে।	৫৫.০০/= বিএমডিএফ						
৩.	ওয়ার্ড কেন্দ্র-৩ উন্নয়ন	০৫	আয়তন: ০.৩৮ একর, ভূমি উন্নয়ন এবং ১টি ৩তলা ভবন নির্মাণ	ওয়ার্ড-০৩ এর কাউন্সিলর অফিস নির্মাণ, বাজারসহ একাধিক সুবিধা	১৪০.০০/= একাধিক সংস্থা						
৪.	কমিউনিটি উদ্যান উন্নয়ন	০৪	--	--	--						
৫.	বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র উন্নয়ন	০৩	আয়তন: ৭.৮৬ একর, সড়কের দৈর্ঘ্য: ৪০০ মি	সমগ্র পৌরসভার কঠিন বর্জ্য অপসারিত হবে, দূষণ রোধসহ পরিবেশের উন্নতি ঘটবে।	৬০.০০/=, নিজস্ব তহবিল ও এলজিইডি						

বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি সম্পন্ন হলে, পরামর্শ দেয়া যেতে পারে যে, প্রকৌশল বিভাগ মাসিক সময়সূচি তৈরির জন্য একটি ছক (ফরমেট) তৈরি করবে। এটি বাস্তবায়ন কার্যক্রম, সম্পাদন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণে সহায়তা করবে।

উপরোল্লেখিত সকল কর্মকান্ড সম্পন্ন করার পর প্রস্তুতকৃত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা পৌর পরিষদে উপস্থাপন ও পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া দরকার।

৪.৪ (পর্ব-৩) ঃ উন্নয়ন-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যক্রম

মহাপরিকল্পনায় নির্দেশিত উন্নয়ন গতিধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পৌরসভাকে গড়ে তুলতে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। পৌর কর্তৃপক্ষকে ভূমি ব্যবহার, সড়ক উন্নয়ন, ভবন নির্মাণ, নগরসেবা সুবিধা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রস্তাবসমূহের অনুমোদন বা নির্দেশনা দিতে হবে। কর্তৃপক্ষকে মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত এলাকার মধ্যে সরকারি-বেসরকারি বা ব্যক্তি পর্যায়ের যে কোন উন্নয়ন প্রস্তাবনা মহাপরিকল্পনায় গৃহীত নীতি, পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনার সাথে সামঞ্জস্য কি না তা যাচাই করে দেখতে হবে।

পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে এ সকল বিষয়ের অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যার অনুসরণে পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/শাখা/বিভাগ উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

পদক্ষেপ-১ ঃ ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া

প্রকৌশল বিভাগের ডেস্ক অফিসার ব্যক্তি পর্যায়ের ভূমি উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া প্রস্তুত করবেন যার মধ্যে এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার সকল ব্যক্তিবর্গের করণীয় তথা বিস্তারিত দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া উল্লেখ থাকবে। দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের (Land Use Clearance) জন্য প্রস্তাবিত ব্যবহার যাচাইসহ ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করার প্রয়োজন হবে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর প্রকৌশল বিভাগ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ফরম, ছক/ফরমেট তৈরি ও পরিষদের নিকট উপস্থাপন করবে এবং পরিষদের অনুমোদন নেবে।

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রকৌশল বিভাগকে নিম্নলিখিত ০৪ টি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে ঃ

কার্যক্রম-১ ঃ ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণ, মহাপরিকল্পনায় গৃহীত বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার অঞ্চল এবং প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট ব্যবহার/কর্মকান্ড অনুধাবন

অঞ্চলীকরণ বা জোনিং হচ্ছে ভূমি ব্যবহারের একটি বিশেষ ধরণের শ্রেণিকরণ যা উন্নয়ন কর্মকান্ডের নির্দিষ্ট বিকল্পসমূহের সুযোগ রেখে কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে কী কী কর্মকান্ড/ব্যবহার করা যাবে বা করা যাবে না তা নির্ধারণ করে দেয়। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতায় সমগ্র পৌর এলাকাকে নির্দিষ্ট কয়েকটি ভূমি ব্যবহার অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের আওতায় অনুমোদিত ও শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত কর্মকান্ড/ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট তালিকা সাধারণতঃ মহাপরিকল্পনার পরিশিষ্টে দেওয়া হয়।

প্রকৌশল বিভাগ এবং ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির ভূমি ব্যবহার অঞ্চলীকরণের বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরী। প্রকৌশল বিভাগকে অবশ্যই এসকল ভূমি ব্যবহার অঞ্চল এবং অনুমোদন ও শর্তসাপেক্ষে অনুমোদনের নিমিত্তে সুনির্দিষ্ট ভূমি ব্যবহার/কর্মকান্ডের তালিকার সাথে পরিচিত হতে হবে এবং এ তালিকার একটি অনুলিপি ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রক্রিয়ায় তাৎক্ষণিক সূত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।

কার্যক্রম-২ ঃ মহাপরিকল্পনায় নির্ধারিত ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি, কৌশল এবং উন্নয়ন প্রস্তাবনাসমূহ চিহ্নিতকরণ

প্রকৌশল বিভাগ, মহাপরিকল্পনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ বিষয় (সকল নীতি, কৌশল এবং উন্নয়ন প্রস্তাবনা) চিহ্নিত করবে। ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়সমূহের মধ্যে তিনটি সুনির্দিষ্ট উপাদান থাকবে, যেগুলো হলোঃ

- প্রস্তাবিত সকল সড়ক ও নর্দমার সীমানা প্রস্থ (Right of Way)
- অবকাঠামো ও অন্যান্য সেবা সুবিধা সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রস্তাবনা
- সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত ভূমি ব্যবহার

কার্যক্রম-৩ ঃ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্নে প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুতকরণ

প্রকৌশল বিভাগ প্রস্তাবিত কোন উন্নয়ন প্রস্তাবনার ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য মহাপরিকল্পনার সাথে যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করবে। এই পর্যায়ে প্রকৌশল বিভাগ নিম্নলিখিত সামগ্রী/উপাদান প্রস্তুত করবেঃ

১. যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/নথিপত্রের তালিকা সম্বলিত একটি যাচাই-তালিকা (Checklist)। আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে এ যাচাই-তালিকা অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও নথিপত্র দাখিল করবেন।
২. ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য আবেদনের পদ্ধতি সম্বলিত একটি নির্দেশাবলী। প্রকৌশল বিভাগ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ফি এর পরিমাণও নির্ধারণ করবে, যা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্ত ও অনুমোদিত হতে হবে।
৩. ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র আবেদনের জন্য আবেদন পত্রের একটি নমুনা কপি। আবেদন পত্রে আবেদন যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এখানে যাচাই-তালিকা এবং নমুনা আবেদন পত্রের একটি কপি সংযুক্তি আকারে এ হ্যান্ডবুকের শেষে দেয়া হয়েছে।

ক. নমুনা যাচাই-তালিকা (Checklist)

১. প্রস্তাবিত ভূমি/সাইটের স্বত্বাধিকারী দলিলের সার্টিফাইড কপি;
২. প্রস্তাবিত ভূমি/সাইটের হালনাগাদ খাজনা, হোল্ডিং ট্যাক্স/পৌর কর প্রদানের রসিদের সত্যায়িত কপি;
৩. প্রস্তাবিত ভূমি/সাইটের পড়চা/খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি;
৪. প্রস্তাবিত ভূমি/সাইট থেকে চারপাশের ন্যূনতম ২০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রকৃত অবস্থার চিত্র যেমন- ভবন, সড়ক, জলাশয় প্রভৃতির অবস্থান সম্বলিত একটি এলাকা মানচিত্র। নিবন্ধিত সার্ভেয়ার অথবা পুর-প্রকৌশলী অথবা পরিকল্পনাবিদ কর্তৃক উক্ত মানচিত্র প্রস্তুত করতে হবে।
৫. আবেদনকারীর সাক্ষরসহ মৌজা মানচিত্রের উপর প্রস্তাবিত ভূমি/প্লটের সাইট প্ল্যানের এমোনিয়া কপি। এ সাইট প্ল্যান কোন নিবন্ধিত সার্ভেয়ার বা প্রকৌশলী অথবা পরিকল্পনাবিদ কর্তৃক প্রস্তুত করা প্রয়োজন।
৬. ভূমি/সাইটের আকার, পরিমাপ প্রভৃতি উপাত্তসহ জরিপ সম্পন্নকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান/ফার্মের যথাযথ তথ্যসহ একটি বিস্তারিত ভূমি জরিপ প্রতিবেদন। এই জরিপ প্রতিবেদন কোন পরিকল্পনাবিদ অথবা পুর-প্রকৌশলী অথবা ৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী বা কোন নিবন্ধিত সার্ভেয়ার কর্তৃক প্রণয়ন করা যেতে পারে।
৭. আবেদনকারী ব্যক্তি এবং ভূমির মালিকানা শনাক্ত করাসহ প্রস্তাবিত ভূমি/সাইটে কোন বিরোধ আছে কি না সে সম্পর্কে স্থানীয় কাউন্সিলরের মতামত।
৮. ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফি জমাদানের রসিদের মূল কপি।

খ. ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য প্রণীত নমুনা ফরম

প্রকৌশল বিভাগ নিম্নলিখিত বিভিন্ন নমুনা ফরম ও ছক/ফরমেট ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের যাচাই প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করতে পারেঃ

১. নমুনা ফরম-১ঃ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য আবেদন পত্র;
২. নমুনা ছক/ফরমেট-২ঃ মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদনের নমুনা ছক/ফরমেট;
৩. নমুনা ছক/ফরমেট-৩ঃ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদনের নমুনা ছক/ফরমেট;
৪. নমুনা ছক/ফরমেট-৪ঃ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র আবেদন প্রত্যাখ্যানের নমুনা ছক/ফরমেট।

উপরের সকল নথিপত্র/ফরম/ছক প্রস্তুত করা সম্পন্ন হলে, প্রকৌশল বিভাগকে এ সকল নথিপত্র প্রথমে মেয়রের নিকট এবং পরবর্তীতে পৌর পরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রণীত নমুনা ফরম সংযুক্তি আকারে এ হ্যান্ডবুকটির শেষে উপস্থাপন করা হয়েছে

কার্যক্রম-৪ ঃ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদনের বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি

প্রকৌশল বিভাগ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার বর্তমান জনবল কাঠামো ও অন্যান্য সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি প্রস্তুত করবে। কর্মপদ্ধতিতে সুস্পষ্টভাবে কর্মপদ্ধতির সকল ধাপ, প্রতিটি ধাপের দায়িত্ব এবং

দায়িত্বপালনকারী পদ/ব্যক্তি'র নাম উল্লেখ থাকতে হবে। যথাযথ তথ্য ও নথিপত্রসহ আবেদন পত্র (যাচাই-তালিকা অনুযায়ী) জমাদানের সাথে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া শুরু হবে। আবেদনপত্রটি মেয়র কর্তৃক প্রকৌশল বিভাগের প্রধান বরাবর নির্দেশিত হয়ে আসতে হবে। (মেয়র > নির্বাহী প্রকৌশলী/নগর পরিকল্পনাবিদ > সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার)। নমুনা হিসেবে একটি বিস্তারিত কর্মপদ্ধতির উল্লেখ করা হলো যা সংশ্লিষ্ট পৌরসভা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে পারেঃ

১. ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানের প্রকৃত প্রক্রিয়া আরম্ভ হবে মেয়র কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে আসা আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার কর্তৃক গ্রহণের মধ্য দিয়ে। ডেস্ক অফিসার হতে পারেন নগর পরিকল্পনাবিদ বা নগর পরিকল্পনাবিদের অনুপস্থিতিতে সহকারী প্রকৌশলী অথবা 'গ' শ্রেণির পৌরসভার জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলী। আবেদন পত্র গ্রহণের পর ডেস্ক অফিসার উক্ত আবেদন পত্রটি সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে কি না এবং সংযুক্ত নথিপত্র যাচাই-তালিকা অনুযায়ী যথাযথভাবে দাখিল করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করবেন।

২. ডেস্ক অফিসার প্রস্তাবিত ভূমির মালিকানা এবং এলাকা মানচিত্র, জরিপ মানচিত্র ও সাইট প্ল্যানের তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। পৌরসভার সার্ভেয়ারের সহযোগিতায় ডেস্ক অফিসার ভূমি'র স্বত্বাধিকার নথিপত্র (দলিল, পর্চা, খতিয়ান, খাজনা রসিদ, দাখিলা প্রভৃতি) পরীক্ষা করবেন।

৩. মহাপরিকল্পনার ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নির্দেশিত ব্যবহারসমূহের সাথে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের সামঞ্জস্যতা আছে কি না ডেস্ক অফিসার তা যাচাই করবেন।

৪. ডেস্ক অফিসার প্রস্তাবিত ভূমি/সাইট সংলগ্ন সড়কের প্রস্থ পরীক্ষা করে দেখবেন যে, মহাপরিকল্পনার সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে আবেদনকারী ভবিষ্যৎ সড়ক উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত সড়ক অধিক্ষেত্র ছেড়ে পরিকল্পনা করেছেন কি না। এসকল বিষয় পরীক্ষা করতে ডেস্ক অফিসার মহাপরিকল্পনার মানচিত্র, জিআইএস ডাটাবেজ এবং বর্তমান অধ্যায়ের পর্ব-২ এর অন্তর্গত পদক্ষেপসমূহে প্রস্তুত সংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক সারণি ব্যবহার করবেন।

৫. ডেস্ক অফিসার প্রস্তাবিত ভূমি/সাইট মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত কোন উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য নির্ধারিত স্থানের মধ্যে পড়েছে কি না বা আওতাভুক্ত কি না তা যাচাই করবেন।

৬. ডেস্ক অফিসার পৌরসভার সার্ভেয়ারকে আবেদেনটি মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে সরেজমিনে যাচাই করার দায়িত্ব দেবেন। নির্দেশনা অনুযায়ী সার্ভেয়ার প্রস্তাবিত ভূমি/সাইটের স্বত্বাধিকার/মালিকানা এবং বর্তমান অবস্থা (সাইটের আকার ও পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে অবস্থান; সড়ক, নর্দমা ও অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি ও অবস্থান প্রভৃতি) সরেজমিনে যাচাই করবেন। মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে সরেজমিনে যাচাই সম্পন্ন করার পর সার্ভেয়ার উপরে উপস্থাপিত নমুনা ছক অনুযায়ী একটি মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৭. উল্লেখিত সকল বিষয় যাচাইয়ের পর, ডেস্ক অফিসার প্রাপ্ত ফলাফলের উপর একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করবেন এবং সার-সংক্ষেপ অনুযায়ী ছাড়পত্র প্রদান করা হবে বা আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হবে কিংবা শর্ত পূরণ করে পুনরায় দাখিলের জন্য বলা হবে সে বিষয়ে মতামতসহ ফাইল নোট প্রদান করবেন এবং প্রকৌশল বিভাগের প্রধান বরাবর প্রেরণ করবেন। ডেস্ক অফিসার নিজেই প্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বে থাকলে বা উক্ত পদ শূন্য থাকলে ফাইলটি সরাসরি মেয়র বরাবর প্রেরণ করবেন।

৮. মেয়রের কর্তৃক অনুমোদনের পর, সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার সিদ্ধান্ত অনুসারে ছাড়পত্র প্রদান অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক প্রত্যাখ্যান কিংবা শর্তসাপেক্ষে ছাড়পত্র প্রদানের জন্য পত্র প্রস্তুত করবেন। ছাড়পত্র প্রদান বা প্রত্যাখ্যানের নমুনা কপি সংযুক্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে যা এই উদ্দেশ্যে পৌরসভা ব্যবহার করতে পারে।

৯. এক মাস অন্তর ডেস্ক অফিসার ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রমের উপর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করবেন যার মধ্যে এই সংক্রান্ত তথ্য থাকবে, যেমন- কি পরিমাণ আবেদন জমা পড়েছে, কি পরিমাণ আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে, নিষ্পত্তির ধরণের ভিত্তিতে আবেদনের সংখ্যা প্রভৃতি। সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরির পর ডেস্ক অফিসার এটি মেয়র এবং

নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির নিকট নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য দাখিল করবেন।

পদক্ষেপ-২ ঃ ইমারত নির্মাণ/উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়া

প্রকৌশল বিভাগ অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নীচের ২টি কার্যক্রম অনুসরণ করতে পারে।

কার্যক্রম-১ ঃ অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুতকরণ

ইমারত নির্মাণ/উন্নয়নের অনুমোদন প্রদানের সময় সকল কারিগরি বিষয় যাচাইয়ের প্রয়োজন হবে। এ পর্যায়ে অনাপত্তিপত্র প্রদানের জন্য পরীক্ষাযোগ্য বিষয়গুলো হলোঃ

- ⇨ মহাপরিকল্পনার অন্তর্গত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সাথে প্রস্তাবিত ভবনের ব্যবহারের (ভূমি ব্যবহার) উপযুক্ততা,
- ⇨ মহাপরিকল্পনার সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা (নেটওয়ার্ক) উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে ভবনের/সাইটের সামনের সড়কের আবেদনে প্রস্তাবিত প্রস্থের উপযুক্ততা,
- ⇨ প্রস্তাবিত ভবনে সম্ভাব্য চলাচলের (ট্রাফিক) পরিমাণ, ভবনে প্রবেশের/সংযোগ সড়কের ওপর এর প্রভাব এবং সমাধান,
- ⇨ প্রস্তাবিত ভবনের নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি।

উপরোক্ত বিষয় বিবেচনায় প্রকৌশল বিভাগ অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্র প্রস্তুত করবেঃ

- ➢ মহাপরিকল্পনার সাথে উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথিপত্রের তালিকা সম্বলিত একটি যাচাই-তালিকা (চেকলিস্ট)।
    - ভূমি/সাইটের অবস্থান নির্ধারণী নথিপত্র (অবস্থান, সাইট মানচিত্র, ভবনের নকশা পরিকল্পনা প্রভৃতি);
    - প্রস্তাবিত ভবনের জন্য নির্ধারিত প্লট/সাইটের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র;
    - সম্ভাব্য চলাচল ও যানবাহনের পরিমাণ; তাদের আগমন, নির্গমন ও পার্কিং প্রভৃতির পরিকল্পনা (আবাসিক ভবন ব্যতীত অন্যান্য ভবনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় সাময়িক পার্কিং এলাকা/ড্রপিং জোন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে)।
    - চূড়ান্ত নির্গমনস্থল (আউটফল) উল্লেখসহ প্রস্তাবিত ভবনের নিষ্কাশন পরিকল্পনা।
- ➢ ভূমি ব্যবহার ও সড়ক প্রস্থের উপযুক্ততা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া
- ➢ যানবাহন চলাচল ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উপযুক্ততা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া
- ➢ পরিকল্পনা শাখা/মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ডেস্ক থেকে অনাপত্তি/আপত্তি পত্রের ছক।

কার্যক্রম-২ঃ ইমারত নির্মাণ/উন্নয়নে অনাপত্তি পত্র প্রদানের বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি

এই পর্যায়ে, প্রকৌশল বিভাগ সংশ্লিষ্ট পৌরসভার বর্তমান জনবল কাঠামো ও অন্যান্য সক্ষমতা বিবেচনায় শুধুমাত্র মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিক থেকে ইমারত নির্মাণ/উন্নয়নে অনাপত্তি পত্র প্রদানের জন্য বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি প্রস্তুত করবে। এখানে নমুনা হিসেবে একটি বিস্তারিত কর্মপদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট পৌরসভা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে ব্যবহার করতে পারে।

১. যথাযথ তথ্য ও কাগজ-পত্রসহ (যাচাই-তালিকায় উল্লেখিত) আবেদন পত্র জমাদানের মাধ্যমে ইমারত নির্মাণ/উন্নয়নে অনাপত্তি পত্র প্রদান প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হবে। আবেদনপত্রটি মেয়র কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শাখার প্রধান বরাবর নির্দেশিত হয়ে আসতে হবে। (মেয়র > নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী > সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার)।

২. সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসারের (নগর পরিকল্পনাবিদ/সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী) ডেস্ক থেকে কর্ম পদ্ধতির প্রকৃত কাজ আরম্ভ হবে। ডেস্ক অফিসার প্রথমেই ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় নির্ধারিত অনুমোদিত ও শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহার তালিকা এবং ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র উভয়ের সাথে প্রস্তাবিত ইমারতের ব্যবহার উপযুক্ত কি না তা যাচাই করবেন। যদি প্রস্তাবিত ইমারতের ব্যবহার ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নির্ধারিত ভূমি ব্যবহার অঞ্চলের জন্য

অনুমোদিত ও শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত ব্যবহার তালিকা উভয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপযুক্ত হয়, তবে ডেস্ক অফিসার পরবর্তী ধাপের জন্য অগ্রসর হবেন, নতুবা এই অসামঞ্জস্যতার জন্য তিনি নির্ধারিত ছকে ফলাফল উল্লেখসহ ফাইল নোট, নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে উক্ত আবেদনকারী বরাবর আবেদন প্রত্যাখ্যান পূর্বক পত্র প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩. ডেস্ক অফিসার প্রস্তাবিত প্লট/সাইটে প্রবেশের অবস্থা অর্থাৎ ভূমি/প্লট সংযোগকারী সড়কের তথ্য- সড়কের অস্তিত্ব, প্রস্থ, গতিপথ প্রভৃতি মূল্যায়নের জন্য প্রস্তাবিত ইমারতের নকশা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনা করবেন। ডেস্ক অফিসার মহাপরিকল্পনার 'সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা'র ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সড়কের জন্য পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত প্রস্থ নির্ণয় করবেন এবং উক্ত প্রস্থে সড়কটি উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ভূমি/প্লট থেকে কী পরিমাণ ভূমি সড়কের জন্য ছেড়ে দিতে হবে তা নির্ণয় করবেন। এরপর ডেস্ক অফিসার সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা অনুযায়ী দাখিলকৃত আবেদনে সড়ক প্রশস্তকরণের জন্য প্রস্তাবিত প্রস্থ সঠিক আছে কি না তা যাচাই করবেন।

৪. ডেস্ক অফিসার প্রস্তাবিত ইমারত থেকে উভয়মুখী সম্ভাব্য যাতায়াত (ট্রাফিক) সংখ্যা, তাদের ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা যথা- পার্কিং, আগমন ও নির্গমণ প্রভৃতি বাস্তবতা এবং পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা যাচাই করবেন। এ সকল বিষয় যাচাইয়ের জন্য ডেস্ক অফিসার সংশ্লিষ্ট সড়কের প্রস্তাবিত শ্রেণি (প্রধান, মাঝারি প্রভৃতি); বর্তমান ও প্রস্তাবিত প্রস্থ এবং সর্বোচ্চ প্রশস্তকরণের বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা; প্লট/সাইটের অবস্থান এবং পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এ উক্ত অবস্থানের জন্য বিশেষ কোন নির্দেশনা রয়েছে কি না প্রভৃতি বিবেচনা ও যাচাই করবেন।

৫. ডেস্ক অফিসার প্রস্তাবিত ইমারতের নিষ্কাশন পরিকল্পনা, প্রস্তাবিত সর্বশেষ নির্গমস্থল (আউটফল) পর্যালোচনা করে দেখবেন যে বাস্তবতা ও মহাপরিকল্পনার নর্দমা সংযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।

৬. উল্লেখিত সকল বিষয় যাচাইয়ের পর, ডেস্ক অফিসার প্রাপ্ত ফলাফলের উপর একটি সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করবেন এবং সার-সংক্ষেপ অনুযায়ী অনাপত্তি পত্র প্রদান করা হবে অথবা আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হবে সে বিষয়ে মতামতসহ ফাইল নোট প্রদান করবেন এবং প্রকৌশল বিভাগের প্রধান/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পাঠিয়ে দেবেন।

৭. অনাপত্তিপত্র প্রদান অথবা প্রত্যাখ্যান উভয় ক্ষেত্রে, বিভাগীয় প্রধান/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পূর্ববর্তী ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়ায় বর্ণিত একই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

পদক্ষেপ-৩ঃ নগর সড়ক উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা ও বেসরকারি সড়ক অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়া

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিক থেকে কোন সড়ক উন্নয়নের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যাচাই করার প্রয়োজন হবেঃ

১) প্রস্তাবিত সড়কের উচ্চক্রম শ্রেণি; গতিপথ (Alignment) ও সড়ক অধিক্ষেত্র (Right of Way); ২) প্রস্তাবিত সড়ক সংলগ্ন এলাকার ভূমি ব্যবহার; ৩) সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগস্থল বা মোড়, ৪) সড়কে চলাচল করবে এমন যানবাহনের ধরন ও সম্ভাব্য পরিমাণ; ৫) এই সড়ক ব্যবহার করবে এমন পথচারীর সম্ভাব্য সংখ্যা ও তাদের নিরাপত্তা প্রভৃতি।

সড়ক/রাস্তা উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা/অনুমোদন প্রক্রিয়ায় এসকল বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এ হ্যান্ডবুকে ৪র্থ অধ্যায়ে প্রস্তাবিত নমুনা সারণি ৪-১ হতে ৪-৯ পূরণ হবার পর তা অনুসরণ করে প্রকৌশল বিভাগ সড়ক উন্নয়নের জন্য একটি বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করবে, যাতে প্রকৌশল বিভাগ কোন নির্দিষ্ট সড়ক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পেতে পারে। উক্ত তালিকায় প্রস্তাবিত সড়কের বিস্তারিত তথ্য; নীতি, কৌশল ও পূর্বশর্তাবলী; বাস্তবায়ন পরিকল্পনা; উচ্ছেদের জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশল এবং বাস্তবায়ন কাজে সম্পৃক্ত হবে এমন সকল ব্যক্তির ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী উল্লেখ করা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

- প্রকৌশল বিভাগ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা মানচিত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত সড়কের গতিপথ চিহ্নিত করবে এবং পর্ব-২ তথা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন পর্বের অন্তর্গত নির্ধারিত সারণি থেকে সংশ্লিষ্ট সড়কের জন্য প্রস্তাবিত শ্রেণি ও প্রস্থ নির্ধারণ করবে।

- প্রকৌশল বিভাগ পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে সড়ক উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল নীতি-কৌশল, পন্থা, পদক্ষেপ ও সুপারিশ (যা পাওয়া যায়) চিহ্নিত করবে এবং পরবর্তীতে এসকল কৌশল/সুপারিশ যাচাই করে প্রস্তাবিত সড়কের জন্য কোনগুলো উপযুক্ত তা নির্ধারণ করবে।

- প্রকৌশল বিভাগ নিম্নলিখিত পরিকল্পনাসমূহ তৈরি করবেঃ ১) মেয়র ও পরিষদের সঙ্গে আলোচনা পূর্বক উচ্ছেদ পরিকল্পনা (যদি প্রয়োজন হয়), ২) আবশ্যিক ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা (প্রস্তাবিত ভূমির মৌজা তফসিল, জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ) এবং ৩) সড়ক উন্নয়নের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা। প্রকৌশল বিভাগ নির্দেশনা/অনুমোদনে এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের উল্লেখ করবে।

- উপরোল্লিখিত সকল কাজ সম্পন্ন হলে, প্রকৌশল বিভাগ মহাপরিকল্পনা অনুসরণে বিস্তারিত ভাবে সড়ক ব্যবস্থা উন্নয়নে একটি সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা প্রক্রিয়া তৈরি করবে যা সড়ক উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত সকল ব্যক্তি বাস্তবায়নের পূর্বে, সময়কালীন এবং পরবর্তী পর্যায়ে সহজে অনুসরণ করতে পারবে।
- বেসরকারি সড়ক অনুমোদনের ক্ষেত্রেও প্রকৌশল বিভাগ একইভাবে উপরোল্লিখিত সকল কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে আবেদনকৃত সড়কটি মহাপরিকল্পনার 'সড়ক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন পরিকল্পনা'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা যাচাই করবে এবং মহাপরিকল্পনা অনুসরণে বিস্তারিত ভাবে উক্ত সড়ক উন্নয়নে সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা তৈরি করবে যা অনুমোদন পত্রের সাথে সংযুক্ত থাকবে। প্রকৌশল বিভাগ পরবর্তীতে বেসরকারি সড়ক অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান উভয় ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়ায় বর্ণিত একই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করবে।

প্রস্তাবিত বেসরকারি সড়ক অনুমোদনে নিম্নোক্ত তথ্য বিবরণি সারণি ৪-১০ নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে -

সারণি ৪-১০ ঃ সড়ক অনুমোদনে তথ্য বিবরণী ছক

সড়কের গতিপথ		সড়কের দৈর্ঘ্য	সড়কের অধিক্ষেত্র (RoW)	উপরিভাগের ধরন (বিসি/আরসিসি /ডব্লিউবিএম/ এইচবিবি/কাঁচা/- ---------/--	ফুটপাথ			নিষ্কাশন ব্যবস্থা/নর্দমার বিবরণ		সড়ক বাতি			বৃক্ষরোপণ
হতে	পর্যন্ত				প্রস্থ	সিসি/ আরসিসি/ বিসি/---	সড়ক থেকে উচ্চতা	ধরন	সিসি/ আরসিসি /কাঁচা/ --	ধরন	পোলের ব্যবধান	এক পাশ/ উভয় পাশ	এক পাশ/ উভয় পাশ

প্রস্তাবিত সড়কটি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সমন্বিত কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত নমুনা সারণি ৪-১১ ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণি ৪-১১ ঃ পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়নে প্রস্তাবিত সড়কটির যথার্থতা যাচাই

বিষয়	পর্যবেক্ষণ (হ্যাঁ/না)	মন্তব্য
বিদ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত সড়কটি অন্তরায় সৃষ্টি করবে।		
সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (পিডব্লিউডি/এলজিইডি/উপজেলা প্রভৃতি) কর্তৃক প্রণীত উন্নয়ন প্রস্তাবনায় প্রস্তাবিত সড়কটি অন্তরায় সৃষ্টি করবে।		
প্রস্তাবিত সড়কটি সর্বোচ্চ বন্যা প্রবাহ স্তরের উপরে থাকবে** ।		
ভূগর্ভস্থ বা ভূউপরিস্থ ভবিষ্যৎ নাগরিক সেবা নির্মাণের সুযোগ থাকবে।		
স্থানীয় জনগণের বা কোন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এ রাস্তা নির্মাণ বিষয়ে কোন অভিযোগ নেই।		

** যদি সর্বোচ্চ প্লাবন উচ্চতার উপরে রাস্তাটি নির্মাণ সম্ভব না হয় সে ক্ষেত্রে নকশায় গ্রহনযোগ্য সমাধান আছে কিনা তা মন্তব্যে উল্লেখ করতে হবে।

পদক্ষেপ-৪ ঃ নর্দমা (Drain) উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা ও বেসরকারি নর্দমা অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়া

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিক থেকে কোন নর্দমা উন্নয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যাচাই করার প্রয়োজন হবেঃ

১) প্রস্তাবিত নর্দমার উচ্চক্রম শ্রেণি ও গতিপথ (Alignment); ২) নিষ্কাশন সংযোগ অর্থাৎ নর্দমার উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থল (নির্গমস্থল); ৩) প্রাকৃতিক ঢাল; ৪) নর্দমার গতিপথে সড়কের অস্তিত্ব (নর্দমার গতিপথ বরাবর বর্তমান বা প্রস্তাবিত সড়ক আছে কি না); ৫) বর্তমান/প্রস্তাবিত সড়কের সীমানা প্রস্থ; ৬) প্রস্তাবিত নর্দমার সম্ভাব্য প্রভাব এলাকা (Catchment Area) এবং তার ভূমি ব্যবহার; ৭) নর্দমার প্রস্তাবিত প্রস্থ, গভীরতা এবং এদের উপযুক্ততা।

এ হ্যান্ডবুকে ৪র্থ অধ্যায়ে প্রস্তাবিত নমুনা সারণি ৪-১ হতে ৪-৯ পূরণ হবার পর তা অনুসরণ করে প্রকৌশল বিভাগ নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য একটি বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করবে যাতে প্রকৌশল বিভাগ কোন নর্দমা উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পেতে পারে। উক্ত তালিকায় প্রস্তাবিত নর্দমার বিস্তারিত তথ্য; নীতি, কৌশল ও পূর্বশর্তাবলী; বাস্তবায়ন পরিকল্পনা; উচ্ছেদের জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশল এবং বাস্তবায়ন কাজে সম্পৃক্ত হবে এমন সকল ব্যক্তির ভূমিকা ও দায়িত্বাবলী উল্লেখ করা যেতে পারে।

নর্দমা উন্নয়ন তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর, প্রকৌশল বিভাগ কোন সুনির্দিষ্ট নর্দমা উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা ও বেসরকারি নর্দমা উন্নয়নে অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই পর্যায়ে, নির্দেশনা তৈরি বা অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নর্দমা চিহ্নিত ও নির্বাচিত করা; তাদের প্রভাব, কৌশল/সুপারিশ বিশ্লেষণ এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য প্রকৌশল বিভাগ পূর্ববর্তী ধাপ তথা সড়ক উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা/অনুমোদন প্রক্রিয়ায় (পর্ব-৩, পদক্ষেপ-৩, কার্যক্রম-২) বর্ণিত বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

প্রস্তাবিত বেসরকারি নর্দমা অনুমোদনে নিম্নোক্ত তথ্য বিবরণি সারণি ৪-১২ নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

সারণি ৪-১২ ঃ নর্দমা অনুমোদনে তথ্য বিবরণী ছক

নর্দমার গতিপথ		নর্দমার দৈর্ঘ্য	সংলগ্ন সড়কের আইডি	প্রস্তাবিত নর্দমার বিবরণ					
				প্রস্থ ও গভীরতা	আচ্ছাদিত/ উন্মুক্ত	নির্মাণ উপকরণ (সিসি/আরসিসি/বিসি/কাঁচা)	সড়কের মাঝ লাইন থেকে দূরত্ব	ভিতরের অবস্থা	বাইরের অবস্থা
হতে	পর্যন্ত							ইটের দেয়াল/প্লাস্টার করা/মাটির তলদেশ	ইটের দেয়াল/প্লাস্টার করা/মাটির আচ্ছাদন

প্রস্তাবিত নর্দমাটি মহাপরিকল্পনা তথা সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে সমন্বিত কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নিম্নোক্ত নমুনা সারণি ৪-১১ ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণি ৪-১৩ ঃ পৌরসভার সামগ্রিক উন্নয়নে প্রস্তাবিত নর্দমার যথার্থতা যাচাই

সূচক/ বৈশিষ্ট্য	পর্যবেক্ষণ (হ্যাঁ/না)	মন্তব্য
প্রস্তাবিত নিষ্কাশন সংযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা (Drainage Natwork Plan) /মহাপরিকল্পনা/অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (পিডব্লিউডি/এলজিইডি/উপজেলা প্রভৃতি) কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত নর্দমার অস্তিত্ব আছে কি না?		
নর্দমাটি কি সর্বোচ্চ বন্যা প্রবাহ স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আছে অথবা সর্বোচ্চ বন্যা প্রবাহ স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী হবে কি না?		
নর্দমা প্রশস্তকরণের ক্ষেত্রে, নর্দমার দুপাশের যে অতিরিক্ত ভূমি প্রশস্ত করার জন্য প্রয়োজন হবে, সংশ্লিষ্ট ভূমি মালিকগণ কোন ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে তাদের স্ব স্ব ভূমি পৌরসভার নিকট ন্যাস্ত করবে কি না?		
ভূগর্ভস্থ বা ভূউপরিস্থ ভবিষ্যৎ ইউটিলিটি/সেবা (যেমন- পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন) নির্মাণের সুযোগ থাকবে কি না?		
প্রতিবেশীদের নিকট থেকে বা কোন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এ বিষয়ে বড় কোন অভিযোগ আছে কি না?		

পদক্ষেপ-৫ ঃ নগর সেবা উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা/অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়া

পৌর কর্তৃপক্ষ বা পৌরসভা পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক আলোকিতকরণ, সমাধি ক্ষেত্র, উদ্যান, খেলার মাঠ প্রভৃতি নগর সেবা দানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ। মহাপরিকল্পনা'র বিভিন্ন পরিকল্পনায় নগর সেবা শিরোনামের আওতায় বিভিন্ন ধরণের সেবা ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এসকল সেবা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন নীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে যে সকল বিষয় যাচাইয়ের প্রয়োজন হবে সেগুলো হলোঃ ১) সেবার ধরন; ২) উক্ত সেবার আওতায় অবকাঠামোর ধরন; ৩) ভূমি বরাদ্দের প্রস্তাবনা; ৪) স্থান নির্বাচনের মান/সূচক (যদি থাকে); ৫) প্রস্তাবিত ভূমি/সাইটে যাতায়াতের (সড়কের) প্রস্তাবনা; ৬) মহাপরিকল্পনার অন্যান্য সুপারিশ।

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের জন্য প্রকৌশল বিভাগ নিম্নে উপস্থাপিত নমুনা সারণি ৪.১৪ ব্যবহার করতে পারে। বিষয়বস্তু ও উপাদানসমূহ প্রায় একই হওয়ার কারণে উক্ত সারণিকে প্রত্যেক নগর সেবা নির্দেশনা/অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সাধারণ ছক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সারণি ৪-১৪ ঃ নগর সেবা উন্নয়নের জন্য যাচাই-তালিকা/চেকলিস্ট

ক্রমিক	যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে	যাচাইয়ের ফলাফল
ক	প্রস্তাবিত নগর সেবার ধরন	
ক.১	সেবার শ্রেণি	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
ক.২	প্রস্তাবনার নাম	বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র (ডাম্পিং গ্রাউন্ড) উন্নয়ন
ক.৩	প্রস্তাবনার প্রকৃতি	অবকাঠামো উন্নয়ন
খ.	প্রস্তাবিত সেবার অবস্থা	
খ.১	প্রস্তাবিত সেবার বর্তমান অবস্থা	পৌরসভায় বর্তমানে কোন বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র নেই
খ.২	মৌজা তফসিলসহ প্রস্তাবিত অবস্থান	পৌরসভার উত্তর-পূর্ব কোনায় ০৯ নং ওয়ার্ডের মধ্যে; মৌজা নাম: কালামপুর, সিট নং: ০১, প্লট/দাগ নং: ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬(আ), ২৫৭(আ)।
খ.৩	প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ	৬ একর
খ.৪	প্রস্তাবিত ভূমি ও অন্যান্য উপাদান	প্রস্তাবিত ভূমি বর্তমানে কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এটি ব্যক্তি মালিকানাধীন। ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হবে। বর্তমানে কোন সংযোগ সড়ক নেই, প্রস্তাবনায় আনুমানিক ৪০০ মিটার দৈর্ঘ্যের সংযোগ সড়ক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
গ	অন্যান্য দিক	
গ.১	বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য পরবর্তী কার্যক্রম	১) ভূমি অধিগ্রহণ, ২) সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য বিস্তারিত জরিপ, ৩) বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্রর পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন, ৪) তহবিল সংগ্রহ, ৫) পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
গ.২	নকশা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় (স্থানের সীমানা, সীমানা প্রাচীর বেড়া নির্মাণ, আলোকিতকরণ, যেসকল সেবা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে প্রভৃতি)	১) বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর অন্তর্ভুক্ত করা, ২) পরিকল্পনা ও নকশায় উক্ত এলাকা আলোকিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সংস্থান, ৩) ৪০ ফুট প্রস্থ ও ৪০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সংযোগ সড়ক প্রয়োজন।
গ.৩	তহবিলের উৎস (প্রস্তাবিত/নির্ধারিত)	মহাপরিকল্পনায় কোন প্রস্তাবনা নেই, সম্ভাব্য উৎস: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)
গ.৪	এলাকা নির্ধারণের সূচক	মহাপরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্রের জন্য স্থান সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।
গ.৫	প্রস্তাবিত নীতি যা বিবেচনা করতে হবে	এখানে কাঠামো পরিকল্পনা এবং নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় নির্দেশিত নীতি সুপারিশ উল্লেখ করতে হবে।
গ.৬	প্রয়োগ করা যেতে পারে এমন সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান	এখানে নিষ্কাশন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় নির্দেশিত সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান উল্লেখ করতে হবে।

নগর সেবা উন্নয়ন তালিকা চূড়ান্ত করা ও অনুমোদিত হওয়ার পর, প্রকৌশল বিভাগ কোন সুনির্দিষ্ট নগর সেবা উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা/অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেবে। নির্দেশনা/অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্নে প্রয়োজনীয় নগর সেবা চিহ্নিত ও নির্বাচিত করা; তাদের বাস্তবায়ন কৌশল বিশ্লেষণ এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরির জন্য প্রকৌশল বিভাগ পূর্ববর্তী ধাপ তথা সড়ক উন্নয়নের জন্য অনুমোদন/নির্দেশনা প্রদান প্রক্রিয়ায় (পর্ব-৩, পদক্ষেপ-৩, কার্যক্রম-২) বর্ণিত বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৫.১ ভূমিকা

কোন কার্যক্রম পরিকল্পনা মাফিক তার কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপ, মান নিয়ন্ত্রণ, প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা ও তা পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধানের উপায় বের করার পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া হলো পরিবীক্ষণ।

আবার কোন একটি কাজের কাংখিত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে কি না তা কতিপয় প্রামাণকের/সূচকের নিরিখে পরিমাপ করাই মূল্যায়ন। মূল্যায়নের মাধ্যমেই সম্পাদিত কাজের উপকারিতা বা অপকারিতার মাত্রা শনাক্ত করা হয়ে থাকে যা পরবর্তীতে কোন প্রতিষ্ঠানকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

পৌরসভার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করা গেলে এটি একটি কাগুজে দলিলে পরিণত হবে। তাই পৌরসভার মহাপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে এবং যথাযথ মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫.২ উদ্দেশ্য

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো ঃ

- মহাপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা,
- বাস্তবায়ন সমস্যা শনাক্ত করা যা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক হবে, এবং
- মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম সঠিক পথে থাকা নিশ্চিত করা এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

৫.৩ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়াদি

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কাজ অধ্যায় চার-এ যেভাবে দেখা গেছে, সে অনুযায়ী প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, যথাঃ

ক) নিয়মিত কাজ- ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান, ভবন অনুমোদনে অনাপত্তি পত্র প্রদান ইত্যাদি হলো নিয়মিত বাস্তবায়ন কাজ যা সম্পন্নে পূর্ব নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম থাকা প্রয়োজন; এবং

খ) অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক কাজ- প্রত্যেক আলাদা উন্নয়ন প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে অনিয়মিত ধরণের কাজ।

নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মকান্ডের প্রকৃতি ভিন্ন হওয়ায় এই ভিন্নতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মকান্ডেও প্রতিফলিত হয়।

পৌরসভার কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থায়ী কমিটির মধ্যে মহাপরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব বন্টনের সময় মেয়র ও পরিষদকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, নিয়মিত বা অনিয়মিত যে কোন বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত একই ব্যক্তি/কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে সম্পৃক্ত হতে পারবেন না।

৫.৪ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

৫.৪.১ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিবীক্ষণ হাতিয়ার (টুল) যেমন- যাচাই তালিকা, বাস্তবায়ন সময়সূচি ইত্যাদি এবং পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা প্রয়োজন। পরিবীক্ষণ হাতিয়ার ও প্রক্রিয়া প্রণয়নের পর স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ ব্যাপারে মেয়রকে অবহিত করবেন ও এসকল উপকরণ পরিষদে উপস্থাপন করবেন এবং পরিবীক্ষণ হাতিয়ার ও প্রক্রিয়া প্রয়োগের পূর্বে পরিষদের অনুমোদন নেবেন। এই নির্দেশিকায় সুপারিশ করা হয়েছে যে,

- প্রকৌশল বিভাগ পরিবীক্ষণ ও মল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও তা পরিষদের সভায় উপস্থাপনের জন্য নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিকে সহায়তা করবে। পরিষদ পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সংখ্যা, উপস্থাপন ও

সংশোধনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অংশগ্রহণ ও সুপারিশ নিশ্চিত করতে শহর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি'র (TLCC) সভায় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উপস্থাপন ও আলোচনা করা যেতে পারে।

- পরিষদের সর্বশেষ সভায় মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ বিষয়ে পূর্বের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সংশোধনী'র অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা জরুরী। প্রত্যেক অর্থ বছর শেষে নিয়মিত ও অনিয়মিত উভয় ধরণের কর্মকান্ডের অগ্রগতি সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা দরকার।
- মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন হবে চলমান প্রক্রিয়া। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পৌরসভা কর্তৃক গণশুনানী অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন এবং এই শুনানী যথাযথভাবে প্রচার করা হলে নাগরিকগণ এ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদানে উৎসাহিত হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল সভা, শুনানী ও ঘোষণায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৫.৪.২ পরিবীক্ষণ হাতিয়ার/উপাদান

মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি পরিবীক্ষণ হাতিয়ার/উপাদান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ; (খ) নিয়মিত পরিদর্শন ; (গ) নিয়মিত সভা ; (ঘ) বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন; (ঙ) বার্ষিক সভা; (চ) পরিষদের সভা

- প্রকৌশল বিভাগ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি ও পৌর পরিষদের নিকট পেশ করবে। প্রকৌশল বিভাগ এসকল অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় ছক/ফরমেট প্রণয়ন ও অনুসরণ করবে। এ অধ্যায়ের ৫.৬.১ উপ অনুচ্ছেদ-এ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের (সারণি ৫-১ থেকে ৫-৩) এবং ৫.৬.২ উপ অনুচ্ছেদ-এ বার্ষিক প্রতিবেদনের (সারণি ৫-৪ থেকে ৫-৮) নমুনা ছক/ফরমেট দেওয়া হয়েছে, পৌরসভা যেগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে বা ব্যতিরেকে ব্যবহার করতে পারে।
- নমুনা ছক/ফরমেট-এ (সারণি ৫ ১ থেকে ৫-৮) প্রতিবেদনকালীন সময়ে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সকল কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মকান্ডের বার্ষিক ভিত্তিতে মূল্যায়নের জন্য একটি বার্ষিক সভা করবে এবং পরিষদের সভার জন্য প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ প্রণয়ন করবে।
- প্রকৌশল বিভাগ থেকে বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া নিশ্চিত করতে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় মাসের মধ্যে বার্ষিক সভার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫.৫ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মূল্যায়ন

মূল্যায়ন একটি প্রক্রিয়া যা কোন একটি সংস্থা, কর্মসূচি, প্রকল্প বা অন্য যে কোন কার্যক্রমের কার্যকারিতা উন্নয়নে এর কর্মকান্ড যাচাইয়ে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তায় অথবা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা নিরূপণে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম যথাযথভাবে পরীক্ষা করে। এটি কোন সংস্থা বা কার্যক্রম/প্রকল্প বা অন্যান্য কর্মসূচির কর্মকান্ড, বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে। এই প্রেক্ষাপটে মহাপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য এর নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও সময়াবদ্ধ মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক।

৫.৫.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন

বছরে ন্যূনতম একবার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মূল্যায়ন সম্পন্ন করা গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে পরিষদকে তার সাধারণ সভায় মূল্যায়নের জন্য সময় নির্ধারণ করতে হবে; ১) আর্থিক বছর শেষ হওয়া, ২) কার্যক্রমের সময়সূচি শেষ হওয়া, ৩) জনবলের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে ইত্যাদি।
মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কিছু অত্যাবশ্যকীয় বিষয় থাকতে হবে যেমন;
১) ভূমিকা, ২) মূল্যায়ন ফলাফল (তথ্য-উপাত্ত/প্রমাণাদি সহকারে), ৩) শিক্ষা/অভিজ্ঞতা লাভ, ৪) সুপারিশ, ৫) পরিশিষ্ট

শুধুমাত্র সে সকল তথ্য-উপাত্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হবে, যেগুলো মূল্যায়নের বিশ্লেষণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে ও বিষয়ের ব্যাখ্যায় সহায়ক/প্রয়োজনীয় হয়। এ অধ্যায়ের ৫.৬.৩ উপ অনুচ্ছেদ-এ একটি নমুনা মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে (সারণি ৫-৮ থেকে ৫-১২), পৌরসভা যেটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে বা ব্যতিরেকে ব্যবহার করতে পারে।

৫.৬ অগ্রগতি ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের নমুনা ছক/ফরমেট

৫.৬.১ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এর নমুনা ছক/ফরমেট

ক) প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনের মেয়াদ ঃ (উদাঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭); প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর পদবীঃ (উদাঃ সহকারী প্রকৌশলী)

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী বিভাগ/শাখার নাম ঃ (উদাঃ প্রকৌশল বিভাগ); প্রতিবেদন তৈরির তারিখঃ (উদাঃ ১৫ অক্টোবর, ২০১৭)

খ) অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম

অনিয়মিত বা প্রকল্পভিত্তিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম হবে খাতভিত্তিক যথাঃ সড়ক, নর্দমা প্রভৃতি। সকল খাতের জন্য পৃথক সারণি ব্যবহার করতে হবে। এখানে উদাহরণস্বরূপ সড়ক খাতের অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক নমুনা সারণি উপস্থাপন করা হলো যা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে বা ব্যতিরেকে পৌরসভা ব্যবহার করতে পারে।

সারণি ৫-১ ঃ অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আওতায় সড়ক উন্নয়ন বাস্তবায়ন

ক্রমিক নং	সড়ক আইডি	স্কীমের নাম	চুক্তি মোতাবেক বাস্তবায়ন কাল		বর্দ্ধিত সময়	অগ্রগতি %	অসমাপ্ত অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	মন্তব্য
			শুরু	শেষ				
১	কলেজ সড়ক নং-৩	কলেজ সড়ক সংস্কার	ডিসেম্বর, ২০১৭	জানুয়ারি, ২০১৮	মে, ২০১৮	৫০%	নির্দেশনা তৈরি, ভূমি অধিগ্রহণ ও সড়ক শোল্ডারে মাটি ভরাট সম্পন্ন হয়েছে। রাস্তাটি প্রশস্তকরণের কাজ এখনও বাকী	
২	প্রধান সড়ক, পিএস-১	সদর রাস্তা (নং-১); প্রশস্ত করণ ও ফুটপাথ নির্মাণ	জুলাই, ২০১৭	ডিসেম্বর, ২০১৭	--	৬৫%	সড়কের পার্শ্বস্থ নর্দমা ও ফুটপাথ সংস্কারের কাজ করা হয়নি।	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

* অগ্রগতি না হওয়ার কারণসমূহ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গ) নিয়মিত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মকান্ড

সারণি ৫-২ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিত কর্মকান্ড সম্পাদন

ক্র.	বাস্তবায়ন কর্মকান্ড	ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া				ইমারত নির্মাণ/উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়া				
		মাস-১ (জুল)	মাস-২ (আগ)	মাস-৩ (সেপ্ট)	মোট	মাস-১ (জুল)	মাস-২ (আগ)	মাস-৩ (সেপ্ট)	মোট	মন্তব্য
১	আবেদন গ্রহণ									
২	অনুমোদন (ছাড়পত্র/অনাপত্তি) প্রদান									
৩	আবেদন প্রক্রিয়াধীন									
৪	আবেদন প্রত্যাখ্যান									
৫	আবেদন শর্তাধীনে অনুমোদন									
৬	পূর্ববর্তী মেয়াদে গৃহীত আবেদনের অনুমোদন									
৭	আবেদন পুনরায় দাখিল ও অনুমোদন									
৮	আবেদন পুনরায় দাখিল ও প্রত্যাখ্যান									

সারণি ৫-৩ ঃ নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ার কারণ

ক্র.	কারণ	ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া	ইমারত নির্মাণ/উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়া
১	আবেদন প্রত্যাখ্যানের প্রধান কারণ		
২	আবেদন শর্তাধীনে অনুমোদনের প্রধান কারণ		
৩	আবেদন অনুমোদন প্রক্রিয়া দেরী হওয়ার প্রধান প্রধান কারণ (যদি বেশি সংখ্যক পাওয়া যায়)		
৪	অন্যান্য পর্যবেক্ষণ/বাঁধা/অভিজ্ঞতা (যদি থাকে)		

সাক্ষর, তারিখ ও সীলমোহর

৫.৬.২ নমুনা বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক. প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনের মেয়াদঃ (উদা: জুলাই, ২০১৭ জুন, ২০১৮); প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর পদবীঃ (উদাঃ সহকারী প্রকৌশলী)

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী বিভাগ/শাখার নাম ঃ (উদাঃ প্রকৌশল বিভাগ); প্রতিবেদন তৈরির তারিখঃ (উদাঃ ২০ জুলাই, ২০১৮

খ. অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম

সারণি ৫-৪ ঃ অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের অগ্রগতি

ক্র.	বাস্তবায়ন খাত	লক্ষ্যমাত্রা		সম্পন্ন হয়েছে		সময়সূচি অনুযায়ী চলমান		সময়মতো সম্পন্ন না হওয়ায় চলমান		অর্জন	
		প্রকল্পের সংখ্যা	কর্মকান্ডের সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	কর্মকান্ডের সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	কর্মকান্ডের সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	কর্মকান্ডের সংখ্যা	প্রকল্প	কর্মকান্ড
১	মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাথমিক কার্যক্রম	১	৮	১	৮	০	০	০	০	১০০	১০০
২	সড়ক	৩	১৫	২	১২	১	৩	০	০	১০০	১০০
৩	নর্দমা	২	৮	১	৬	০	০	১	২	৫০	৭৫
৪	কমিউনিটি সেবাঃ উন্মুক্ত স্থান	১	৬	১	৪	১	১	১	১	৫০	৮৩
৫	নাগরিক সেবাঃ সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২	১২	১	৮	১	২	১	২	৫০	
	মোট	৯	৪৯	৬	৩৮	৩	৬	৩	৫	৬৬.৭	৮৯.৭৯

সারণি ৫-৫ ঃ বর্তমান প্রতিবেদন মেয়াদে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম সময়সূচি অনুযায়ী সম্পন্ন না হওয়া প্রকল্পের তথ্য

ক্র.	খাত	প্রকল্পের নাম	সম্পন্ন করতে না পারা/অসম্পূর্ণ কার্যক্রমের নাম	সম্পন্ন না হওয়ার কারণ	মন্তব্য
১	নিষ্কাশন > নর্দমা	১) PD-02 নর্দমা উন্নয়ন	১. ২.		
২	কমিউনিটি সেবাঃ উন্মুক্ত স্থান	২) ১টি কমিউনিটি উদ্যান উন্নয়ন	১.		
৩	নাগরিক সেবাঃ সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৩) বর্জ্য অপসারণ কেন্দ্র উন্নয়ন	১. জমি ক্রয় সম্পন্ন না হওয়া	১. দুজন ভূমির মালিক তাদের অংশ বিক্রয়ে এখনো সম্মত হননি।	

গ) নিয়মিত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম

সারণি ৫-৬ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করার অগ্রগতি

ক্র.	বাস্তবায়ন কার্যক্রম	ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া					ইমারত নির্মাণ/উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়া					মন্তব্য
		ত্রৈমা-১	ত্রৈমা-২	ত্রৈমা-৩	ত্রৈমা-৪	মোট	ত্রৈমা-১	ত্রৈমা-২	ত্রৈমা-৩	ত্রৈমা-৪	মোট	
১	আবেদন গ্রহণ											
২	অনুমোদন প্রদান											
৩	আবেদন প্রক্রিয়াধীন											
৪	আবেদন প্রত্যাখ্যান											
৫	আবেদন শর্তাধীনে অনুমোদন											
৬	পূর্ববর্তী মেয়াদে গৃহীত আবেদনের অনুমোদন											
৭	আবেদন পুনরায় দাখিল ও অনুমোদন											
৮	আবেদন পুনরায় দাখিল ও প্রত্যাখ্যান											

সারণি ৫-৭ ঃ নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ার কারণ

ক্র.	কারণ	ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া	ইমারত নির্মাণ/উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়া
১	২	৩	৪
১	আবেদন প্রত্যাখ্যানের প্রধান কারণ	১. ২.	১. ২.
২	আবেদন শর্তাধীনে অনুমোদনের প্রধান কারণ		
৩	আবেদন অনুমোদন প্রক্রিয়া দেরী হওয়ার প্রধান প্রধান কারণ (যদি বেশি সংখ্যক পাওয়া যায়)		
৪	অন্যান্য পর্যবেক্ষণ/বাঁধা/অভিজ্ঞতা (যদি থাকে)		
৫.	মন্তব্য		

সারণি ৫-৮ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা

ক্র.	কর্মকান্ডের ধরন	মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে	চিহ্নিত সমস্যা উত্তরণে সুপারিশ
১	২		
১	মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন		
২	মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিত কার্যক্রম সম্পাদন		

সাক্ষর, তারিখ ও সীলমোহর

৫.৬.৩ বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন এর নমুনা ছক/ফরমেট

ক) ভূমিকা

ভূমিকার মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত থাকবেঃ (১) পৌরসভার গঠন, শহর হিসেবে গড়ে ওঠা, ভৌগলিক অবস্থান, জনসংখ্যা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা; (২) ভূমিকায় মহাপরিকল্পনার উপর বর্ণনা থাকবে যেমনঃ এটি প্রণয়ন এবং অনুমোদনের সাল, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য প্রভৃতি; (৩) মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যেমনঃ মূল্যায়ন দল নিয়োগের প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন সম্পন্ন করার মেয়াদ, মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের যে সকল কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হবে সেগুলোর বিবরণ এবং (৪) মূল্যায়নের উদ্দেশ্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

খ) মূল্যায়নের ফলাফল

খ.১ অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন

সারণি ৫-৯ ঃ মূল্যায়ন মেয়াদে অনিয়মিত/প্রকল্প ভিত্তিক মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পাদন

ক্র.	খাত	লক্ষ্যমাত্রা		সম্পাদন		সময়সূচি অনুযায়ী চলমান		অর্জন	
		প্রকল্পের সংখ্যা	কার্যক্রমের সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	কার্যক্রমের সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	কার্যক্রমের সংখ্যা	প্রকল্প	কার্যক্রম
১	মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাথমিক কার্যক্রম	১	৮	১	৮	০	০	১০০	১০০
২	সড়ক	৩	১৫	২	১২	১	৩	১০০	১০০
৩	নর্দমা	২	৮	১	৬	০	০	৫০	৭৫
৪	কমিউনিটি সেবাঃ উন্মুক্ত স্থান	১	৬	১	৪	১	১	৫০	৮৩
৫	নাগরিক সেবাঃ সেনিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২	১২	১	৮	১	২	৫০	০
	মোট	৯	৪৯	৬	৩৮	৩	৬	৬৬.৬৬	৮৯.৭৯

খ.২ নিয়মিত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন

সারণি ৫-১০ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করার অগ্রগতি মূল্যায়ন

ক্র.	বাস্তবায়ন কর্মকান্ড	ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া					ইমারত নির্মাণ/উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়া					মন্তব্য
		ত্রৈমা-১	ত্রৈমা-২	ত্রৈমা-৩	ত্রৈমা-৪	মোট	ত্রৈমা-১	ত্রৈমা-২	ত্রৈমা-৩	ত্রৈমা-৪	মোট	
১	আবেদন গ্রহণ											
২	অনুমোদন প্রদান											
৩	আবেদন প্রক্রিয়াধীন											
৪	আবেদন প্রত্যাখ্যান											
৫	আবেদন শর্তাধীনে অনুমোদন											
৬	পূর্ববর্তী মেয়াদে গৃহীত আবেদনের অনুমোদন											
৭	আবেদন পুনরায় দাখিল ও অনুমোদন											
৮	আবেদন পুনরায় দাখিল ও প্রত্যাখ্যান											

সারণি ৫-১১ ঃ নিয়মিত কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন না হওয়ার প্রধান কারণ/চ্যালেঞ্জ

ক্র.	চ্যালেঞ্জ সৃষ্টির এলাকা	ব্যক্তি পর্যায়ের উন্নয়ন প্রস্তাবনার জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন প্রক্রিয়া	ইমারত নির্মাণ/উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য অনাপত্তি প্রদান প্রক্রিয়া
১	আবেদন প্রত্যাখ্যানের প্রধান কারণ	১. ২.	১. ২.
২	আবেদন শর্তাধীনে অনুমোদনের প্রধান কারণ		
৩	আবেদন অনুমোদন প্রক্রিয়া দেরী হওয়ার প্রধান প্রধান কারণ (যদি বেশি সংখ্যক পাওয়া যায়)		
৪	অন্যান্য পর্যবেক্ষণ/বাধা/অভিজ্ঞতা (যদি থাকে)		
৫	মন্তব্য		

গ) শিক্ষা/অভিজ্ঞতা লাভ (অর্জন)

গ.১ প্রধান প্রধান অভিজ্ঞতা

(এখানে মূল্যায়নের মেয়াদে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করতে হবে। নিম্নে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কয়েকটি প্রধান দিক উল্লেখ করা হলো যে সকল ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা পৌরসভার সংশ্লিষ্টদের আগামী দিনে সহায়তা করবে ঃ
পৌরসভার মধ্যে আন্তঃসহযোগিতা, বিভিন্ন সংস্থার সাথে আন্তঃসহযোগিতা, জনগণের নিকট থেকে সহযোগিতা, অংশগ্রহণ, দলীয় কাজে দলীয় সদস্যদের মধ্যে দায়িত্বগ্রহণ ও বিনিময় প্রভৃতি)।

সারণি ৫-১২ ঃ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন না হওয়ার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ক্র.	চ্যালেঞ্জ সৃষ্টির এলাকা	সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ	চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ	ফলাফল
১	অনিয়মিত/প্রকল্প বাস্তবায়ন			
২	নিয়মিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন			
৩	আন্তঃ সহযোগিতা			
৪	অন্যান্য সংস্থার সাথে আন্তঃ সহযোগিতা			
৫	জনগনের সহযোগিতা			
৬	অন্যান্য (যদি থাকে, দয়া করে সুনির্দিষ্ট করুন)			

গ.২ শিক্ষা/অভিজ্ঞতা লাভ (অর্জন)

(এখানে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ মূল্যায়ন মেয়াদে বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের অর্জিত শিক্ষা/অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন। একই সাথে কেন এগুলো তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, ভবিষ্যতে কোথায় এগুলো কাজে লাগানো বা ব্যবহার করা যাবে এবং ভবিষ্যতে কী ভাবে এই শিক্ষা তাদের বাস্তবায়ন কাজের উন্নতিতে সহযোগিতা করবে সে সকল বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করবেন।

শিক্ষা লাভের বিষয় বর্ণনার নমুনা ছক/ফরমেট

সুনির্দিষ্ট শিক্ষা/অভিজ্ঞতা ঃ

এই শিক্ষা/অভিজ্ঞতার গুরুত্ব ঃ

এই শিক্ষা/অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর ক্ষেত্র ঃ

এই শিক্ষা/অভিজ্ঞতা কিভাবে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজের মানোন্নয়ন করবে ঃ

ঘ. সুপারিশমালা

(এই অনুচ্ছেদে মূল্যায়নকারী দলকে মূল্যায়ন মেয়াদে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে সেগুলো উত্তরণে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরও তরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে।)

ঙ. পরিশিষ্ট

পরিশিষ্টে ন্যূনতম নিম্নলিখিত উপাদানগুলো থাকা উচিতঃ মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য গৃহীত চুক্তির শর্তাবলী (টার্মস অব রেফারেন্স), মূল্যায়নের হাতিয়ার ও সূচক, নথিপত্র পর্যালোচনার তালিকা, মূল্যায়নের কাজে যোগাযোগ করা হয়েছে এমন সকল ব্যক্তির তালিকা, মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শন করা হয়েছে এমন সকল উপাদানের তালিকা, বিশ্লেষণ সারণি প্রভৃতি।

সংযুক্তি ১ ঃ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র

ফরম- 'ক'

আবেদনকারীর ছবি

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র

ফর্ম ক্রমিক নংঃ [ ][ ][ ][ ] (অফিস কর্তৃক পূরণীয়)   রশিদ নম্বরঃ [ ][ ][ ][ ] (অফিস কর্তৃক পূরণীয়)   আবেদনের তারিখঃ -------------------

বরাবর

মেয়র

------------------------------ পৌরসভা।

------------------------ জেলা।

০১। আবেদনকারীর বিবরণঃ

ব্যক্তি পর্যায়েঃ

ক. নাম ঃ-------- ---------- --------

ঠিকানা ঃ-------- -------- --------- ------------ --- --

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ঃ-------- -------- --------- ------------ --- --

খ. নাম ঃ-------- ---------- --------

ঠিকানা ঃ-------- -------- --------- ------------ --- --

জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ঃ-------- -------- --------- ------------ --- --

সংস্থা পর্যায়েঃ

ক. নাম ও পদবী ঃ-------- -------- --------- ------------ --- ---------------------------

আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর ঃ-------- -------- --------- ------------ --- ---------------------------

সংস্থার নাম ও ঠিকানা ঃ-------- -------- --------- ------------ --- ---------------------------

ট্রেড লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন/(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ-------- -------- --------- ------------ --- ---------------------------

২। প্রস্তাবিত জমি/সাইট এর অবস্থান ও পরিমাণ ঃ

(ক) ওয়ার্ড নং ঃ
(খ) এলাকা/পাড়া/মহল্লার নাম ঃ
(গ) জেএল নং ঃ
(ঘ) মৌজার নাম ঃ
(ঙ) মৌজার সিট নং ঃ
(চ) খতিয়ান নম্বর (সি.এস./আর.এস/বি.এস) ঃ
(ছ) সি.এস./আর.এস. দাগ/প্লট নম্বর ঃ
(জ) বাহুর মাপসহ জমি/প্লট/সাইটের পরিমাণ ঃ
(ঝ) রাস্তা/সড়কের নাম ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

৩। জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক) জমি/প্লট এর মালিকানার বিবরণঃ একক/ যৌথ মালিকানা
খ) মালিকানার উৎস এবং তারিখঃ ক্রয়/উত্তরাধিকার/হেবা/দান/লীজ/অন্যান্য
গ) জমি নিবন্ধনের তারিখ ও দলিল নংঃ

৪। জমি/প্লট এর বর্তমান ব্যবহার ঃ

৫। জমি/প্লট এর চৌহদ্দি ঃ
(চতুর্পাশের ভূমির খতিয়ান নং, দাগ নং, ভূমি মালিকের নাম, জমির শ্রেণি ও বর্তমান ব্যবহার)

উত্তর ঃ পূর্ব ঃ

দক্ষিণ ঃ পশ্চিম ঃ

৬। ক) জমি/প্লট এর ২০০ মিটারের মধ্যে চারপাশের ভূমির বর্তমান ব্যবহার ঃ (আবাসিক/বাণিজ্যিক/মিশ্র/. . . . . .)

খ) জমি/প্লট এর নিকটতম প্রধান সড়কের নাম ও প্রস্থ ঃ . . . . মিটার।

গ) জমি/প্লট এর সংযোগকারী সড়কের নাম . . . . .এবং

১) উক্ত সড়কের বর্তমান প্রস্থ ঃ . . . . মিটার

২) মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী উক্ত সড়কের প্রস্তাবিত প্রস্থ (যদি জানা থাকে) ঃ . . . . . মিটার

ঘ) প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর ২০০ মিটারের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি আছে কি না?

১) প্রধান/মাঝারি সড়ক ঃ হ্যাঁ / না ২) হাট/বাজার ঃ হ্যাঁ / না ৩) রেল স্টেশন ঃ হ্যাঁ / না

৪) নদী বন্দর ঃ হ্যাঁ / না ৫) বিমান বন্দর ঃ হ্যাঁ / না ৬) প্রধান সড়কের সংযোগস্থল বা মোড় ঃ হ্যাঁ / না

ঙ) প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর ২০০ মিটারের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির অবস্থান রয়েছে কি না?

১) পুকুর ঃ হ্যাঁ / না ৬) খেলার মাঠ ঃ হ্যাঁ / না

২) জলাভূমি ঃ হ্যাঁ / না ৭) বন ঃ হ্যাঁ / না

৩) প্রাকৃতিক জল প্রবাহ (নদী/খাল/অন্যান্য) ঃ হ্যাঁ / না ৮) পাহাড়/ টিলা ঃ হ্যাঁ / না

৪) বন্যা নিয়ন্ত্রণে জলধারণ এলাকা বা প্লাবন ভূমি ঃ হ্যাঁ / না৯) ঢাল ঃ হ্যাঁ / না

৫) উদ্যান (পার্ক) ঃ হ্যাঁ / না ১০) অন্যান্য জলাশয় ঃ হ্যাঁ / না

ছ) প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর ২০০ মিটারের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলির অবস্থান রয়েছে কি না?

১) ঐতিহাসিক স্থান ঃ হ্যাঁ / না

২) প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা ঃ হ্যাঁ / না

৩) সেনানিবাস ঃ হ্যাঁ / না

৪) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা (**KPI**- বিদ্যুৎ গ্রিড, জাতীয় মহাসড়ক, বেতার/টেলিভিশন প্রভৃতি) ঃ হ্যাঁ / না

জ) সংলগ্ন সড়ক থেকে প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর গড় উচ্চতা ঃ . . . . . মিটার উঁচু/ নীচু

৭। প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর ভবিষ্যৎ ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য ঃ

ক) প্রস্তাবিত জমি/প্লটে ভূমি ব্যবহার ঃ আবাসিক/ বাণিজ্যিক / মিশ্র / শিক্ষা / . . . . .

৮। ভূমি ব্যবহার অনুমোদন/ছাড়পত্রের জন্য পেশকৃত ফি, দলিলাদি ও নকশার তালিকা ঃ

ক্রমিক	নথিপত্রের নাম/বিবরণ	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১.	প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর স্বত্বাধিকার দলিল এর সার্টিফাইড কপি			
২.	প্রস্তাবিত ভূমির/সাইটের হালনাগাদ খাজনা, বসত কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) প্রদানের রসিদের সত্যায়িত কপি			
৩.	প্রস্তাবিত ভূমির/সাইটের পর্চা/খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি			
৪.	প্রস্তাবিত ভূমি/সাইট থেকে চারপাশের ন্যূনতম ২০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রকৃত অবস্থার একটি মানচিত্র			
৫.	আবেদনকারীর সাক্ষরসহ মৌজা মানচিত্রের উপর প্রস্তাবিত ভূমি'র সাইট প্ল্যানের এমোনিয়া কপি			
৬.	জমি/সাইটের আকার, পরিমাপ প্রভৃতি উপাত্তসহ জরিপ সম্পন্নকারী ফার্মের যথাযথ তথ্য সম্বলিত একটি বিস্তারিত ভূমি জরিপ প্রতিবেদন			
৭.	আবেদনকারী ব্যক্তি ও ভূমির মালিকানা শনাক্ত করাসহ প্রস্তাবিত ভূমি/সাইটে কোন বিরোধ আছে কী না সে সম্পর্কে স্থানীয় কাউন্সিলরের মতামত			
৮.	বিধি অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদানের রশিদ			
৯.	জাতীয় পরিচয়পত্রের এবং কাউন্সিলর কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদ এর সত্যায়িত ফটোকপি			
১০.	অন্যান্য (যদি থাকে, উল্লেখ করুন)			

৯। আমি/আমরা এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে এ আবেদনপত্রে উল্লেখিত সকল তথ্যাদি আমার/আমাদের জানামতে সঠিক। এ প্রেক্ষিতে বর্ণিত প্লটে প্রস্তাবিত ----------ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছি।

আবেদনকারীর সাক্ষর ঃ ----------

নাম ঃ ----------

তারিখ ঃ ----------

সংযুক্তি ২ ঃ মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদনের নমুনা ছক/ফরমেট

ফরম- 'খ'

------------------ পৌরসভা, ---------------------- জেলা।

প্রকৌশল বিভাগ ।

মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদনের নমুনা ছক/ফরমেট

পরিদর্শনের তারিখ ঃ

পরিদর্শকের নাম ঃ

পরিদর্শনের সময় ঃ

পরিদর্শকের পদবী ঃ

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী ------------------- তারিখে নিম্নবর্ণিত জমি/প্লট/সাইট পরিদর্শন করি এবং উক্ত জমি/প্লট/সাইট সম্পর্কিত আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহ করি যা নীচে উপস্থাপন করা হলো।

প্রস্তাবিত জমি/প্লট/সাইটের অবস্থান সম্পর্কে প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত যাচাইঃ

বিষয়	পর্যবেক্ষণ (হ্যাঁ/না)	মন্তব্য*
আবেদন পত্রে উল্লেখিত প্রস্তাবিত জমি/প্লট/সাইটের অবস্থান সংবলিত তথ্যাদি সঠিক		
প্রস্তাবিত জমি/প্লট/সাইটের বর্তমান ব্যবহার ও চৌহদ্দি সংক্রান্ত তথ্যাদি সঠিক		
প্রস্তাবিত জমি/প্লট/সাইটের ২০০ মিটারের মধ্যে চারপাশের ভূমির বর্তমান ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি সঠিক		
আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত নথিপত্র সংগতিপূর্ণ আছে		

*কোন তথ্যের ব্যত্যয় থাকলে তার বিবরণ, পরিমাণ প্রভৃতি মন্তব্য কলামে বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

প্রস্তাবিত জমি/প্লট/সাইটের ২০০ মিটারের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের অবস্থানগত তথ্যের যথার্থতা যাচাই ঃ

বিষয়	পর্যবেক্ষণ (হ্যাঁ/না)	মন্তব্য**
প্রস্তাবিত জমি/প্লট/সাইটের ২০০ মিটারের মধ্যে পরিবহন বিষয়ক উপাদানের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্যাদি সঠিক		
প্রস্তাবিত জমি/প্লট/সাইটের ২০০ মিটারের মধ্যে পরিবেশগত উপাদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সঠিক		
প্রস্তাবিত জমি/প্লট/সাইটের ২০০ মিটারের মধ্যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্যাদি সঠিক		
প্রস্তাবিত জমি/প্লট/সাইটের আশেপাশের (এলাকার) বিদ্যমান নিষ্কাশন ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি সঠিক		

**কোন তথ্যের ব্যত্যয় থাকলে তার বিবরণ, পরিমাণ প্রভৃতি মন্তব্য কলামে বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

জমি/প্লট এর মালিকানা ও বিরোধ সম্পর্কে প্রতিবেশীদের মতামত ঃ

অন্যান্য পর্যবেক্ষণ (যদি বিষয় সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষ পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায়, তবে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে) ঃ

সাক্ষর ও তারিখ

(নাম ঃ.........................)

সংযুক্তি ৩ ঃ পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের নমুনা

ফরম- 'গ'

পৌরসভার সাধারণ সীল মোহর

---------- পৌরসভা, ---------- জেলা।

স্মারক নং ঃ তারিখ ঃ

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র নং ঃ

জনাব/বেগম .....

.....

বিষয়ঃ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে।

বিগত ---------- তারিখে আপনার দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র পৌরসভার অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার আলোকে যাচাই করতঃ নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত জমি/প্লট নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আবেদন অনুযায়ী ----------শ্রেণির ব্যবহারের জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করা হলো।

(ক) ওয়ার্ড নং ঃ
(খ) এলাকা/পাড়া/মহল্লার নাম ঃ
(গ) জেএল নং ঃ
(ঘ) মৌজার নাম ঃ
(ঙ) মৌজা সিট নং ঃ
(চ) খতিয়ান নম্বর (সি.এস./আর.এস/বি.এস)ঃ
(ছ) সি.এস./আর.এস. দাগ/প্লট নম্বর ঃ
(জ) বাহুর মাপসহ জমি/প্লট/সাইটের পরিমাণ ঃ

শর্তাবলী ঃ

১। এ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের মেয়াদ ছাড়পত্র অনুমোদন প্রদানের তারিখ হতে পরবর্তী ২(দুই) বছর সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
২। এ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র কোন ধরণের নির্মাণ/উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ শুরুর জন্য কোন ধরণের আইনগত অধিকার বা ক্ষমতা প্রদান করে না।
৩। এ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র কর্তৃপক্ষকে নির্মাণ অনুমোদন বা বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের আওতায় বিস্তারিত পরিকল্পনা বা নকশা দাখিলের সময় অতিরিক্ত শর্ত আরোপের ক্ষমতাকে প্রত্যাখ্যান/অস্বীকার করে না।
৪। পৌরসভা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক যে কোন সময় এই ছাড়পত্র বাতিল বা স্থগিত করতে পারবে।
৫। আবেদনকারী যদি তার আবেদনে কোন ভুল তথ্য প্রদান করেন বা তথ্য গোপন করেন তবে এই ছাড়পত্র অনুমোদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
৬। এ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্বের ক্ষমতা প্রদান করে না।
৭। এ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্বের কোন প্রমাণ নয়।

দ্রষ্টব্যঃ প্রস্তাবিত জমি/প্লট/সাইট সংলগ্ন সড়কের বর্তমান প্রস্থ . . . . মিটার।
অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী উক্ত সড়কের প্রস্তাবিত প্রস্থ হবে . . . . মিটার।

স্বাক্ষর ও তারিখ

(নামঃ . . . . . .)

মেয়র, ... পৌরসভা

বিতরণ (কার্যার্থে)ঃ

১। সভাপতি, নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি; , ... পৌরসভা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব . . . . . পৌরসভা।
৩। বিভাগীয় প্রধান, প্রকৌশল বিভাগ; . . . . . পৌরসভা।
৪। . . . . .
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি

সংযুক্তি ৪ ঃ পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যান পত্রের নমুনা

ফরম- 'ঘ'

পৌরসভার সাধারণ সীল মোহর

---------- পৌরসভা, ---------- জেলা।

তারিখঃ

স্মারক নংঃ

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যান নং ঃ

জনাব/বেগম .....

.....

বিষয়ঃ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে।

আপনার/আপনাদের ---------- তারিখে দাখিলকৃত নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত জমি/প্লট/সাইট এ . . . . . ভূমি ব্যবহার শ্রেণির জন্য করা আবেদন পৌরসভার অনুমোদিত মহাপরিকল্পনার আলোকে যাচাই করতঃ নিম্নলিখিত কারণে প্রত্যাখ্যান করা হলো।

তফসিল

(ক) ওয়ার্ড নং ঃ
(খ) এলাকা/পাড়া/মহল্লার নাম ঃ
(গ) জেএল নং ঃ
(ঘ) মৌজার নাম ঃ
(ঙ) মৌজা সিট নং ঃ
(চ) খতিয়ান নম্বর (সি.এস./আর.এস/বি.এস)ঃ
(ছ) সি.এস./আর.এস. দাগ/প্লট নম্বর ঃ
(জ) বাহুর মাপসহ জমি/প্লট/সাইটের পরিমাণ ঃ

প্রত্যাখ্যানের কারণ

১।

২।

৩।

৪।

৫।

সাক্ষর ও তারিখ

(নামঃ .....)

মেয়র, ... পৌরসভা

বিতরণ (অবগতি/কার্যার্থে)ঃ

১। সভাপতি, নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি; . . . . . পৌরসভা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব . . . . . পৌরসভা।
৩। বিভাগীয় প্রধান, প্রকৌশল বিভাগ; . . . . . পৌরসভা।
৪। . . . . .
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি

সংযুক্তি ৫ ঃ অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অনুসরণীয় ধাপসমূহ

প্রথম ধাপ ঃ আবেদনকারী কর্তৃক ফর্ম ক্রয় (ফর্ম-'ক')

↓

দ্বিতীয় ধাপ ঃ আবেদনকারী কর্তৃক আবেদনপত্র দাখিল (ফর্ম-'ক')

↓

তৃতীয় ধাপ ঃ আবেদনকৃত প্লটের ভূমির মালিকানা, ভৌগলিক অবস্থান ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার সাথে আবেদনকৃত ব্যবহারের সামঞ্জস্যতা যাচাই

↓

চতুর্থ ধাপ ঃ আবেদনকৃত প্লট সংলগ্ন সড়কের প্রস্তাবিত প্রস্থ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী কী না, তা যাচাই

↓

পঞ্চম ধাপ ঃ আবেদনকৃত প্লটটি মহাপরিকল্পনার কোন উন্নয়ন প্রস্তাবনার মধ্যে কি না তা যাচাই

↓

ষষ্ঠ ধাপ ঃ প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক সরেজমিনে যাচাই (ফর্ম-খ)

↓

সপ্তম ধাপ ঃ পৌর পরিষদের অনুমোদন

↓

অষ্টম ধাপ ঃ অনুমোদন প্রদান (ফর্ম-'গ')

↓

নবম এবং চূড়ান্ত ধাপ ঃ অফিস স্মারকের মাধ্যমে আবেদনকারী(গণ) কে অনুমোদনের বিষয়টি আনুষ্ঠানিক ভাবে অবহিতকরণ